পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 302 Tuesday, 1 October, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৩০২ সংখ্যা ❋ ১৪ আশ্বিন ১৪৩১, মঙ্গলবার, ১ অক্টোবর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

১৪ অক্টোবর পরবর্তী আরজি কর শুনানি

সিবিআইকে ফের স্ট্যাটাস রিপোর্ট পেশের নির্দেশ প্রধান বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে, ১৪ অক্টোবর। আজ সোমবারের শুনানি শেষে জানিয়ে দিলেন প্রধান বিচারপতি। সেদিন সিবিআইকে ফের পরবর্তী স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতেও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আজ, সোমবারের শুনানিতে দ্বিতীয় স্ট্যাটাস রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে জমা দেয় সিবিআই। নির্যাতিতার চোখে গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে সেই রিপোর্টে উল্লেখ ছিল। তা দেখে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় প্রশ্ন তোলেন, ঘুমন্ত অবস্থায় কীভাবে এটি হল? সোমবার শুনানিতে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ স্টেটাস রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পরে জানিয়েছে, তদন্ত চালিয়ে যেতে পারে সিবিআই। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় মন্তব্য করেন, ''সিবিআই তদন্তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লিড উঠে এসেছে। তারা তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাক।'' তবে এই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে প্রশ্নও তোলেন বিচারপতি। তিনি জানান, নির্যাতিতার চোখে গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। ঘুমন্ত অবস্থায় কীভাবে এটি হল? এর উত্তরে সলিসিটর জেনারেল জানান, চশমা না খুলেই ঘুমোনোর জন্য এই আঘাত লেগেছে। এদিন দুপুরে সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার চতুর্থ শুনানি শুরু হয়। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ ফের ওই ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন। শুনানিতে ৪২টি পক্ষের ২০০-র বেশি আইনজীবী অংশ নেন। চিকিৎসকদের নিরাপত্তা, সাগর দত্ত হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা থেকে শুরু করে একাধিক বিষয় ওঠে আদালতে। দ্বিতীয় স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই। তা দেখেই নির্যাতিতার চোখের আঘাত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন চন্দ্রচূড়। পাশাপাশি, এদিনের শুনানিতে নাম ওঠে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ দেবাশিস সোমেরও। নির্যাতিতার ময়নাতদন্তের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন তিনিই। তাঁকে সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ বলেও চেনেন সকলে। তাঁকে কেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি সে নিয়ে আদালতে প্রশ্ন উঠলে আইনজীবীর তরফে তুষার মেটা জানান, ১২ তারিখের আগে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তার পর থেকে তিনি হাসপাতালে ভর্তি। এছাড়াও এদিনের মামলায় জুনিয়র ডাক্তারদের তরফের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং বলেন, ''এটা সাধারণ খুন ও ধর্ষণের ঘটনা নয়। আমাদের কাছে চার জনের নাম রয়েছে, যাঁরা ঘটনার দিন ক্রাইম সিনে ছিলেন। দু'জনের নাম আমরা সিবিআইকে দিয়েছি।'' পাশাপাশি, সিবিআই তদন্তের স্ক্যানারে নাম আসা, হাসপাতালের ৭ জনকে সাসপেন্ড করার দাবিও জানান তিনি। কারণ তাঁরা তদন্তে প্রভাব খাটাতে পারেন বলে সন্দেহ তাঁর। ডাক্তারদের আইনজীবী করুণা নন্দীর তরফেও একই আবেদন করা হয়। এদিন, শুনানির শুরুতেই আইনজীবী অভিযোগ করেন, অনেক মাধ্যমে তিলোত্তমার ছবি ও নাম প্রকাশ হচ্ছে। এরপরই রাজন্যা-প্রান্তিকের শর্ট ফিল্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী। তিনি বললেন, ''একটি ছবি প্রকাশ হওয়ার কথা ইউটিউবে। আমি বলছি না যে কেউ কিছু বলতে পারবে না। তবে স্পর্শকাতর বিষয়, মামলা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এই অবস্থায় কি ছবি প্রকাশ হওয়া উচিত?'' এ কথা শুনে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, ''আপনারা যদি ফিল্মের রিলিজ আটকাতে চান, তাহলে আইনি পথে পদক্ষেপ করুন।'' আইনজীবী দাবি করেন, আর জি করের ঘটনা এবং নির্যাতিতার ছবি পরিচয় কোথাও ব্যবহার করা যাবে না বলে নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি। নোডাল অফিসার নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হল। আরজি কর মামলায় এদিন সুপ্রিম কোর্ট জানতে চাইল, সিসিটিভি বসানোর কাজে কতদূর এগিয়েছে রাজ্য। রাজ্যের আইনজীবীর তরফে জানানো হয়েছে, অনেকটাই কাজ এগিয়েছে, বাকিটা শেষ হবে ১০ অক্টোবরের মধ্যে। এদিন রাজ্যের আইনজীবী আদালতে জানান, পশ্চিমবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতির জন্য একটু দেরি হচ্ছে এই কাজে। তাই আরও কিছু সময় লাগবে। আইনজীবী বলেন, ''যা প্রস্তাব ছিল, তার ২৬ পারসেন্ট সিসিটিভি লাগিয়েছি, ১০ অক্টোবরের মধ্যে বাকিটা লাগাব।'' রাজ্যের আইনজীবী এদিন আরও জানান, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ২৮টি হাসপাতালে সিসিটিভি বসানো এবং শৌচাগার নির্মাণ এবং সংস্কারের সব কাজ হয়ে যাবে। এই কথা শুনে প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করার কথা রাজ্যকে নিশ্চিত করতে হবে। এদিন সুপ্রিম কোর্টে শুনানির সময়ে জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিংহকে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় প্রশ্ন করেন, ''ডাক্তাররা কি কাজে যোগ দিয়েছেন?'' ইন্দিরা জয়সিংহ বলেন, ''হ্যাঁ জুনিয়র ডাক্তাররা সবাই ইমার্জেন্সি সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন।'' প্রধান বিচারপতি তা শুনে বলেন, ''আপনি আমার কথার উত্তর দিন। আমার কথা পরিষ্কার। ডাক্তাররা কি ওপিডি ও আইপিডি সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন?'' তা শুনে ডাক্তারদের আইনজীবী ফের বলেন, ''হ্যাঁ, সবই তো ইমার্জেন্সি সার্ভিসের মধ্যে পড়ে।'' কিন্তু এই জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে প্রধান বিচারপতি ফের বলেন, ''আমি ওপিড়ি ও আইপিডি সার্ভিসের কথা বলছি।'' এর পরই প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেন, ''ডাক্তারদের ওপিডি ও আইপিডি সার্ভিসে যোগ দিতেই হবে।''

'কোনও বনধ হয়নি'

পাহাড়ে চা শ্রমিকদের ধর্মঘটে রাজনীতি দেখছেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ বনধকে যে তিনি কোনওভাবেই সমর্থন করেন না, পাহাড় থেকে নেমে এসে স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে সোমবার পাহাড়ে ১২ ঘণ্টার বনধের ডাক দিয়েছে চা শ্রমিকদের আটটি সংগঠন। বাগডোগরা বিমানবন্দরে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি কোনও বনধ সমর্থন করি না। বাংলায় কোনও বনধ হবে না।'' এদিন পুজোর মুখে বোনাসের দাবিতে চা শ্রমিকদের ডাকা ধর্মঘটে মহা ভোগান্তিতে পড়েন পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটকরা। বন্যা পরিস্থিতি দেখতে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবারই উত্তরকন্যায় বৈঠক করেছেন। তাঁর সফরের মাঝেই বোনাসের দাবিতে সোমবার ১২ ঘণ্টার বনধ ডাকেন চা শ্রমিকরা। সকাল থেকে জায়গায় জায়গায় শুরু হয় পিকেটিং। পাহাড়ে ওঠা নামার প্রায় সব রাস্তাই বন্ধ করে দেন আন্দোলনকারী শ্রমিকরা। কার্শিয়াঙে বিক্ষিপ্ত অশান্তিও হয়। সোমবার দুপুরেই শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা রওনা হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাগডোগরা বিমানবন্দরে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি কোনও বনধ সমর্থন করি না। চা শ্রমিকদের দাবি। লেবার কমিশনের সঙ্গে ট্রায়পার্টাইট মিটিং চলছে। ওরাই ডিসাইড করবে।'' তিনি কোনও হস্তক্ষেপ করবেন কিনা জানতে চাওয়া হলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি কোনও হস্তক্ষেপ করব না। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের বিষয়টির সমাধান হবে। তরাই-ডুয়ার্স হয়ে গেছে, পাহাড়ও হবে। আমি কোনও বনধ সমর্থন করি না। বাংলায় কোনও বনধ হবে না।'' পাহাড়ে আন্দোলনকারী শ্রমিক নেতারা এদিন বলেন, ''তরাই-ডুয়ার্সে ২০ শতাংশ বোনাস হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ে এখনও হয়নি। রবিবারের বৈঠকেও কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়েই আটটা শ্রমিক সংগঠন বনধ ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'' ভরা মরশুমে এখন পাহাড়ে পর্যটকের ঢল। শ্রমিক নেতারা জানান, পর্যটকরা যে সমস্যায়, এটা বুঝতে পেরেছেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের কিছু করার নেই। অন্যদিকে আটকে পড়া পর্যটকদের বক্তব্য, পাহাড় থেকে ওঠা বা নামার কোনও উপায়ই রাখেননি আন্দোলনকারীরা।

'মিথ্যে কথা বলেছে রাজ্য'

সুপ্রিম কোর্টে শুনানির পর রাজ্যের বক্তব্য শুনে বললেন ডাক্তাররা

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ সোমবার ছিল আরজি কর মামলার শুনানি। সেই শুনানিতেই সিসিটিভি বসানোর কাজ কদ্দুর এগিয়েছে তা জানতে চান প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। এর উত্তরে রাজ্যের আইনজীবীর তরফে বলা হয়েছে অনেকটাই কাজ এগিয়েছে। বাকিটা ১০ অক্টোবরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। রাজ্যের এহেন পরিসংখ্যান শুনেই আন্দোলনরত ডাক্তাররা বললেন, সুপ্রিম কোর্টে মিথ্যে বলেছে রাজ্য। শুনানি শেষ হতেই তাঁদের অভিযোগ, প্রথমত রাজ্যের তরফে বলা হচ্ছে অনেক কাজ এগিয়েছে। তাঁরাও মনে করছেন যে অনেক হাসপাতালে সিসিটিভি বসেছে। কিন্তু বাকি পরিসংখ্যান কী করে দিচ্ছে সেটা তাঁরা খতিয়ে দেখবেন বলে জানান। তাঁদের কথায়, ''মেয়েদের বাথরুম, নিরাপত্তা, প্যানিক বাটনের কথা বলেছিলাম। কোথায় কী? কিচ্ছু হয়নি। এরপরও রাজ্য কী করে বলে কাজ এগিয়েছে?'' পাশাপাশি তাঁরা বলেন, ''আদালতে বলা হচ্ছে সাগর দত্ত হাসপাতালে রোগীকে অ্যাটেন্ড করা হয়নি তাহলে তিনি ভর্তি হলেন কী করে?'' প্রশ্ন তুলেছেন ''কেন সরকারি হাসপাতালে একটা ক্রিটিকাল বেড পাওয়া যাবে না?'' তাঁরা বলছেন, ''মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তারপর ১০ দিন কেটে গেছে। এখনও নিরাপত্তা নিয়ে সংশয়ে কাটছে না। এমনই যদি হয় তাহলে কাজে ফিরব কী করে? আরজি করের পর সাগর দত্ত, তারপর ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের ঘটনা। কোথায় নিরাপত্তা?'' জুনিয়র ডাক্তাররা বলছেন, ''স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। রোগীদের বাঁচাতে যত বড় ডাক্তাররাই আসুন না কেন, পরিকাঠামো ঠিক না হলে কেউ বাঁচাতে পারবেন না।''

শীর্ষ কর্তাদের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে থাকার নির্দেশ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্য সরকার আসন্ন উৎসবের দিনগুলিতেও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তা, মন্ত্রী সহ এলাকার জনপ্রতিনিধিদের বন্যা দূর্গত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার সহ ডিজিপি, মুখ্য সচিব এর সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। পরে মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ সাংবাদিকদের বলেন উৎসবের দিনগুলিতে বন্যা দুর্গতদের কাছে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী সব জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন।

মিঠুন চক্রবর্তী একজন সাংস্কৃতিক আইকন, অভিনন্দন বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ চলচ্চিত্র জগতের সর্বোচ্চ সম্মান পাচ্ছেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। আগামী ৮ অক্টোবর ৭০-তম জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে মিঠুন চক্রবর্তীকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই মিঠুনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, অত্যন্ত আনন্দিত লাগছে, মিঠুন চক্রবর্তীজি ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অতুলনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মর্যাদাপূর্ণ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি একজন সাংস্কৃতিক আইকন, বহুমুখী

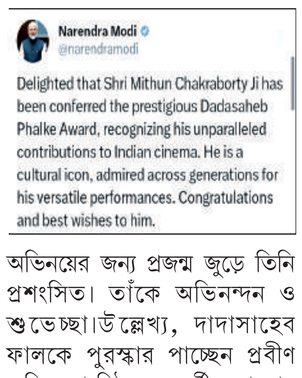

অভিনয়ের জন্য প্রজন্ম জুড়ে তিনি প্রশংসিত। তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।উল্লেখ্য, দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পাচ্ছেন প্রবীণ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। সোমবার সকালে এই ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, মিঠুন দা-র অসাধারণ সিনেমাটিক যাত্রা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে! আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, দাদাসাহেব ফালকে বাছাই জুরি কিংবদন্তি অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানের জন্য আগামী ৮ অক্টোবর ৭০-তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে মিঠুন চক্রবর্তীকে সম্মানিত করা হবে। তিনি এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, মিঠুন দা-র অসাধারণ সিনেমাটিক যাত্রা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে! আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, দাদাসাহেব ফালকে বাছাই জুরি কিংবদন্তি অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানের জন্য আগামী ৮ অক্টোবর ৭০-তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে মিঠুন চক্রবর্তীকে সম্মানিত করা হবে।বাংলা হোক কিংবা বলিউড! ভারতীয় সিনেমায় মিঠুন চক্রবর্তী শুধু বাংলা কিংবা হিন্দি নয়, বহু ভাষার সিনেমায় অভিনয় করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী। দীর্ঘ কেরিয়ারে একাধিক হিট সিনেমা সিনেপ্রেমীদের উপহার দিয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী। চলচ্চিত্র জগতে অসাধারণ অবদানস্বরূপ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পাচ্ছেন প্রবীণ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।

দিল্লিতে সড়ক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী, পর্যবেক্ষণ সিসোদিয়া ও সৌরভের

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লিতে সড়ক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মারলেনা। দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় সড়কের অবস্থা খতিয়ে দেখলেন প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া, দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ, গোপাল রাই, কৈলাশ গেহলট প্রমুখ। সোমবার সকালে দিল্লির পটপরগঞ্জ এলাকা সাকের অবস্থা খতিয়ে দেখেন মনীশ সিসোদিয়া ও সৌরভ ভরদ্বাজ। মনীশ সিসোদিয়া বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নির্দেশে, আমি এবং সৌরভ ভরদ্বাজ দিল্লির কয়েকটি রাস্তা পরিদর্শন করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি, অনেক রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। কোথাও কোথাও কাজ চলছিল এবং গত ৭-৮ মাস ধরে

রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি অবস্থায় ছিল। কোথাও কোথাও গর্ত খোলা রাখা হয়েছে। রাস্তাগুলো সংস্কার করা হবে। দিল্লির মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বিজেপি দিল্লির সমস্ত রাস্তা ধ্বংস করে দিয়েছে... এখন অরবিন্দ কেজরিওয়াল ফিরে এসেছেন, সমস্ত কাজ দ্রুত শেষ হবে।দিল্লির ওখলা এলাকায় সড়ক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী। তিনি বলেছেন, দু'দিন ধরে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং আমি দিল্লির রাস্তাগুলি পরিদর্শন করেছি এবং দেখেছি যে রাস্তাগুলির অবস্থা খুবই খারাপ... অরবিন্দ কেজরিওয়াল দলের সমস্ত বিধায়ক এবং মন্ত্রীদের তাড়াতাড়ি দিল্লির রাস্তাগুলির সংস্কার করতে বলেছেন।দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই রাজধানীর বাবরপুর এলাকার রাস্তার অবস্থা পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন, দিল্লিতে বৃষ্টির পর, রাস্তাগুলিতে সর্বত্র গর্ত তৈরি হয়েছে। যখন থেকে তারা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জেলে রেখেছে, তখন থেকেই দিল্লির রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে... আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা রাস্তাগুলি পরিদর্শন করব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামত করা হবে।

উৎসবের মরশুমেও দেশের পণ্য ব্যবহারের আর্জি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান ' মন কি বাত'-এর ১১৪তম পর্বে বলেন যে, আমাদের যাত্রা ১০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। ৩ অক্টোবর বিজয়াদশমীর দিন এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই বছর ৩ অক্টোবরের যখন 'মন কি বাত' ১০ বছর পূর্ণ করবে, সেদিন নবরাত্রির প্রথম দিন।উল্লেখ্য, ১০ বছর পূর্ণ 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-রও। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই মাসে মেক ইন ইন্ডিয়া-র ১০ বছর পূরণ হচ্ছে। আজ ভারত উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশ্বের পাওয়ার হাউস হয়ে উঠেছে। বিশ্ব এখন আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন আমরা দুটি বিষয়ে জোর দিচ্ছি, এক গুনমান, দ্বিতীয়-ভোকাল ফর লোকাল। তাই উৎসবের মরশুমেও মেক ইন ইন্ডিয়া পণ্য ব্যবহারের আর্জি জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী।

বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় আশা কর্মীরাই এখন দেবী দুর্গা

মালদা,৩০সেপ্টেম্বরঃ বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় আশা কর্মীরাই এখন দেবী দূর্গা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বাস্থ্য পরিসেবা দিচ্ছেন প্লাবিত এলাকায়। এরা আশা কর্মী। সামাজিক মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ডের ছবি ভাইরাল। মালদার মানিকচক ব্লকের তিনটি গ্রামপঞ্চায়েত প্লাবিত। কোথাও এক কোমর জল। আবার কোথাও এক মানুষ। এলাকার প্রায় প্রতি ঘরে ঢুকেছে জল। একতলা বাড়ি জল ডুবে। পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। এমন অবস্থায় যসামান্য মাসিক বেতনভুক্ত আশাকর্মীরা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছেন। কখনো ডিঙি নৌকা নিয়ে। আবার কখনো বালির বস্তা দিয়ে তৈরী রাস্তার উপর দিয়ে সাইকেল নিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরিসেবা দিচ্ছেন ভুতনীবাসীদের। এলাকাবাসীর স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। রিপোর্ট দিচ্ছেন ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এরা ইন্দু রবিদাস ও সুমিত্রা রানী মন্ডল। মানিকচচ ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের আশাকর্মী। আজকের দিনে এরাই দেবী দূর্গা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এদের এই কর্মকাণ্ডকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন বানভাসি এলাকার মানুষেরা।

ন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের দাবিতে গোমতী জেলা শাসককে ডেপুটেশন সিপিআইএমের

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ সিপিআইএম উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির আহ্বানে ১৪ দফা দাবির ভিত্তিতে গোমতী জেলার জেলা শাসকের নিকট গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয় সোমবার। তাছাড়া দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা দাবি আদায়ে মিছিল সংগঠিত করেছেন।গত ১৯শে আগস্ট থেকে ২৩শে আগষ্ট পর্যন্ত রাজ্যের ভয়াবহ বন্যায় যেভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ও বানবাসী হয়েছেন তা অতীতের রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। একমাসের বেশি হয়েছে রাজ্য সরকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে যেভাবে সাহায্যের হাত নিয়ে দাঁড়াবার কথা সেখানে তা হয়নি। এরই প্রতিবাদে সিপিআইএম উদয়পুর বিভাগীয় কমিটি আহ্বানে সোমবার উদয়পুর জামতলা থেকে দলীয় কর্মী ও নেতৃত্বরা মিছিল করে সেন্ট্রাল রোড, পুরানো মোটর স্ট্যান্ড, মহাদের দিঘির পাড়, নিউ টাউন রোড হয়ে জামতলাতে এসে মিছিল শেষ হয়।এর আগে সিপিআইএম উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক দিলীপ দত্তের নেতৃত্বে পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল গোমতী জেলার জেলা শাসকের নিকট ১৪ দফা দাবি সনদ তুলে দেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএম উদয়পুর বিভাগীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নিতাই বিশ্বাস বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, রেগা ও টুয়েপের পর্যাপ্ত কাজের ব্যবস্থা করা, কৃষক ক্ষেত মজুর ও মস্য চাষীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, বন্যায় যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের বিনামূল্যে বই ও খাতা প্রদান করা সহ ১৪ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।তিনি আরো বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বন্যা ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য এখনো পর্যন্ত এক পয়সাও দেয়নি। রাজ্য সরকার সঠিকভাবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে যেভাবে দাঁড়াবার কথা সেইভাবে না দাঁড়ানোয় ক্ষতিগ্রস্তরা বিপদে আছেন। অবিলম্বে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য দেওয়ার দাবি জানানো হয়।মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রতন ভৌমিক, সিপিআইএম উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক দিলীপ দত্ত, নিখিল দাস সহ বিভাগীয় নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা।

ঝুঁকিপুর্ণ রেল লাইন দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে রেলকর্মীরা

দক্ষিণদিনাজপুর,৩০সেপ্টেম্বরঃ ঝুঁকিপুর্ণ রেল লাইন দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে রেলকর্মীরা। সোমবার সকাল থেকে এই ঘটনাকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটের বোয়ালদা। গ্রাম পঞ্চায়েতের চকগোবিন্দ এলাকায়। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের দাবি অবিলম্বে এই এলাকায় ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাস নির্মাণ করতে হবে।গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বোয়ালদা। গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চকগোবিন্দ সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষদের দুর্লভপুর ও বালুরঘাটে যাতায়াতের জন্য এই রেল লাইনটিই তাঁদের যাতায়াতের একমাত্র পথ। প্রতিদিন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যে রেললাইনের উপর দিয়েই স্কুল ছাত্রছাত্রী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, রোগী সহ হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। যে লেভেল ক্রসিংটি সম্পুর্ন রূপে বন্ধ হলে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। বিকল্প প্রায় আট কিলোমিটার ঘুরপথে যাতাযাতের ক্ষেত্রে চরম দুর্ভোগে প।বেন তারা বলেও জানান গ্রামবাসীরা। যা নিয়ে বহুবার রেলের কাছে ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাসের দাবি জানানো সত্ত্বেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ঘটনা জানানো হয়েছে সাংসদকেও, কিন্তু তাতেও কোন সুরাহা হয়নি। এরই মাঝে এদিন সকালে ওই রাস্তা বন্ধ করতে রেলকর্মীরা তপর হলে কয়েকশো গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে যার প্রতিবাদ জানায়। ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এলাকা ছাড়েন রেলকর্মীরা। বিক্ষোভ কারীদের দাবি আন্ডারপাস বা ওভারব্রীজের মতো বিকল্প রাস্তা গ্রামবাসীরা না পেলে এই যাতায়াতের রাস্তা তারা বন্ধ করতে দেবেন না।

ক্যানিংয়ে চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু সিভিক ভলেন্টিয়ারের, ফের কাঠগড়ায় চিকিৎসকরা

ক্যানিং, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু হয়েছে ভুবন মণ্ডল নামে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের, এমনটাই অভিযোগ পরিবারের। সোমবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে।ভুবনের পরিবারের দাবি, রবিবার বিকেলে অসুস্থ অনুভব করলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজন। অভিযোগ, প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেন চিকিৎসকরা। ভুবনের কিছুই হয়নি বলে দাবি করেন চিকিৎসকরা। পরিবারের সদস্যদের দাবি, শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন ভুবন। হাসপাতালে রেখে অক্সিজেন দেওয়ার জন্য অনুরোধও করেছিলেন চিকিৎসকদের। কিন্তু তাঁরা কোনও কথাই কানে নেননি বলে অভিযোগ। সোমবার ভোরে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন ভুবন। পরিবারের লোকজন তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভুবনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে পরিবারের দাবি, ভুবন ক্যান্সারে আক্রান্ত, তাঁর চিকিৎসা চলছে। শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যার কথা বললেও চিকিৎসকরা তা কানে নেননি। চিকিৎসায় গাফিলতির জেরেই মৃত্যু হয়েছে ভুবনের বলে দাবি তাঁদের। অভিযুক্ত চিকিৎসকদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

মালায়ালাম অভিনেতা সিদ্দিককে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা প্রদান, কেরল সরকারকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মালায়ালাম অভিনেতা সিদ্দিককে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা প্রদান করলো সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি সিদ্দিকের জামিনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কেরল সরকারকে নোটিশও দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচ পাওয়ায় আপাতত মালায়ালাম অভিনেতা সিদ্দিককে গ্রেফতার করতে পারবে না পুলিশ।ধর্ষণ মামলায় আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন মালায়ালাম অভিনেতা সিদ্দিক, এই জামিনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কেরল সরকার এবং অন্যদের নোটিশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

মুজফ্‌ফরপুরে বাকুচি পাওয়ার গ্রিড চত্বর জলমগ্ন, বিদ্যুত পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার শঙ্কা!

মুজফ্‌ফরপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ বিহারের মুজফ্‌ফরপুর জেলায় বাকুচি পাওয়ার গ্রিড কমপ্লেক্সে ঢুকে পড়ল বন্যার জল। সোমবার সকালে দেখা যায়, মুজফ্‌ফরপুরের কাটরায় অবস্থিত বাকুচি পাওয়ার গ্রিড কমপ্লেক্সে জল ঢুকে পড়েছে। পাওয়ার গ্রিড জলমগ্ন হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।পাওয়ার স্টেশনের প্রকৌশলী সুনীল কুমার বলেছেন, পাওয়ার গ্রিডের কন্ট্রোল রুমে জল ঢুকে গিয়েছে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে কাটরা ব্লকের ২২টি পঞ্চায়েতে যে কোনও সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আনুমানিক ৪২,০০০- ৪৩,০০০ গ্রাহক সমস্যার মুখোমুখি হবেন।

বিহারের শেওহারে বন্যা পরিস্থিতি, দুর্গতদের আশ্বাস মন্ত্রী মঙ্গল পান্ডের

পাটনা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ কোশি নদীর জলস্তর বেড়ে বন্যা পরিস্থিতি বিহারের বিভিন্ন জেলায়। বন্যা পরিস্থিতি বিহারের শেওহারেও। শেওহার জেলার তারিয়ানী ছাপরা এলাকায় উপচে পড়েছে জল। প্লাবিত বিস্তীর্ণ এলাকা। বহু বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে, পরিস্থিতি ক্রমেই হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে বন্যা দুর্গতদের সম্পূর্ণ আশ্বাস দিলেন বিহারের মন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে, সোমবার তিনি বলেছেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকার বিহারের বন্যা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বন্যাকবলিত মানুষদের ত্রাণ দেওয়ার জন্য সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে... বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে।

দুই বঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী একহাত নিলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে

সমীর দাস,উত্তরবঙ্গঃদু'দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিজের চোখে তিনি দেখতে চান। উত্তরবঙ্গে যাওয়ার আগেবিমান বন্দরে ভিড়ে ঢাসা সাংবাদিকদের তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গে বন্যা হয়েছে। কোশী নদীর জল নেপাল ছেড়েছে। সেই জল বিহার হয়ে বাংলায় আসছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুরে এর প্রভাব প।বে। বিহারও ভাসবে। বাংলাও ভাসবে। ফারাক্কায় ড্রেজিং হয় না। ফলে তারাও জল ধরে রাখতে পারে না। ফারাক্কা ব্যারেজ কেন্দ্র দেখে। মমতা আগেই জানান, বন্যা কবলিত এলাকায় প্রশাসনের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রেখেছেন। যাঁদের শস্যের ক্ষতি হয়েছে, তাঁরা শস্য বীমার টাকা পাবেন বলেও আশ্বাস দেন। ভ্ভ দক্ষিণবঙ্গে বন্যার জন্য প্রথম থেকেই কেন্দ্রকে নিশানা করছেন মমতা। ডিভিসির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, ডিভিসি কোনও সতর্কতা ছাড়াই ইচ্ছেমতো জল ছাড়ে। উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আবারও এক বার কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করলেন মমতা। তিনি স্পষ্ট জানালেন, বাংলার বন্যার কেউ খোঁজও নেয়নি। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, বিজেপি ভোট আসলে ব্যস্ত হয়ে পরে ভোট কেনার জন্য। তারপরে আর কোনো খোঁজ নেয় না। এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তিনি সমস্ত ক্ষোভ উগ্রে দেন। রাজ্যকে না জানিয়ে ডিভিসি যেভাবে জল ছেড়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন তিনি। মমতার দাবি, আগে ফারাক্কার ১২০ কিমি দেখত কেন্দ্র, এখন মাত্র ২০ কিমি দেখে। তাঁর কথায়, নির্বাচনের সময় ওরা বড় বড় কথা বলে। আসে আর চলে যায়। মুখ্যসচিবকে পাঠিয়েছি। আজ বিকেল ৫'টায় আমরা প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছি। মমতা আরও জানান, বৈঠকে থাকতে পারেন সেনা। না থাকলে তিনি কথা বলে নেবেন। নতুন রাস্তাও বানিয়ে দিয়েছেন বলে জানান। তিনি বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, উত্তরবঙ্গে পৌঁছে তিনি সাংবাদিকদের বিস্তারিত জানাবেন। উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করে সবটা জেনে নিয়ে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। নেপালের কোশি নদী থেকে জল ছাড়ার কারণে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বন্যা মোকাবিলায় কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তা নিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। এই বৈঠকের পরেই সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা বলেন, ' এক দিকে পুজো। অন্য দিকে বন্যার ফাঁড়া। প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের পাশে থাকতে হবে। পুজো বলে বন্যা ত্রাণের কাজে মানুষের পাশ থেকে সরে গেলে হবে না। এটিও একটি সেবা। বন্যাত্রাণে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।' তিনি বলেন এই মুহূর্তে ব।ে কাজ মানুষের সেবায় এগিয়ে আসা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের শস্য বিমার পাওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। ভ্ভ তিনি জানান, শস্য বিমার জন্য প্রতি বছর ৩১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া থাকে। কিন্তু এ বার সেপ্টেম্বেরের শেষ সপ্তাহে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেই কারণে, শস্য বিমার আবেদনের সময়সীমা ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এর পাশাপশি শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে অগ্নিদগ্ধ দোকানের মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। এমন কি অবৈধভাবে বিদ্যুৎ হুক করতে গিয়ে একই পরিবারের বেশ কয়েকজন মারা গেছেন। তাদের পরিবারকেও অর্থ সাহায্য করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার বন্যায় আমাদের এক পয়সাও দেয় না। যদিও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কেন্দ্রের অধীনে। ফারাক্কা বাঁধও ড্রেজিং করা হয় না। ঠিক মতো ড্রেজিং করলে ফরাক্কা বাঁধে আরও জল জমা রাখতে পারত। সেই কারণে বিহারও ডোবে, বাংলাও ডোবে। উল্লেখ্য, বৃষ্টি এবং বন্যা পরিস্থিতির সময় গ্রামাঞ্চলগুলিতে সাপের উপদ্রবও বৃদ্ধি পায়। সে দিকেও নজর রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সাপের কামড়ে যাতে কারও মৃত্যু না হয়, সেই কারণে প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অ্যান্টিভেনম মজুত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সাধারণ মানুষের উদ্দেশেও তাঁর বার্তা, সাপে কামড়ালে বাড়িতে ফেলে না রেখে দ্রুত নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। রবিবার সন্ধ্যার সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিশেষ করে গঙ্গা পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুরোধ জানান, এখন বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় জল না থাকলেও তাঁরা যেন সরকারি ত্রাণ শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নেন। কারণ, বাঁধ থেকে ছাড়া জল আসতে কিছুটা সময় লাগবে। মহালয়ার ভরা কোটাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং যতক্ষণ না আবহাওয়া দফতর সবুজ সংকেত দিচ্ছে, ততক্ষণ কষ্ট করে হলেও ত্রাণ শিবিরে থাকার জন্য অনুরোধ করেন মমতা।

জম্মু ও কাশ্মীরে মঙ্গলে তৃতীয় দফার ভোট, ভাগ্য নির্ণয় ৪১৫ জন প্রার্থীর

শ্রীনগর, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ প্রথম দুই দফার ভোট শান্তিপূর্ণভাবেই মিটেছে জম্মু ও কাশ্মীরে। মঙ্গলবার, ১ অক্টোবর অন্তিম তথা তৃতীয় দফার ভোট হবে জম্মু ও কাশ্মীরে। এই দফায় জম্মু ও কাশ্মীরের ৭টি জেলায় ৪০টি বিধানসভা আসনে হবে ভোটগ্রহণ। ভাগ্য নির্ণয় হবে ৪১৫ জন প্রার্থীর।যে ৭টি জেলায় মঙ্গলবার ভোটগ্রহণ হবে, সেই জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে জম্মু, উধমপুর, সাম্বা,কাঠুয়া, বারামুল্লা, বান্দিপোরা ও কুপওয়ারা। তৃতীয় দফায় ভোটগ্রহণকে ঘিরে যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না, ঘটে তাই নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। সতর্ক রয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন।

কংগ্রেসকে তোপ অমিত শাহের, উপর্যুপরি বিঁধলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে-কেও

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃকংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খা।গে-কেও তোপ দেগেছেন অমিত শাহ। গত রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরে এক নির্বাচনী জনসভায় খাড়গে বলেছিলেন, আমরা জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাওয়ার জন্য লড়াই চালিয়ে যাব। আমার ৮৩ বছর বয়স, এত তাড়াতাড়ি আমি মারা যাব না, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ক্ষমতা থেকে সরানো পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খা।গের এই মন্তব্যের সমালোচনা করে সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, তিক্ত প্রদর্শনে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে অকারণে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তাঁর

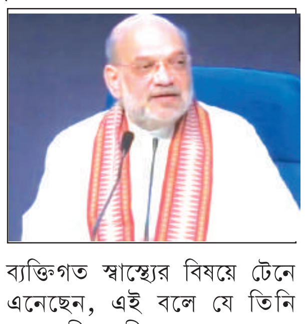

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের বিষয়ে টেনে এনেছেন, এই বলে যে তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিলেই তিনি মারা যাবেন। এটা শুধু দেখায় যে, কংগ্রেসের লোকজন প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি কতটা ঘৃণা এবং ভয় করে, তাঁরা প্রতিনিয়ত তাঁকে নিয়ে ভাবছে। খাড়গেজির স্বাস্থ্যের জন্য মোদীজি প্রার্থনা করেন, আমি প্রার্থনা করি এবং আমরা সকলেই প্রার্থনা করি, তিনি যেন দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবন পান। তিনি যেন বহু বছর বেঁচে থাকেন।

নতুন বায়ুসেনা প্রধান পেল ভারত, দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন এয়ার মার্শাল এ পি সিং

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ নতুন বায়ুসেনা প্রধান পেল ভারত, সোমবার এয়ার মার্শাল অমর প্রীত সিং ভারতীয় বায়ুসেনার নতুন প্রধান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। এর আগে বায়ুসেনার ভাইস চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন অমর প্রীত সিং। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এ পি সিং, তাঁর হাতে দায়িত্বভার তুলে দেন সদ্য প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান ভি আর চৌধুরী।এয়ার চিফ মার্শাল বিবেক রাম চৌধুরীর স্থলাভিষিক্ত হলেন এ পি সিং, তিনি এদিনই অবসর নিলেন।১৯৮৪ সালে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যাত্রা শুরু হয় অমর প্রীতের। ওই বছরের ২১ ডিসেম্বর আইএএফ-এর ফাইটার স্ট্রিমে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। মর্যাদাপূর্ণ সেন্ট্রাল এয়ার কমান্ডের (সিএসি) দায়িত্ব নেওয়ার আগে, তিনি ইস্টার্ন এয়ার কমান্ডে সিনিয়র এয়ার স্টাফ অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ভারতীয় বিমান বাহিনীর ৪৭-তম ভাইস চিফ হিসাবে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২০২৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি।ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি, ওয়েলিংটনের ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রাক্তন ছাত্র অমর প্রীত। তিনি মিগ-২৭ স্কোয়াড্রনের ফ্লাইট কমান্ডার এবং কমান্ডিং অফিসারের পাশাপাশি একটি বিমান ঘাঁটির এয়ার অফিসার কমান্ডিং-সহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর এই দীর্ঘ কর্মজীবনে, তিনি ২০১৯ সালে অতি বিশিষ্ট সেবা পদক এবং ২০২২ সালে পরম বিশিষ্ট সেবা পদক লাভ করেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হওযার পর প্রথমবার অতিশী সোমবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। উল্লেখ্য, দিল্লির তৃতীয় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী অতিশী।প্রসঙ্গত, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পদত্যাগের পর ২১ সেপ্টেম্বর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন অতিশী। তার কয়েকদিন আগেই দিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন মঞ্জুর করে সুপ্রিম কোর্ট। এরপর জামিন পেয়ে কেজরিওয়াল ঘোষণা করেন তিনি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেবেন। আমজনতা তাঁকে স শংসাপত্র দিলে, তবেই তিনি আবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে ফিরবেন বলেও জানান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এরপর থেকেই জল্পনা শুরু হয় দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? অতিশীকে দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দুধ বিক্রি করে বাড়ি ফেরার সময় নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধার!পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সভাধিপতি

শিলিগুড়ি,৩০সেপ্টেম্বরঃপাহাড় ও সমতলে টানা বর্ষণে ফুলেফেঁপে উঠেছে মেচী নদী। এর মধ্যে দুধ বিক্রি করে বাড়ি ফেরার সময .শুক্রবার খরস্রোতা মেচী নদীতে তলিয়ে যায় বিদ্যানন্দ রায় নামে এক বৃদ্ধ।ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ির বড় মনিরাম জোত সংলগ্ন ভারত নেপাল সীমান্তে মেচী নদীতে পরে খবর পাওয়া মাত্রই নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ও এসডিআরএফের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করলেও ঘটনার তিনদিন হয়ে গেলও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তলিয়ে যাওয়া বিদ্যানন্দ রায়ের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি সহ নক্সালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্য সদস্যরা। সভাধিপতিকে সামনে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা।(৩৫ বছর ধরে নেপাল দুধ নিয়ে যেতেন বৃদ্ধ ,তবে সেদিন হঠাৎ মেচীর জল ফুলে যাওয়ায় তলিয়ে যায় বিদ্যানন্দ । পরিবারের উপার্জন করার মত লোক নেই আমরা পরিবারের পাশে রয়েছে বলে জানান সভাধিপতি অরুন ঘোষ । যদিও এভাবে মেচীতে তলিয়ে যাওয়া ঘটনা এড়াতে ভরা মেচী পেরিয়ে না যায় কেউ তাই সচেতনতার চেষ্টা চলছে বলে জানান সভাধিপতি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৩ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৮৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ১৪ আশ্বিন, চান্দ্রঃ ২৮ পল্লনাদ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ , বাংলাদেশঃ১৫ আশ্বিন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৮ আশ্বিন ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৮ লাংবন, আসামঃ১৩ আহিন, মুসলিমঃ২৬-রবিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ৩০ঃ০৪ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ২২ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ০৫ঃ২১(৩০) এবং অস্তঃ বিকাল ০৪ঃ৪০ঃ২৬(১)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃত্রয়োদশী (জয়া) রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৮ঃ৪৭ দং ৩৩১৫৪৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ পূর্বফাল্গুনীকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৮ঃ৪৭ দং ৩৩১৫৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ ০৬ঃ৪০ দং ৫৩৫৯৪০ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৩০ঃ০৯ থেকে - ০৭ঃ০৫ঃ০৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৪০ঃ০৩ থেকে - ১১ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৪৭ঃ৫১ থেকে - ১১ঃ০১ঃ৫৭ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ ১৬ঃ০৩ থেকে - ০৩ঃ০৪ঃ৩৫ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০২ঃ১২ঃ২৩ থেকে - ০২ঃ৫৯ঃ৫১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ২৭ঃ৩২ থেকে - ০২ঃ১৬ঃ০৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০২ঃ২৪ঃ১৫ থেকে - ০৩ঃ৫৩ঃ১৬ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৬ঃ৫৯ঃ১০ থেকে - ০৮ঃ২৮ঃ১১ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৯ঃ৫৫ঃ১৪ থেকে - ১১ঃ২৬ঃ১৩ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৫১৩২৪২৪ (১৩) ২ পদচন্দ্রঃ ৪২৩২৫২৫ (১১) ৪ পদমঙ্গলঃ২১৮৫২৮ (৬) ৪ পদবুধঃ৫১৩২৭৩৪ (১৩) ২ পদবৃহস্পতিঃ১২৮৫১৭ (৫) ২ পদশুক্রঃ৬১৪৫৩২২ (১৫) ৩ পদশনিঃ১০১৬৪৭৫৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১১৪২৭৩৪ (২৬) ৪ পদকেতুঃ৫১৪২৭৩৪ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃকন্যা রাশি সকাল ০৬ঃ৪৪ঃ৪০ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ০৮ঃ৫৮ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১১ঃ১৪ঃ৩৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০১ঃ১৯ঃ৫২ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ০৩ঃ০৬ঃ৪৫ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪০ঃ০৯ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৬ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৭ঃ৫১ঃ৪৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ০৯ঃ৫০ঃ১০ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্রি ১২ঃ০৩ঃ৩০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ১৯ঃ১২ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৩০ঃ৩২ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.১ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৪ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৮ শতকরা এবং ৭৭ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ৯ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ২৫ মিনিট এবং অস্ত ৫টা ২৮মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃ যাঁরা নিজে পছন্দ করে বিবাহের কথা ভাবছেন, তাঁরা বিবাহের পূর্বে সবদিক বিচার করে নেবেন। সংসারে শান্তি হবে আজ।
বৃষ রাশিঃমাতৃস্থানীয়া কারও জন্য চিকিৎসায় ব্যয় হতে পাবে। বয়স্করা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করুন। আর্থিক উন্নতি।
মিথুন রাশিঃ বয়স্করা বাতজ বেদনায় কষ্ট পেতে পারেন। ফাটকা ব্যবসায়ে ভালো অর্থ হাতে আসতে পারে।।
কর্কট রাশিঃ পারিবারিক পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও নিজের বুদ্ধিবলে পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তে আনতে পারবেন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।
সিংহ রাশিঃ চাকরিস্থানে আরও ভালো খবর আশা করতে পারেন।
কন্যা রাশিঃসন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের ফলে সরকারি চাকরির সুযোগ আসবে। শুভ দিন হবেআজ
তুলা রাশিঃস্বার্থান্বেষী বন্ধু-বান্ধবের থেকে সতর্ক থাকুন। উচ্চশিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল ভালোই হবে।শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃসন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি।
ধনু রাশিঃ মা, বাবা ও ভাইবোনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হতে পারে।
মকর রাশিঃকৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি শুভ। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কুম্ভ রাশিঃ চাকরিরত জাতক-জাতিকাদের কর্মে উন্নতি সম্ভব। আর্থিক উন্নতি হতে আজকে ।
মীন রাশিঃঅতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে সংসারে অর্থকষ্ট আসতে পারে। হতে পারে আজ ।উচ্চশিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল ভালোই হবে। সংসারে শান্তি আসতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ হতে পারে আজকে।

বাউড়িয়া হাসপাতালে নিরাপত্তা কর্মীদের প্রশিক্ষণ

দুরন্ত বার্তা,উলুবেড়িয়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ শুধুমাত্র ঘোষণাই সার নয়, রাজ্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যথেষ্ট তৎপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বাউড়িয়া সাব ডিভিশনাল হাসপাতালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভি,পানীয় জল, রেস্ট রুম,ওয়াশ রুম-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি নিরাপত্তার দিকটি আরও বেশি সুনিশ্চিত করার জন্য সোমবার ওই হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সমস্ত নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ আধিকারিক ত্রিগুণা রায় জানান, হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়ার নির্দেশ মোতাবেক আমরা উলুবেড়িয়া শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিকেল ও হাসপাতালের পর বাউড়িয়া এসডি হাসপাতালের নিরাপত্তা আরও বেশি সুনিশ্চিত করার জন্য হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা সমস্ত নিরাপত্তা কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হল।এদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ইন্সপেক্টর জ্যোতির্ময় বাগচী,অনিল সাউ,হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ সোমাশ্রী বিশ্বাস,সিস্টার ইন চার্জ প্রতিমা মিত্র সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

'আমাকে কেউ কিছু কখনো থালায় সাজিয়ে দেয় নি, আমাকে লড়ে আদায় করতে হয়েছে'ঃ মিঠুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মিঠুন পেয়েছেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার। উদ্বেলিত সমস্ত বলিউড ও টলিউড। সকলেই শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাচ্ছেন মহাগুরুর কাছে। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই মমতা শঙ্কর থেকে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় প্রত্যেকে নিজেদের আনন্দের কথা জানিয়েছেন। এ দিন সকালে এক্স হ্যান্ডেলে এ কথাই ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সুখবর ঘোষণা হওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি ডিস্কো ডান্সার। উত্তর কলকাতার যে গলি থেকে তাঁর সংগ্রাম শুরু। সেখান থেকে ঠিক ৭ মিনিট দূরত্বে নিজের সাফল্য, স্বীকৃতি নিয়ে অকপট নায়ক। এই যে ৭ মিনিটের দূরত্ব ৪৮ বছরে অতিক্রম করলেন কী ভাবে? স্বভাবে আবেগপ্রবণ মিঠুন। তাঁর চোখে মুখে আনন্দের আভাস। তিনি আবেগ তাড়িত হয়ে বলেন, আমায় কোনও কিছুই কেউ থালায় সাজিয়ে দেননি। সবটাই লড়ে নিতে হয়েছে। তবে যদি ফল এটা পাওয়া যায়। তাহলে পুরনো সব ব্যথা, কষ্ট মনে থাকে না। ভগবান সত্যিই আমার সঙ্গে ছিলেন। আমার মনে হয় এটাই হয়তো সঠিক সময় ছিল। তাই এখন এই সম্মান পাচ্ছি। এদিন তাঁর শরীরী ভাষায় ছিল উল্লাস। কিন্তু তিনি ছিলেন খুবই সংযত।দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারের কথা ঘোষণা হওয়ার পর নতুন প্রজন্মের উদ্দেশ্যে মিঠুন বললেন, আমি যদি পেরে থাকি, তাহলে সবাই পারবে। জীবনে আশা কখনও হারাতে নেই। যাই হোক না কেন আশা রাখলে সব সম্ভব। ৮ অক্টোবর মুক্তি পাবে মিঠুন অভিনীত ছবি ' আর সেই দিনই দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে তাঁর হাতে । এই আনন্দ রাখার জায়গা নেই।

সি.সি.আই-লজিস্টিক লিমিটেড উদ্যোগে রূপান্তর কামিদের সংবর্ধনা

সি.সি.আই-লজিস্টিক লিমিটেড উদ্যোগে রূপান্তর কামিদের সংবর্ধনা। আজ ৩০ শে সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ শারদীয়া দুর্গোৎসব পূজার প্রাক্কালে কাঁকুড়গাছি সুকান্ত উদ্যানে (CCI.Legistics.Ltd) সি.সি.আই-লজিস্টিক-লেমিটেড চেয়ারপারসন রেখা শর্মা ও সতীশ শর্মা উদ্যোগে প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছরেও রূপান্তরকামী দের নিয়ে একটি সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গুণীজনদের সংবর্ধনার সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানিকতলা বিধানসভার কেন্দ্রের বিধায়াকা শ্রুপ্তি পান্ডে,৩২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শান্তি রঞ্জন কুন্ডু,সিটি কেবিল এর কর্ণধার তিনকোড়ি দত্ত মহাশয়,জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক সঞ্জয় বক্সী,রূপান্তরকামি ডক্টর সন্তোষী,সঞ্জয় উপাধ্যায় এ ছাড়া আরো অনেক বিশিষ্ট অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।আজকে এই মূলত অনুষ্ঠানটি ১৪তম বছরের পা দিলো। তাই বিভিন্ন দূর-দূরান্ত থেকে আসা রূপান্তরকামীরা সাংস্কৃতিক সংগীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড জনসম্মুখে তুলে ধরেন এবং তাদের পুরস্কৃত করা হয়।এছাড়া কিছু গরিব অসহায় মানুষদের শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে শাড়ি বিতরণ করা হয়। তথ্য ও ছবি সুবল সাহা।

মশাল মিছিল-জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে মিশে গেল নাগরিক মহল

সমীর দাস, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ জুনিয়র ডাক্তারদের ৫ দফা দাবির মধ্যে একটি দাবি ছিল- চিকিৎসকদের নিরাপত্তা। তা যে রাজ্য সরকারের কাছে প্রাধান্য পায় নি, তা প্রমাণ হয়েছে সাগরদত্ত কলেজ কাণ্ডে। আর তাতেই ক্ষোভের আগুনে 'ঘি' পড়েছে। শহর কলকাতার সঙ্গে জেলায় জেলায় একই ছবি দেখা গিয়েছে এদিন রাতে । আরজি করের ঘটনায় ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল। আর এতেই আরও গনগনে হল প্রতিবাদের মশাল। রবিবার সন্ধ্যা নামতেই হাতে হাতে জ্বলে ওঠে মশাল-মোমবাতি। আরজি কর হাসপাতাল থেকে মিছিল শুরু করে শ্যামবাজার পৌঁছন জুনিয়র ডাক্তাররা। মিছিল চলে অনেক রাত পর্যন্ত। সর্বত্র দুটি শ্লোগান - 'ইউ ওয়ান্ট জাস্টিস' আর 'চিকিৎসকদের নিরাপত্তা দিতে হবে।'একটি বড়ো মিছিলে ছিলেন অন্যতম প্রতিবাদী মুখ অনিকেত মাহাতো। তিনি বলেন, সাগর দত্তর মতো ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে নিরাপত্তা আপসের জালে জড়িয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে সুপ্রিম কোর্টের শুনানির পর থেকে তারপর পূর্ণ কর্মবিরতিতে যেতে পারি। এদিকে হামলার প্রতিবাদে সাগর দত্ত মেডিক্যালের জুনিয়র চিকিৎসকরা কর্মবিরতি পালন করছেন। তার মধ্যেই মশাল হাতে ডানলপ পর্যন্ত পদযাত্রা করেন তাঁরা। এক জুনিয়র ডাক্তার বলেন, তিলোত্তমার ঘটনার পর নিরাপত্তা চেয়েছি। পেলাম না। তাই আবার একটা ঘটনা ঘটল। আবারও আমাদের পথে নামতে হল। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে জুনিয়র চিকিৎসকদের মশাল মিছিলও ধর্মতলায় যায়। এসএসকেএম, এনআরএস থেকে জুনিয়র ডাক্তারদের মিছিলের গন্তব্যও ছিল ধর্মতলাই। সব মিলিয়ে রাতের কলকাতা আবার উত্তাল হলো।

পাথরপ্রতিমায় এক কলেজ পড়ুয়ার শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত এক সিভিক ভলেন্টিয়ার

দুরন্ত বার্তা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ পাথরপ্রতিমার এক কলেজ পড়ুয়ার শ্লীলতাহানির অভিযোগে এবার গ্রেপ্তার এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে এক কলেজ ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, পাথরপ্রতিমা থানার রামগঙ্গা রাজ রাজেশ্বরপুর এলাকার বাড়ি থেকে রবিবার গ্রেপ্তার করা হয় ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে। জানা যায়,রবিবার সকালে পাথরপ্রতিমা মহাবিদ্যালয়ে. নবীন বরণ উৎসবে যোগ দিতে ওই ছাত্রী যখন বাড়ি থেকে যাচ্ছিল।তখন তাকে রাস্তায় একা পেয়ে টানাটানি করে টোটো তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার বলে অভিযোগ।এর পরে ঐ কলেজ পনুয়া বাড়ি ফিরে বাবা মাকে সব ঘটনা জানালে ঐ কলেজ পড়ুয়ার পরিবারের তরফে রবিবারই পাথরপ্রতিমা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।ঐ সিভিক ভলেন্টিয়ারের নামোল্লেখ সিভিক ভলেন্টিয়ার হলো অমিতাভ বারুই। অভিযোগের পরে তদন্তে নেমে পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে রবিবার রাতে গ্রেফতার করে। সোমবার ধৃতকে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।এদিকে সোমবার সকালে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ঐ কলেজ পড়ুয়ার মেডিকেল পরীক্ষা করা হয় এবং গোপন জবান বন্দির জন্য ওই ছাত্রীকে পাথর প্রতিমা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার অমিতাভ বারুই তাকে মিথ্যা কেসে ফাঁসানোর অভিযোগ করেন।

হরিপালে পূজা উদ্যোক্তাদের অনুদানের চেক বন্টন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর মাত্র আর কয়েকটা দিন বাকি। ইতিমধ্যেই অনেক জায়গায়. প্যান্ডেল তৈরির কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। প্রতিবছর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী পূজা উদ্যোক্তাদের এককালীন অর্থ অনুদান দেন। এবারে এই অনুদান বাড়িয়ে ৮৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। জেলায় জেলায় এই অনুদানের চেক বন্টন শুরু হয়ে গেছে,আজ রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণায় হরিপাল ব্লকের ১৭৮টি দুর্গাপূজা কমিটির হাতে প্রতিটির জন্য ৮৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হল। এই অনুদান বন্টনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না সহ জেলা পুলিশের আধিকারিকবৃন্দ। এই অনুদান পেয়ে বিভিন্ন পূজা কমিটির উদ্যোক্তারা উল্লসিত।

বিভিন্ন স্টেশনে অনুষ্ঠিত স্বচ্ছতা হি সেবা ক্যাম্পেইন

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো রেল ১৭.০৯.২০২৪ থেকে ০২.১০.২০২৪ পর্যন্ত স্বচ্ছতা হি সেবা ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে। এই ক্যাম্পেইনের সময় স্টেশন, ট্রেন, কলোনি, হাসপাতাল এবং অন্যান্য রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্যানিটাইজেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করছেন এবং মেট্রোর প্রিমিসেসের সর্বোচ্চ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে তাদের সহযোগিতা চাচ্ছেন। মেট্রো রেলওয়ের ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের সমস্ত স্টেশন এই ক্যাম্পেইনের আওতাধীন। আজ, অর্থাৎ ৩০.০৯.২০২৪, ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে একটি বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়েছে। যাত্রীদের জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র প্রদান অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, হরিপাল, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় দপ্তরের সাহায্যে ও হুগলি জেলা সমবায় দপ্তরের এবং জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হরিপাল ব্লকের ছটি সমবায় সমিতির সম্মিলিত ব্যবস্থাপনায় হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভা কক্ষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের শংসাপত্র প্রদান এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরে প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না, হরিপালের ভিডিও পারমিতা ঘোষ, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী, সহ-সভাপতি বাবলু গায়েন, কৃষি সেচ সমবায় কর্মধক্ষ দেবাশীষ সিংহ ব্লক সমবায় পরিদর্শক অদিতি মন্ডল ঝুম্পা মুখার্জি কৌশিক মৈত্র সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বৃন্দ। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গ্রাম বাংলার মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের স্বনির্ভর করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আজকে সেই রকমই কিছু মহিলাদের প্রশিক্ষণের পর শংসাপত্র প্রদান করা হলো ,যাতে অন্যান্য মহিলারা প্রশিক্ষণের বিষয়ে আগ্রহী হয় এবং স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যায়। হরিপাল ব্লক সমবায় পরিদর্শক অদিতি মন্ডল বলেন এই শংসাপত্র প্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে অন্যান্য গ্রামীণ মহিলাদের আকৃষ্ট করা যাতে করে তারা স্বর্ণনিযুক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে উদ্যোগী হন। জানা গেছে আজকের অনুষ্ঠানে ১৮০ জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের টেলারিং ও বিউটিশিয়ান কোর্সের উপর একমাস ব্যাপী প্রশিক্ষণের শেষে তাদের শংসাপত্র প্রদান করা হলো।

ক্যানকিডস্ কিডক্যান এনআরএস-র হেমাটোলজি বিভাগের সহযোগিতায় সারভাইভার মিট আয়োজন করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০শে সেপ্টেম্বর ঃ শৈশব ক্যান্সার সচেতনতা মাস উপলক্ষে, CanKids KidsCan, ন্যাশনাল সোসাইটি ফর চেঞ্জ ফর চাইল্ডহুড ক্যান্সার ইন ইন্ডিয়া (www.cankidsindia.org) আজ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাস্থিত এনআরএস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর হেমাটোলজি বিভাগের সহযোগিতায় একটি সারভাইভার মিট আয়োজন করেছে। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গে Passport2Life Survivorship Services চালু করা হয়েছে। Passport2Life প্রোগ্রামটি ক্লিনিক, ফোরাম এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে রোগ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদেরকে তাদের বিলম্বিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, স্বাস্থ্যের প্রভাব এবং দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে সংবেদনশীল এবং শিক্ষিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্রোগ্রামটি রোগ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের জন্য একটি অনলাইন এবং অফলাইন পাসপোর্ট তৈরি করে যাতে তারা তাদের নিজস্ব রেকর্ডগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে, তাদের দেরিতে প্রকট হওয়া প্রভাবগুলি পরিচালনা করতে পারে এবং সেইসাথে সমাজে সমর্থন এবং পুনরায় একত্রিত হওয়ার জন্য একটি কমিউনিটি পোর্টাল তৈরি করে। CanKids KidsCan এর সহায়তায় যাঁরা শৈশব ক্যান্সার থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন তাঁরা তাঁদের অনুপ্রেরণাদায়ক যাত্রা সম্পর্কে শ্রোতাদের জানিয়েছেন এবং একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন যা কেবলমাত্র চিকিৎসার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। পরবর্তীতে তাঁরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। 'পশ্চিমবঙ্গে শৈশব ক্যান্সার (ইস্যুস এবং কনসার্নস)' এর উপর বক্তব্য রাখেন (ড.) তুফান কান্তি দোলুই, বিভাগীয় প্রধান, হেমাটোলজি বিভাগ। প্রফেসর (ড.) রাজীব দে'র 'পাসপোর্ট২ লাইফ'-এর ওপর আলোকপাত করেন এবং সবশেষে ক্যানকিডস মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা 'শৈশব ক্যান্সার থেকে বেঁচে যাওয়াদের চিকিৎসা ও মানসিক দিক' নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি শৈশব ক্যান্সার সারভাইভারশিপের উপর পথ নাটকের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে শেষ হয়। শৈশব ক্যান্সার থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা ৩০০ জন ছেলেমেয়ে তাদের পিতামাতার সাথে এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। CanKids-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান পুনম বাগাই বলেছেন, ২০২০ সালে স্বাক্ষরিত জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের পশ্চিমবঙ্গ বিভাগের সাথে মৌ বা সমঝোতা স্মারকের অধীনে, CanKids প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার, শৈশব ক্যান্সারের চিকিৎসাকারী হাসপাতাল, ডাক্তার এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করতে। ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাঃ ১০০ Access2Care-এর মাধ্যমে ১০০ সার্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজ এবং সমস্ত ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশুদের জন্য ১০০ আর্থিক সুরক্ষা। বেঁচে থাকার হার ৬০ অতিক্রম করা উচিত এবং যত বেশি শিশু রোগ থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে বেঁচে থাকবে তাদের সুস্থতা ও উন্নতির দিকে এগিয়ে দেওয়া উচিত। এটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ফর চাইল্ডহুড ক্যান্সার লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চেঙ্গাইলের ল্যাডলো জুটমিল খোলার দাবীতে ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা,উলুবেড়িয়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার চেঙ্গাইলের শতাব্দী প্রাচীন ল্যাডলো জুটমিল খোলার দাবীতে এবার পথে নামল উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন। প্রসঙ্গত,গত ২৬ শে সেপ্টেম্বর থেকে হাওড়ার চেঙ্গাইলের ল্যাডলো জুটমিলে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষের কারণ দিয়ে মিল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক অর্থা উপাদন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার ফলে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর আগে সাত হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন!এর প্রতিবাদে সোমবার বিকেলে উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। এছাড়াও মিছিল শেষে চেঙ্গাইলের ল্যাডলো গেটের সামনে প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়। প্রতিবাদ মিছিল থেকে হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সহঃ সভাপতি তথা উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস জানান,গত ২৬ শে সেপ্টেম্বর থেকে লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড বন্ধ হয়েছে। অর্থা সাত হাজার শ্রমিকের রোজি রুটি বন্ধ হয়েছে। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন শিল্প আনার জন্য আগ্রহী সেখানে কেন একটা চালু মিল বন্ধ হবে? চেয়ারম্যানের কথায়,দুর্গা পুজোর মুখে এই মিল বন্ধ হওয়া মানে এখানে একটা অসাধুচক্র কাজ করছে যাতে করে এই সাত হাজার শ্রমিককে বোনাস দিতে না হয়।তাই চক্রান্ত করে এবং সমাজ বিরোধীদের ফাঁদে পড়ে মালিকপক্ষ এই মিল বন্ধ করেছে। এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিল ও সভা শেষে উলুবেড়িয়া মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব।

নুসরতকে নিয়ে অশোভন মন্তব্য করায় প্রতিবাদে শ্রীলেখা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ বাস্তবিক দুই শিল্পী দুই ভিন্ন জগতের। নুসরত তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ আর শ্রীলেখা প্রকাশ্যে না বললেই তিনি একজন বাম সমর্থক। অথচ নুসরতকে নিয়ে কটু মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করলেন শ্রীলেখা। নুসরত জাহান কদিন আগে পাউডার ব্লু ড্রেসে কিছু ছবি শেয়ার করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানেই তাঁকে নিয়ে নোংরা ট্রোল চলেছিল। বিশেষ করে, কটাক্ষ করা হয়েছিল অভিনেত্রীর স্তনের আকার নিয়ে। এখানেই শেষ নয়, একাধিক পেজ থেকে অথবা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকেও ট্রোল করে ক্যাপশন দিয়ে, অভিনেত্রীর ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে। সেরকমই একটা পোস্ট শেয়ার করে, এবার প্রতিবাদে সরব হলেন শ্রীলেখা মিত্র। শ্রীলেখা প্রমাণ করেছেন, রাজনীতি পরে আগে মানুষের সম্মান।ন্ড্ড নুসরতের ছবি কতটা শোভন তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু আসল কথা ভাষার ব্যবহার। সৌরভ মণ্ডল নামের এক ব্যক্তি নুসরত জাহানের ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, ' পলিথিন পড়ে থাকলে, তাতে জল ঢুকে থাকলে, যেভাবে কেলিয়ে যায়, ঠিক তেমন লাগছে'। সঙ্গে জোড়া হয়েছিল কিছু হাসির ইমোটিকন। এমন কুসিত মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে সামান্য দেরি করেন নি শ্রীলেখা। সেই পোস্টের স্ক্রিনশট শেয়ার করে শ্রীলেখা লিখলেন, ' নিন সম্ভাব্য ট্রোলারদের। নুসরত হোক বা পাড়ার সোনামণি, কারও ব্যাপারে এরকম মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন।' এবার একে একে অনেকেই শ্রীলেখার প্রতিবাদের সঙ্গী হচ্ছেন।

সাটসার উদ্যোগে জয়নগরের অনাথ শিশু ও অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হাতে জামা কাপড় তুলে দেওয়া হলো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ আপামর বাঙালির সেরা উৎসবের মুখে অনাথ শিশু ও অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের পাশে এসে দাঁড়ালো স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্ট সার্ভিস এসোসিয়েশন অরফে সাটসা জয়নগরে। সাটসার দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য তথা জয়নগর ১ নং ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা মহাদেব বারুই এর উদ্যোগে রবিবার জয়নগর থানার হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রথতলা এলাকায় জন্মভূমি অনাথ আশ্রমের ৬৫ জন অনাথ শিশু ও অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হাতে নতুন পোশাক,বিভিন্ন ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও শীতের কম্বল তুলে দেওয়া হলো। পাশাপাশি তাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থাও করা হয়। এদিনের এই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাটসার রাজ্য সহ সভাপতি গৌতম মন্ডল,দঃ ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি স্বরূপ মন্ডল,কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য সুকান্ত কর্মকার, মনোরঞ্জন কুমড়ি, জেলা সম্পাদক প্রীতম নন্দী, জেলা কমিটির সদস্য মহাদেব বারুই,জন্মভূমি অনাথ আশ্রমের সম্পাদক রত্নাকর হালদার সহ আরো অনেকে। কৃষি দফতরের কাজের পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া গরীব, অনাথদের পাশে দাঁড়াতে সারা বছর ছুটির দিন গুলোতে রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যায় তাঁরা সামাজিক কর্তব্য পালন করতে। কৃষকদের পাশে দাঁ।ানো, রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, চশমা বিতরন সহ একাধিক কর্মসূচি সারা বছর পালন করেন তাঁরা। এব্যাপারে সাটসার জেলা কমিটির সদস্য তথা জয়নগর ১ নং ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা মহাদেব বারুই বলেন,পুজোর আগে কিছু অসহায় মানুষদের হাতে কিছু তুলে দিতে পেরে ভালো লাগছে।

মাছ ধরার নেশাই কি প্রাণ কেড়ে নিল লিলুয়ার কিশোরের?

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মাছ ধরার নেশাই কি অকালে প্রাণ কেড়ে নিল লিলুয়ার কিশোরের ? উঠছে প্রশ্ন। পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান মাছ ধরতে গিয়ে সাপের কামড়ে খুব সম্ভবত মৃত্যু হয় ওই কিশোরের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সে নিখোঁজ ছিল। রাতে মিসিং ডায়েরি করা হয় লিলুয়া থানায়। সোমবার সকালে উদ্ধার হয় তার দেহ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত কিশোরের নাম রাকেশ বিশ্বাস (১২)। লিলুয়া থানা এলাকায় চামরাইলের কামারপাড়ার বাসিন্দা ছিল সে। পুলিশ জানায় ওই কিশোরের মাছ ধরার প্রচন্ড নেশা ছিল। মাঝেমধ্যেই সে স্থানীয় পুকুর বা ডোবায় গিয়ে মাছ ধরত। অনুমান করা হচ্ছে, সেই নেশায় সে সম্ভবত বাড়ির পাশের ডোবায় মাছ ধরতে গিয়েছিল। সোমবার সকালে ডোবা থেকে তার মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশের অনুমান মাছ ধরতে গিয়ে সাপের কামড়েও তার মৃত্যু হতে পারে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার জন্য মৃতের দেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। পুলিশ এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে।

রাজারহাটে দুই বাসের রেষারেষি, সংঘর্ষে আহত কমপক্ষে ১০ জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ রাজারহাটে দুই বাসের মধ্যে রেষারেষি করতে গিয়ে দুর্ঘটনা। ওভারটেক করতে গিয়ে অন্য একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ, দুই বাসের সংঘর্ষে আহত কমপক্ষে ১০ জন যাত্রী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সোমবার সকালে ২১১ এবং চাকলা-করুণাময়ী রুটের বাস একে অপরের সঙ্গে রেষারেষি শুরু করে। দু'টি বাসই একই রুটের। তাই যাত্রী তোলার জন্য তাড়াহুড়ো করতে থাকে বাস দু'টি। একটা সময় একটি বাস অন্য বাসকে ওভারটেক করে এগিয়ে যেতে চায়। সেই সময়ে সামনে থেকে আসা একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দু'টি বাসেরই সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। আহত হয়েছেন ১০ জন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে আঘাত গুরুতর না হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় সকলকে।

ক্যানিংয়ে চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু সিভিক ভলেন্টিয়ারের

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ এবার চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু সিভিক ভলেন্টিয়ারের। এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। চিকিৎসার গাফিলতির কারনেই মৃত্যু হয়েছে ভুবন মণ্ডল নামে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের দাবি পরিবারের। সোমবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে। ভুবনের পরিবারের দাবি রবিবার বিকেলে অসুস্থ অনুভব করলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজন। অভিযোগ প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেন ওখানকার চিকিৎসকরা। ভুবনের কিছুই হয়নি বলে দাবি করেন চিকিৎসকরা। যদিও পরিবারের সদস্যদের দাবি শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন ভুবন। হাসপাতালে রেখে অক্সিজেন দেওয়ার জন্য অনুরোধও করেছিলেন চিকিসকদের। কিন্তু তাঁরা কোনও কথাই কানে নেননি বলে অভিযোগ। সোমবার ভোরে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন ভুবন। পরিবারের লোকজন তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভুবনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে পরিবারের দাবি ভুবন ক্যানসারে আক্রান্ত, তাঁর চিকিৎসা চলছে। শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যার কথা বললেও চিকিৎসকরা তা কানে নেননি। চিকিৎসার গাফিলতির জেরেই মৃত্যু হয়েছে ভুবনের বলে দাবি তাঁদের। এই চিকিৎসকদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

নিকাশি ও সাফাই বিভাগের কর্মচারীর সকলকে সংবর্ধনা দেবে হাওড়া পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আগে নিকাশি ও সাফাই বিভাগের প্রায় ৪,৭০০ জন কর্মচারীর সকলকে এবার সংবর্ধনা দেবে হাওড়া পুরসভা। মঙ্গলবার পুরসভার তরফে ডুমুরজলার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এক অনুষ্ঠানে প্রত্যেক নিকাশি ও সাফাই কর্মীদের একটি স্মারক, মিষ্টির প্যাকেট ও চাদর দিয়ে সংবর্ধিত করা হবে বলে জানা গেছে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারপার্সন ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী সহ হাওড়া পুরসভা ও রাজ্যের পুর দফতরের আধিকারিকরা। সোমবার এই বিষয়ে হাও।া পুরসভার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী জানান, ' ও নিকাশি কর্মীদের উসাহিত করতেই মূলত আমরা তাঁদের সবাইকে একসঙ্গে সংবর্ধনা দিতে চলেছি। সাফাই ও নিকাশি বিভাগের অফিসার থেকে চুক্তিভিত্তিক কর্মী, ১০০ দিনের কর্মী সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের সমস্ত কর্মীদেরই ওই সংবর্ধনা দেওয়া হবে। কোনও পুরসভার তরফে এই ধরনের উদ্যোগ রাজ্যে এই প্রথম বলে সুজয়বাবু দাবি করেন।

মদের দোকান বন্ধের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল হয়ে গেল জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর ঠিক আগেই মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে এবার আন্দোলনে নামলো জয়নগরের যুব সমাজ ও মহিলারা। যখন যুব সমাজ মদ ও মাদক দ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ছে,ঠিক তখন জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার অন্তর্গত বেলেদুর্গানগর অঞ্চলের ভবানীমারী মোড়ে মদ দোকান খোলার বিরুদ্ধে এলাকার ছাত্র, যুব, মহিলারা সোমবার প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হলো। তাদের দাবি যে জায়গায় মদ দোকানটি খোলা হয়েছে সেখান থেকে ৩০০ মিটারের মধ্যে সরকারি প্রাইমারি স্কুল, দুটি কেজি স্কুল সহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (দুর্গামন্দির, শনি মন্দির ও অদূরে মসজিদ) এবং ঐ মোড় থেকে ২ কিমির মধ্যে দুই দিকে দুটি হাই স্কুল আছে। আমরা লক্ষ্য করছি সমাজে যে অসামাজিক ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে রয়েছে নেশার যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের সহ এলাকার মা, মেয়ে, বোনেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এ দোকান বন্ধ করতে হবে নাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবো।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩০২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৪ আশ্বিন, ১৪৩১

চিন সীমান্তে জোরদার নজরদারি

ভারত সরকার এবারে চিন সীমান্তে জোরদার নজরদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের বেলুন কাণ্ডের পর এবার থেকে আকাশ পথ দিয়ে যাতে কোনও দেশের কোনও কিছু প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য আকাশ পথকে সুরক্ষিত কররা কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দফতর। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সেনা প্রধানের একপ্রস্ত আলোচনা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারত চিন সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো এবং সীমান্তকে সুরক্ষিত করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার আকাশ পথে যাতে কোনও বিদেশি রাষ্ট্রে উপগ্রহ বা ড্রোন প্রবেশ না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে সুরক্ষার ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তি বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বারবার চিনের দিকে আঙ্গুল উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। বলা হচ্ছিল চিন নাকি ভারতের অভ্যন্তরে গুপ্তচর প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপত্তা বিষয়ক সব তথ্য জোগাড় করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। যেভাবে চিন একটি সময়ে যেভাবে ভারতকে ঘিরে রেখে তাদের

সম্পাদকীয়

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল তা এখন আর করতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিন দেশে অতিরিক্ত করোনার প্রকোপ, চিন দেশ আর্থিক অবস্থা প্রায় প্রতিকূল এবং চিনা সেনারা ঠিক মতো বেতন গ্রহণ করতে পারছে না। তার ফলে চিনা সেনারা সরকারের প্রতি খানিকটা বিরূপ বলা যেতে পারে। চিন সরকার বারবার সেনাদের ওপরে নির্ভর করেই দেশকে শাসন করে গিয়েছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান আর্থিক অনিশ্চিয়তার মধ্যে যখন সারা বিশ্বকে চলতে হচ্ছে তখন চিন এর বাইরে থাকতে পারছে না। আজকে চিনের সেই আর্থিক শক্তি নেই। ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। একটি সময়ে চিন সরকার আফগান জঙ্গি তালিবানদের মদত দিতে শুরু করে দিয়েছিল। চিন তালিবান সরকারকে সমর্থন করতে শুরু করেছিল। অস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সহযোগিতার কথাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। কিন্তু করোনা সংক্রমণের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চিন দেশকে সেই জঙ্গিদের মদত দেওয়ার ভাবনা থেকে পিছু হটতে হয়। তার ফলে চিন যেভাবে ভারত বিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল সেখান থেকে ক্রমশ পিছু হটতে শুরু করে দিয়েছে আর্থিক সমন্বয় না থাকার ফলে। ভারতের আর্থিক অবস্থা টালমাচাল হলেও একেবারে ভেঙে পড়েনি। শ্রীলঙ্কার মতো ভারতের আর্থিক অবস্থা তৈরি হয়নি। বাংলাদেশের মতো নানান সমস্যায় ভারত এসে উপস্থিত হয়নি। তার ফলে এখন ভরতকে বেগ দেওয়া খুব অসম্ভব সেটা বুঝতে পেরে গিয়েছে চিন। যতদিন রাশিয়া ভারতের পাশে থাকবে ততদিন ভারতের ব্যাপারে চিন কোনও রকম কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না সেটা পরিস্কার। সীমান্ত সুরক্ষা করতে মানালিতে তৈরি হচ্ছে অটল সুরক্ষা ট্যানেল। তৈরি হচ্ছে জোজি লা। নিমু-পদম-দারচা রোডে সুরঙ্গ ধরে একেবারে লাদাখ পৌঁছানো যাবে। সীমান্তে লেসার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। লেসার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিদেশ থেকে আমাদানি করতে হচ্ছে। তার জন্য বিদেশি রাষ্ট্রে সঙ্গে ইতিমধ্যে কথা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। লেজার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়া সম্ভব হলে সেনাদের আগ বাড়িয়ে প্রতিরক্ষা করতে হবে না। সেখানে লেসার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আপনা থেকে সজাগ হয়ে বিদেশি শত্রুর কোনও উপগ্রহ বা ড্রোনকে আটকাতে ক্রমাগত হানা দিতে থাকবে।

পাকিস্তানের মাটিতে মুম্বই সন্ত্রাসের বীজ

মুম্বই হামলার অভিযুক্তরা এখনও পাকিস্তানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে জানালেন শিল্পী জাভেদ আখতার। তিনি পাকিস্তনের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ভারতে মুম্বই হামলার জঙ্গিরা এখন পাকিস্তানের মাটিকে একেবারে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদেরকে ধরে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করা কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করছে না পাক সরকার। তার ফলে পাক জঙ্গিরা সাহস পেতে শুরু করেছে। বলিউডের চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতার লাহোরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে। অনুষ্ঠান মঞ্চেই তাঁকে বেশ কয়েকটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তার মধ্যে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক কী রকম এবং ভারত কোনও দৃষ্টি কোন দিয়ে পাকিস্তানের বিচার করছে এই রকম প্রশ্ন ছিল। তার উত্তর দিতে গিয়ে জাভেদ আখতার বলেছেন, পাকিস্তানে এখনও খোলমেলা অবস্থায় মুম্বই এর সন্ত্রাসবাদীরা ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের গ্রেফতার করার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করছে না পাক সরকার। তাদেরকে আদালতে তুলে বিচারও পর্যন্ত করা হয়নি। ভারত সরকার বারবার তাদেরকে ধরে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু পাকিস্তান বারবার বলতে শুরু করেছিল এই রকম জঙ্গি তাদের দেশে নেই। ভারত ভুল বার্তা দিতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তানের ওপরে জঙ্গিবাদ আরোপ করতে ভারত এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। দাউদ এখনও পাকিস্তানে রয়েছে সে খবর ভারত সরকার রাখে। তবুও পাকিস্তান বলেছে দাউদ পাকিস্তানের নেই। জাভেদ আখতারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ভারতে ফিরে গিয়ে আপনি পাকিস্তান সম্পর্কে কী কথা সেখানকার জনগণকে বলবেন?

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে।

সংস্কৃত ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুপত্তি ছিল বিদ্যাসাগররের

কৌশিক দাশ

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুপত্তি ছিল তার। তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে তাকে যুক্তিবহ ও সহজপাঠ্য করে তোলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার তিনিই। এহেন বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অনেক সত্য ঘটনা শোনা যায়। যেমন, তিনি মাছ মাংস খেতেন না। খাওয়ার মধ্যে সামান্য দুধ। তা একবার গ্রামের বাড়ি থেকে কলকাতা ফিরছেন। হেঁটে! বাবার হাত ধরে হেঁটে এসেছিলেন ছোটোবেলায়, তাই বোধহয় তখনও হাঁটতেন। আসতে আসতে একজায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছেন। দেখলেন একটু দূরে একটা বাড়িতে গরুর দুধ দোওয়া হচ্ছে। আর ছোট্টো বাছুরগুলো দূরে দাঁড়িয়ে ক্ষিদেতে ডাকাডাকি করছে। এত কষ্ট পেলেন দেখে, কলকাতা ফিরে দুধ খাওয়াটাও ত্যাগ করলেন। সহস্র পুঁথি পড়া পন্ডিতের টিকি কেটে নেওয়া পন্ডিত, তাঁর এই মন! এইখানটাতে তিনি বিদ্যাসাগর। ঘোড়ার গাড়ি চাতেন না। কেন? না, ঘোড়া নিজের বেতন বলতে পারে না। কী কান্ড! দু ঃখ কষ্ট দেখলেই কেমন যেন হয়ে যেতেন। একে ওই তেজ, তায় এরকম শিশুর মতন হাবভাব। লোকে টাকা নিত। মিথ্যে কথা বলে বলে। নিয়ে নিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, রাস্তায় বেরোতে পারতেন না। কেন? সে কারণ শুনলে আমরা হেসে ফেলব। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, সামনে ক-বাবু আসছে। তার কাছে চাড্ডি টাকা পান। মুখোমুখি পড়লে সে একটা বড্ড অস্বস্তির বিষয় হবে। বিদ্যাসাগর পালালেন। তার কিন্তু হেলদোল নেই। এদিকেই আসছে। বিদ্যেসাগর উল্টোদিকে দৌড়তে গিয়ে দেখলেন খ- বাবু আসছে। সে আরো বেশী টাকা নিয়েছে। বিদ্যাসাগর লুকোলেন গাছের আড়ালে। এই দৃশ্যটার একটা ফটো কোথাও না কোথাও তুলে নিশ্চি সংরক্ষণে রাখা আছে। আমাদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। একবার দুর্ভিক্ষের সময় লঙ্গরখানা খুলেছিলেন শহরে। অনেক লোক খেত। ভাত, ডাল, একটা তরকারি। পুরোটাই নিজের টাকায়। কিছুদিন চলার পর কলকাতার কিছু ভদ্রলোক এসে বললো, বাঙালীর কি একটু মাছ না হলে চলে? বিদ্যাসাগর, যাঁরা দেখভাল করছিলেন, তাঁদের

বললেন, একটুকরো করে মাছও দিও। আবার চললো কিছুদিন। আবার সেই ভদ্রলোকগুলো এলো। বলল-সবই হলো। বাঙালীর শেষ পাতে একটু অম্বল হলে ভালো হয় বিদ্যাসাগর লঙ্গরখানা বন্ধ করে দিলেন। তাঁকে নিয়ে প্রচুর ব্যঙ্গ রসিকতা করেছে বাঙালী। খিস্তি দিয়েছে তার চতুর্গুণ। বিধবা বিয়ে করবে বলে তাঁর কাছে গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা নিয়ে মেরে দিয়েছে। তবু তারই মধ্যে মেয়েদের জন্যে তিনি আজীবন লা।ে গেছেন। মেয়েরা লেখাপড়া করবে এর ওপর তাঁর যে কী টান ছিলো একটা সময়ের পর কলকাতার ভদ্র বাঙালী দেখলেই ক্ষেপে যেতেন। তারপর চলে গেলেন সাঁওতাল পরগণায়। ওখানেই থাকতেন। ওঁদের সঙ্গে। ওখানেও ইস্কুল করেছিলেন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ- টষুধ দিতেন।

গবেষকেরা বলেন বিদ্যাসাগরের দাম্পত্যজীবন খুব সুখের ছিল না। খুব অল্প বয়সে ক্ষীরপাইয়ের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের মেয়ে দীনময়ীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্রের। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন চোদ্দ আর দিনময়ীর আট। বিয়ের ১৫ বছর পেরিয়ে গেলেও সন্তান জন্মাচ্ছিল না তাঁদের। দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকায় তাঁকে বন্ধ্যা ধরে নিয়ে আত্মীয় পরিজনেরা ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বিতীয় বিয়ের পরিকল্পনাও শুরু করে দেন। বহুবিবাহে বিরোধী বিদ্যাসাগর নিজেই হেসে উড়িয়ে দেয় সেসব পরিকল্পনা। বিয়ের ১৬ বছরের মাথায় জন্ম হয় ঈশ্বরচন্দ্র আর দীনময়ীর প্রথম সন্তান নারায়ণচন্দ্র। তারপর একে একে আরও চার মেয়ের জন্ম দেন দীনময়ী। একমাত্র ছেলে নারায়ণের প্রতি অন্ধ স্নেহ ছিল মায়ের। ছেলের অন্যায় কাজেও তাঁর প্রশ্রয় থাকত। প্রয়োজনে নিজের গয়না বন্ধক দিয়েও অর্থের জোগান দিতেন ছেলেকে। যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী সেই ছেলেকে নিয়েই ফাটল ধরে দীনময়ী বিদ্যাসাগরের দাম্পত্যে। একসময় পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন বীতশ্রদ্ধ বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য নিয়ে যত কথা হয়, তার অর্ধেক আলোচনাও হয় না তাঁর রসিকতা নিয়ে। অথচ 'যশুরে কৈ' ঈশ্বরচন্দ্রের রসবোধ ছিল প্রবল। ১৮৭৩ সাল। সেসময় বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ-নিরোধ আন্দোলনের বিরোধিতায় মাঠে নেমেছিলেন পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি। বহু বিবাহের সমর্থনে একটা বই লিখলেন তারানাথ। বহু সংস্কৃত শ্লোকের ভুল ব্যাখ্যা করলেন সে বইতে। বেঁচে থাকলে সম্ভবতঃ তিনি বাঙালী ভদ্রজনের হ্যাপি বার্থডে নিতেন না। তখনই নেননি। এখন তো তিনি এখানে থাকতে চাননি। তিনি নেই। কেবল, বারবার মনে হয়, ওই গ্রাম থেকে আসা শহরের মেঠো রাস্তায় তিনি আজও হাঁটছেন। দেখছেন, বাছুরগুলো ভ্যা ভ্যা করছে গরুর দুধ দোওয়া হচ্ছে তাঁর চোখে জল এসে যাচ্ছে এইখানে তিনি চিরকাল থাকবেন। বিদ্যাসাগর হয়ে নয়, দয়ার সাগর হয়ে!

সমকামী বিবাহ মামলা সুপ্রিম কোর্টে

রবীন্দ্রকুমার শীল

সমকামী বিবাহ মামলা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে উপস্থিত হল। সমকামী বিবাহ করার অধিকার অর্জন করতে চায় তাই নিয়ে মামলা শুরু হয়েছে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৩৭৭ ধারা প্রত্যাহার করা সুপ্রিম কোর্টের সেই ঐতিহাসিক রায়ে অপরাধ তকমা মুক্ত হয়েছিল সমকামিতা। কিন্তু সমকামিতা বিবাহ আইন স্বীকৃতি লাভ করলেও দৈনন্দিন জীবনে অপমান হেনস্থা হতে হচ্ছে সমকামীদের। লিঙ্গ রূপান্তরকামীদের এক সময়ে যেরকমভাবে অপমানিত হতে হয়েছিল সমাজের আজকে সেই রকম সমকামীরা অপমানিত হতে শুরু করে দিয়েছে। গত নভেম্বর মাসে দুই সমকামীদের বিবাহ ব্যাপারে দেশের শীর্ষ আদালত অবহিত হয়েছিল। সমকামীদের বিবাহ নিয়ে যখন আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্মান, ফ্রান্স এর মতো বিত্তশালী দেশের প্রশাসন মেনে নিয়েছে সেখানে আজও ভারতে তা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মীয় নেতাদের তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে সুপ্রিম কোর্ট ও বাপারে শুনানি গ্রহণ করছে বলে মত দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী বলেছেন, সমকামীরা বিয়ে করলে দেশে শীর্ষ আদালত বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তবে বিবাহকে আইনসিদ্ধে পরিণত করতে হবে। শীর্ষ আদালত এ

ব্যাপারে মান্যতা দিলে এর পরে সরকারকে সংসদে আইন সংশোধন করে সমকামী বিবাহকে আইনসিদ্ধে পরিণত করতে হবে। তবে শীর্ষ আদালত বিবাহ করার ব্যাপারে আইনী স্বীকৃতি দিলেও সমাজ তা কতখানি গ্রহণীয় হয়ে উঠবে তা ভবিষ্যত বলতে পারে। তবে সমাজ তা গ্রহণ করতে ধীর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। সমাজ এই বিবাহকে মান্যতা নাও দিতে পারে। সমাজকে বাধ্য করানো আদালতে কাজ নয়। তবে দেখতে পাওয়া গিয়েছে, আদালত যখনই কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা সমাজ মেনে নেয়। তবে এক্ষেত্রে সমাজ কতখানি প্রস্তুত থাকবে তা বলা খুবই মুশকিল। সমকামী বিবাহ কেন হচ্ছে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করার খুবই প্রয়োজন। সেখানে দেখতে হবে কেন সমকামীরা নিজেদের মধ্যে বিবাহকে বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। বিশ্বে আজ ৩৩ টি দেশে সমকামী আইনসিদ্ধে পরিণত। এশিয়ার একটি মাত্র দেশ তাইওয়ানে এই বিবাহ স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই ভারতের এলজিবিটিকিউ সমাজ এখন আদালতের দিকে তাকিয়ে। সমকামীরা বলেছে যে তারা সমকামী এই পরিচয় পাওয়ার পর দেখতে পাওয়া গিয়েছে অপমান হেনস্থা এবং ঘাড়ধাক্কা দেওয়া শুরু করেছে সমাজ। সবচেয়ে বেশি হেনস্থা হতে হয়েছিল পরিবার থেকে। পরিবারের পিতা মাতারা এটাকে এখনও ভালোভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। পরিবার সমকামী বিবাহকে স্বীকৃতি দিতে একেবারে নারাজ। তারা চেষ্টা করছে সমকামী বিবাহকারীদের সমাজ থেকে বহিস্কৃত করতে এবং সমাজও চাইছে এদেরকে একঘরে করে দিতে। তার ফলে সমাজ থেকে কোনও রকম সহযোগিতা পাওয়া অসম্ভব হচ্ছে। চাকরি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিটা মুহূর্তে তারা বাঁকা কথা, ঠাট্টা বিদ্রুপের শিকার হচ্ছে। এর হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে এখন দেশের শীর্ষ আদালতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।তবে সরকারের সদইচ্ছা থাকার খুবই প্রয়োজন। সমকামীদের যোগ্যতানুারে তাদের সরকারি চাকরি সুরক্ষিত করার উপরে জোর দেওয়া দরকার।

দিনে হেয়ারড্রেসার, আর রাতে ড্রোন শিকারি

দিনের বলায় হেয়ার ড্রেসার, আর রাতের বেলায় তিনি ড্রোন শিকারি। ইউক্রেনের স্থানীয় একটি সেলুনে তিনি কাজ করেন। দিনের বেলায় তাঁর পেশা এক রকম আর রাতের বেলায় তাঁর পেশাটা একেবারে বদলে যায় তখন তিনি ড্রোন শিকারি। ৪১ বছরের বয়সী ওলেকসান্ডার শামশুয়ের মতো প্রায় হাজার হাজার ইউক্রেনবাসীরা রাতের বেলায় গোপনে কাজ করতে শুরু করেছেন। রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধে তারা স্বেচ্ছাসেবী সেনা বলে পরিচত। তারা সেনার হয়ে কাজ করতে এসেছেন নিজের ইচ্ছায়। আগামি ২৪ ফেব্রুরায়ি এক বছর পূর্ণ হবে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ। তবে এই যুদ্ধ কোথায় গিয়ে থামবে তা বলা খুবই কঠিন। তবে দেখতে পাওযা গিয়েছে রাশয়া ইউক্রেন যুদ্ধ হওয়ার ফলে অস্ত্র কারখানা এবং তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তেলের জন্য হাহাকার পড়তে শুরু করে দিয়েছে সারা বিশ্বে। রাশিয়া এখন তেল বিক্রি করে অর্থ রোজগার করতে শুরু করেছে? আমেরিকা অস্ত্র বিক্রি করছে। ফলে তেল এবং অস্ত্র কারখানাগুলি এখন ব্যাপক ভাবে লাভ করতে শুরু করেছে। একটি যুদ্ধ যদি এই অতি লাভের পথ তৈরি করে দিতে পারে তাহলে কেন যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার কথা বলবে সবাই আরও চলুক না যুদ্ধ। ব্রিটেন তা অস্ত্র বিক্রি করতে শুরু করেছে। সারা দিন ধরে ব্রিটেনের অস্ত্র কারখানা খোলা রয়েছে। সেখান কাজ হচ্ছে। আমেরিকার অস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বিশ্বের সব শক্তিশালী দেশগুলি এখন অস্ত্র নির্মাণ করতে শুরু করেছে। বিশ্বে এখন অস্ত্র কেনার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। ইউক্রেনে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীর সদস্য হচ্ছেন শামশুর। তাঁর মতো বহু লোক সেনা বাহিনীতে নাম লিখিয়েছে। এদের মধ্যে কেউ ব্যবসায়ী এবং কেউ আবার আইনজীবী। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ব্যবহৃতঅস্ত্র সারিয়ে এদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই অস্ত্রে সাহায্যে শাহিদ ১৩৬টি ড্রোনকে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। শামশুর বলেছেন তিনি খুব খুশি। কারণ তিনি দেশের হয়ে লড়াই করছেন। পাশাপাশি তিনি রোজকার কাজও করে চলেছেন। খদ্দেরদের চুল কেটে দেন। তাদের সঙ্গে গল্প করেন। তিনি কখনও পালান নি বা লুকিয়ে থাকেন নি। সেনাবাহিনীর দেওয়া জংলা পোশাকটা তিনি পরেন। তাতে অনেকগুলি ব্যাজ লাগানো রয়েছে।

জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে গুরুত্ব দিতে হবে

জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। আজকে গোটা বিশ্ব একটি সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে বইতে শুরু করে দিয়েছে। তাকে রোধ করতে হবে। তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রাধান্য দিতে না পারলে কিন্তু আন্তর্জাতিক মৈত্রী বৃদ্ধি লাভ করবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ তখন একটি পুতুলে পরিণত হতে থাকবে। আজকে নিরাপত্তা পরিষদের মুখ্য কারিগর রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের মধ্যে শক্তিকে যাচাই করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সারা বিশ্ব একদিকে যেমন উত্তপ্ত আবার অন্য দিকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপের ইতিহাসে প্রথম শরনার্থী দেখতে পাওয়া গেল। বহু লোকেরা আজকে খোলা আকাশের নিচে বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব সমস্যার কথা ভাবতে হবে। তার সমাধান করার পথ তৈরি করতে হবে। এই সব সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতে হবে। এত টাকা ব্যয় করে এই সব সম্মেলন থেকে কোনও বার্তা কি উঠে আসবে না বিশ্ববাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার? মানব শক্তিকে ধ্বংস করার যজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। তাকে এখনই দমন করা উচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের কাজ হচ্ছে সব রাষ্ট্রকে পথ দেখানো। কিন্তু তারাই এখন শক্তি পরীক্ষা দিতে শুরু করেছে। রাজার অর্থনীতি ত্যাগ করে অস্ত্র নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে আজকে সারা বিশ্বে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। জ্বালানি, তেল এবং খদ্যের সঙ্কট দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে আলোচনারনর মধ্যে দিয়ে পথ রচনা করতে হবে। এই বার্তা উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিনের বিদেশ মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমেরিকার বিদেশ সচিব পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রণ করে সমস্যার সমাধান সূত্র বের করার চেষ্টা করছে। সেখান থেকে কী বার্তা উঠে আসে তার দিকে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা তাকিয়ে রয়েছেন। সেখানে বলা হচ্ছে যে জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে। আন্তর্জাতিকতাবাদকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে মর্যাদা দিতে হবে। শক্তিশালী করতে হবে বিশ্বাসকে। রাজনৈতিক বিশ্বাস, অর্থনৈতিক বিশ্বাস এবং কূটনীতিক বিশ্বাসের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। তবেই বিশ্বের বর্তমান যে ভযাবহ পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। এদিকে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করার ফলে বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধকে হাতিয়ার করে এখন অস্ত্রের উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ।এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ তৈরি করতে হবে। উস্কানি অস্ত্র বিরোধী আইন প্রস্তুত করতে হবে। তার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে এগিয়ে আসার খুবই প্রয়োজন। রাষ্ট্রপুঞ্জকে এড়িয়ে যেভাবে শক্তিশালী দেশগুলি ইউক্রেনকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে ভারত তার বিরোধিতা করেছে। কিন্তু ভারত কাউকে সরাসরি বলতে পারছে না যুদ্ধ থামান। কারণ এই সব শক্তিশালী দেশগুলি ভারতের কথায় কান দেবে না। তারা নেটোর নেতাদের কথায় কান দেবে। যারা যুদ্ধ অস্ত্র নির্মাণ করে তাদের কথায় কান দেবে। পৃথিবীতে যদি শান্তি বিরাজ করে তাহলে সব অস্ত্র কারখানাগুলি তো একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। অস্ত্র উৎপাদন তো একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। তার ফলে বহু রাষ্ট্রকে ভিক্ষার থালা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে দ্বারে দ্বারে। শক্তি দিয়ে বিশ্ব জয় করার প্রবণতা এখন এই সব শক্তিশালী দেশগুলির মনের মধ্যে বিরাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। তিনটি শক্তিশালী দেশ যুদ্ধকে জিইয়ে রাখার চেষ্টাা করছে। সেই সব শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, চিন এবং আমেরিকা। এদেরকে থামানো সম্ভব হচ্ছে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ পরাস্ত হয়ে গিয়েছে। শক্তিশালী রাষ্ট্র নেতারা অস্ত্র সরবরাহ করার আশ্বাস দিতে শুরু করে দিয়েছে।

বুকে কাঁপন ধরায় বাংলা কাব্যগীতির বাচিক অভিনয়

কৌশিক দাস

এ বার দু'টি গানে আপত্তি তুলল বিশ্বভারতী মিউজিক্‌ বোর্ড। মিউজিক্‌ কোম্পানির কাছে চিঠি এল। ' বলেছে যাব যাব' আর ' তবু আসো নাই'। আরও কিছু কারণের পাশাপাশি বলা হল, ওই দু'টি গানের পরিবেশনায় নাকি অতিনাটকীয়তা রয়েছে। বোর্ডের সঙ্গে কথা বলেন দেবব্রত। জানান, বোর্ডের এই ভাবনার সঙ্গে তিনি সহমত নন। কিছু চড়াই-উতরাইয়ের পরে গান দু'টি অনুমোদন পেলেও তাঁর পথে পাথরের সংখ্যা বাড়তে থাকল। বারেবারে আপত্তি আসতে থাকল বিশ্বভারতী থেকে তাঁর গান নিয়ে। ১৯৬৯ সালে আরও দু'টি গানকে বাতিল করল বিশ্বভারতী মিউজিক্‌ বোর্ড। ' দিয়ে মারো যারে' আর ' শেষের গানের'। স্বরলিপি না মানা আর অতিরিক্ত যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহারের অভিযোগ। রবীন্দ্রনাথের গানে কী কী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে, তার একটা তালিকাও তৈরি করেছিল মিউজিক্‌ বোর্ড। দু'বারই বোর্ডকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন দেবব্রত। মিউজিক্‌ কোম্পানির অনুরোধে একাধিক চিঠিও লিখেছেন। সেখানে নিজের যুক্তির কথা বলেছেন। বোর্ডের নির্দেশিকার সঙ্গে বিরুদ্ধমত পোষণ করেই সেই সব চিঠি। তিনি তাঁর যুক্তি সাজালেন ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখালিখির উল্লেখ করেই। ক্রমশ চাপান-উতোরে বিষণ্ণ হলেন। অপমানিতও বোধ করলেন। এর পরে বন্ধ করে দেন রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করা। বাইরের অনুষ্ঠানও ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেন। এই যবনিকা যখন টানছেন তিনি, তখন সে সময়ের বহু নামী শিল্পীর চেয়ে তাঁর বার্ষিক রয়্যালটির পরিমাণ বেশ কয়েকগুণ বেশি! নিষিদ্ধ করার বিষয়টি খানিকটা হালের নোটবন্দির মতোই! একে তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরিত করার সঙ্গে তুলনা করাও কঠিন! কারণ, তুঘলকের তবু একটা চিন্তাভাবনা ছিল বিষয়টার পিছনে। কিন্তু রবীন্দ্দ্রনাথের গান গাইতে গেলে বেঁধে দেওয়া কয়েকটা বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গেই গাইতে হবে কেন? কোথাও লিখে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ? ইউরোপীয় বাজনায় রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল? তাঁর গানের সঙ্গে তাঁর জ্যোতিদাদা পিয়ানোয় বসতেন না? ইন্দিরা দেবী তো পিয়ানো বাজিয়েই রবীন্দ্রনাথের একাধিক গান শিখিয়েছিলেন, গাইয়েছিলেন দেবব্রতকে! ছন্দে যদি স্পন্দ সম্মান পায়, তবে গ্রেসনোটের অ্যাডভান্টেজ নেওয়া অপরাধ হবে কেন? রবীন্দ্রনাথ তো বলেছিলেন, কণ্ঠ গায়কের, গায়কের কণ্ঠে গায়ক তো গোচর হবেই! এ সব প্রতর্ক জীবনভর ভাবিয়েছিল তাঁকে। সে কথা লিখে গিয়েছেন, বলেওছেন নানা জায়গায়। কারণ তিনি সঙ্গীত বিষয়ে রবীন্দ্রভাবনা কী, তার গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে 'এ রাতে মোর দুয়ারগুলি' গানে যে জর্জ বিশ্বাস, তিনি যেন ছবিরই চরিত্র। কান্নার মতো একটা গান। হারমোনিয়াম ধরে রেখেছে সেই কান্নাকে, একেবারে শেষে সরোদের আচমকা অনুপ্রবেশের সময়টুকু ছাড়া। সহশিল্পী গীতা ঘটকের সঙ্গে এ গানে এক আবিল করুণ রস। শব্দ যেখানে ভাঙন প্রত্যক্ষ করায়, ঝড়ের যেখানে বাতাসগতির নির্ণায়ক হয়, বেড়ার ঘরের ছিটে আলো-আঁধারিতে যেখানে দু'টি চরিত্রের অসহায়তার মাথায় হাত রাখে সুর, তাকে গভীরতর কোনও বিপন্নতার অলঙ্কারে সাজায়, তারা অন্ধকারে পড়ে থাকে ' মানি'। আবার পরক্ষণেই সেই বিপন্নতা উপলব্ধির বিস্ময়ে অনূদিত হয়- ' যে তোমার জয়ধ্বজা, তাই কি জানি'! বুকে কাঁপন ধরায় বাংলা কাব্যগীতির সেই বাচিক অভিনয়! ' ' কাব্যালঙ্কার সার্থক হয়। গীতা ঘটকের ' উচ্চারণ সেখানে বেশ-খানিকটা তথাকথিত ' আর জর্জ বিশ্বাসের ' উচ্চারণে যেন অন্য কিছু, অন্য পরিসর! যেন সে ঘর অমলের! সে ঘরে যেন প্রবেশ করছে দীর্ঘপ্রতীক্ষিত রাজার চিঠি! ' চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কী'- যেন দেখা যায়, ঘর আর শূন্য নেই! দাঁড়িয়ে আছেন দুই ব্রাহ্মের বিশ্বাসব্রহ্ম!(শেষ)

রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে মদ বিক্রির চেষ্টা রুখে দিল আবগারি বিভাগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে জলপাইগুড়ি আবগারি বিভাগের ওসির নেতৃত্বে চলল অভিযান। অভিযানে উদ্ধার হল প্রায় আট লক্ষ টাকার সিকিমের মদ। আবগারি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সিকিম থেকে একটি টাটা সুমো গাড়িতে করে দার্জিলিংয়ের জোরবাংলোতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওই বেআইনি মদ।

জলপাইগুড়ি আবগারি বিভাগের অফিসারদের অভিযানে ধরা পড়ে গেল ওই টাটা সুমো, উদ্ধার হল প্রচুর পরিমাণে মদ। আবগারি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে খবর আসে সিকিম নম্বরের একটি টাটা সুমো করে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে মদ বিক্রির চেষ্টা চলছে এবং ওই গাড়িতে করে মদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জোরবাংলোতে। খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালায় আবগারি বিভাগ। মিলে গেল সাফল্য। টাটা সুমোটি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিয়ার এবং মদ। তবে আবগারি বিভাগের অভিযানের আঁচ পেয়ে গাড়ি রেখে চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। গাড়ির নম্বর প্লেট এবং চ্যাসিস নাম্বার থেকে গাড়ির মালিকের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করছে আবগারি বিভাগ। এই মদ পুজোর সময় পাহাড়ে বিক্রি করার ছক ছিল। এই মদ ডেরায় পৌঁছে গেলে, কয়েক লক্ষ টাকা রাজস্বের ক্ষতি হতো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, এমনটাই জানিয়েছে আবগারি বিভাগ। অন্যদিকে, অভিনব কায়দায় শিলিগুড়ি থেকে বিহারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিদেশি মদ। তার আগেই বিপুল পরিমাণে মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম অজয় কুমার শাহ। সে বিহারের ছাপরার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধাননগর থানার পুলিশ শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালাতে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় কয়েকটি চকলেটের কাটুন এরপর সেই কাটুন খুলতেই দেখা যায় চকলেটের আড়ালে বিদেশী মদ পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এরপর ঘটনাস্থলেই ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় প্রধাননগর থানায়। উদ্ধার হওয়া মদের বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

দীর্ঘ দিনের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দিতে চলেছে রেল কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘ দিনের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দিতে চলেছে রেল কর্তৃপক্ষ। কোন ভাবেই চলাচলের রাস্তা বন্ধ করা যাবে না। এলাকায় রেল গেট বা অন্য কোন ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবীতে সোমবার দুপুরে বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্লভপুর পোড়ামাধাইল এলাকায় বিক্ষোভ দেখাল কয়েকশো স্কুল পড়ুয়া থেকে গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভের মুখে পড়ে পিছু হটেন রেল কর্তৃপক্ষ। এখুনি রাস্তা বন্ধের সিদ্ধান্ত নয় রেল কর্তৃপক্ষের। এদিকে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের অভিযোগ জেলা প্রশাসনের আধিকারিক থেকে রেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে কোন লাভ হয় নি। চলাচলের রাস্তা বন্ধ করা হলে আন্দোলন আরোও বড় হবে। এই রাস্তা দিয়ে এলাকার ১০ টিরও বেশি গ্রামের মানুষ চলাচল করে। এই রাস্তাতেই রয়েছে গ্রামীণ হাসপাতাল, গ্রাম পঞ্চায়েত, হাইস্কুল সহ অন্যান্য অফিস। এই রাস্তা বন্ধ হলে কয়েক কিলোমিটার দূর দিয়ে ঘুরে যাতায়াত করতে হবে এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষদের। সেই জায়গা থেকে গ্রামবাসীদের সাফ দাবি চলাচলের রাস্তা বন্ধ করা হলে আন্দোলন আরোও বড় হবে। এই বিষয়ে কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

মেট্রো রেলে বিশ্ব হার্ট দিবস পালন

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল অফিসার (PCMO) এবং অন্যান্য ডাক্তারদের উপস্থিতিতে বিশ্ব হার্ট দিবস পালন করেছে। এই বছর, ২০২৪ সালে, বিশ্ব হার্ট দিবসের থিম হল

ক্রিয়ার জন্য হার্ট ব্যবহার করুন। এই থিমটি একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের সাথে সচেতনতা থেকে ক্ষমতায়নের দিকে একটি পরিবর্তন তুলে ধরে। এই প্রোগ্রামে, ড. এ.কে. প্রসাদ, অতিরিক্ত চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালের রিস্ক ফ্যাক্টর (সংশোধিত এবং অ-সংশোধিত ঝুঁকির কারণ) সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন কার্ডিও-ভাস্কুলার রোগের সাথে সম্পর্কিত শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, উচ্চ রক্তচাপ, তামাক ব্যবহার, উচ্চ সোডিয়াম গ্রহণ, স্থূলতা, মানসিক স্বাস্থ্য, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদি। তিনি ছয়টি স্বাস্থ্য নম্বরের উপর জোর দিয়েছিলেন যা একজনের সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে জানা উচিত। তিনি একটি সুস্থ হার্টের জন্য দশটি সহজ পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছেন যেমন ভাল খান, ব্যায়াম করুন, তামাক না খাওয়া, স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখুন, স্ট্রেস কমানোর পদক্ষেপ, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি। চল্লিশজন রেল সুবিধাভোগী এই প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। পিসিএমও বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে একটি ইতিবাচক নোট দিয়ে অধিবেশন শেষ করে।

রোগী মৃত্যু, হাসপাতালে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল বীরভূমের রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে। উত্তেজিত রোগীর আত্মীয়স্বজনরা নার্স এবং চিকিৎসকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে, রবিবার রামপুরহাট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় বীরভূমের মল্লারপুরের বাসিন্দা কল্যানী প্রামাণিককে। সোমবার সকালে তাঁকে সিসিইউতে রেফার করা হয়। কিন্তু ফিমেল ওয়ার্ড থেকে সিসিইউতে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাসপাতাল থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। অক্সিজেন সিলিন্ডার না পাওয়ায় রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মৃতার ছেলে তারাপদ প্রামাণিক। এরপরই হাসপাতালের নার্সদের ঘিরে প্রতিবাদ শুরু করেন মৃতার পরিবারের লোকজন। তারাপদ প্রামাণিক বলেন, আরজিকরে চিকিৎসকের মৃত্যুতে আমি দু'রাত রাস্তায় নেমেছিলাম। চিকিৎসক খুনের বিচার চেয়েছিলাম। কিন্তু হাসপাতালে এসে দেখছি চিকিৎসকদের অন্যরূপ। শুধুমাত্র অক্সিজেনের অভাবে মায়ের মৃত্যু হল। আমিও মায়ের মৃত্যুর বিচার চাই। নার্স আসিয়া খাতুন বলেন, চিকিৎসক সিসিইউ লিখে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সিসিইউতে বেড না থাকলে আমাদের কিছু করার নেই। যে সময় বেড পাওয়া গেল ততক্ষণে রোগী মারা গিয়েছেন। এরপর রোগীর আত্মীয়স্বজন আমাদের ঘিরে গালিগালাজ শুরু করেন। হাসপাতালের এম এস ভি পি পলাশ দাস বলেন, ঘটনা খুব দুঃখজনক। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে নার্সদের হেনস্তা করা হয়েছে কিনা বলতে পারব না।

বাঙালীর সাবেকিয়ানাকে তুলে ধরার অভিনব প্রতিযোগিতা 'সাবেকিয়ানার সন্ধানে'

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ এক মাস ধরে বাঙালী সংস্কৃতির সাবেকি চিন্তাভাবনাকে নতুনভাবে তুলে ধরার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো শহর বর্ধমানে। পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে নয়, তার বীজটুকু আহরণ করে নিজেদের সংস্কৃতির শিকড়কে বাঁচিয়ে রেখে নতুন কে আবাহন করে এগিয়ে চলাই এই প্রতিযোগিতার মূল ভাবনা। বর্ধমান সহযোদ্ধার উদ্যোগে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের উপস্থাপনায় সাবেকিয়ানার সন্ধানে শীর্ষক এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো বর্ধমানের সংস্কৃতি লোক মঞ্চে। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে এই সংগীত আবহে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সান্ধ্যকালীন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গার্গী নাহা। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, শান্তনু কোনার, গুফরানা ইয়াসমিন, নিত্যানন্দ ব্যানার্জী, জেলা পরিষদের মেন্টার মহঃ ইসমাইল, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শংকর মন্ডল, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) দেবব্রত পাল, আরামবাগ মহিলা থানার ইন্সপেক্টর বনানী রায়, পোষাকে সাবেকিয়ানার বিচারক তথা বিশিষ্ট আইনজীবী কমল দত্ত, বিশিষ্ট ড্রেস ডিজাইনার তথা বিচারক মৌমিতা দে, আইনজীবী সঞ্জয় ঘোষ, সঞ্চিতা মন্ডল, দ্বৈপায়ন দাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক তারকনাথ রায়, পার্থ চৌধুরী, স্বপন মুখার্জী, বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক কাশীনাথ গাঙ্গুলী, সমাজসেবী অরবিন্দ পাঁজা সহ অন্যান্যরা। প্রদীপ প্রজ্বালনের আগে চন্দনের ফোঁটা, উত্তরীয় ও মেমেন্টো দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেয় সহযোদ্ধার সদস্যরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত ভাষণ দেন বর্ধমান সহযোদ্ধার সভাপতি জগন্নাথ ভৌমিক। তিনি একমাস ধরে চলা প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু তুলে ধরেন পাশাপাশি সহযোদ্ধা সারা বছর কি কি কাজ করে সেই বিষয়েও আলোকপাত করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে সহকারী সভাধিপতি গার্গী নাহা সাবেকিয়ানার সন্ধানে প্রতিযোগিতা যৌক্তিকতা বিষয়ে বলেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, শান্তনু কোনার, তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শংকর মন্ডল প্রমুখ। প্রথম পর্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সাবেকিয়ানার সন্ধানে ২০২৪ এর আহবায়ক বিশ্বজিত মল্লিক। এদিনের অনুষ্ঠানে ডেঙ্গু সচেতনতায় তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মণিদীপা মজুমদার। এছাড়া ডাঃ মেহবুব হাসানের পরিচালনায় কচিকাঁচারা নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেয়। গৌতমী দাস যোগা নৃত্য পরিবেশন

করে। এদিন পোষাকে সাবেকিয়ানা প্রতিযোগিতার পর একমাস ধরে অনুষ্ঠিত রন্ধনে সাবেকিয়ানা, আঁক তুমি আলপনা, ঢাক কাঁসরে ধুনুচি নাচ এবং পোষাকে সাবেকিয়ানা প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। সহযোদ্ধার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রশান্ত ধীবর জানান, সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর এবং সফলভাবে পরিচালনায় নেপথ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সহযোদ্ধার চেয়ারম্যান সোমনাথ ভট্টাচার্য্য সহ বিশ্বজিত মল্লিক, সুশান্ত বাগ, দেবনাথ মুখার্জী, বৃতি মল্লিক, মেহবুব হাসান, শুভ্রা ভট্টাচার্য্য , যমুনা চ্যাটার্জী, শুভ্রা ভট্টাচার্য্য, রিঙ্কু দে, কাজল সাহা, আমিনুর রহমান, কৌশিক সিনহা, নির্মলেন্দু বিশ্বাস, সুচিত্রা মাল, অতনু হাজরা, রঞ্জিত সেন, সেখ রতন সহ আরও অনেকে।

উৎসবের মুখে জল যন্ত্রনায় মানুষ, বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন ফেসবুক বন্ধুদের নিয়ে গঠিত টিম 'জমিয়ে আড্ডা'

দুরন্ত বার্তা, ডেবরা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ উৎসবের মুখে হাসি নেই মানুষের। বারো দিন ধরে জল যন্ত্রনায় ভুগছেন ডেবরা ব্লকের দুটি অঞ্চলের মানুষ। মুখে একটু হাসি ফোটাতে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন ফেসবুক বন্ধুদের নিয়ে গঠিত টিম 'জমিয়ে আড্ডা' এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সংকল্প। রবিবার সকাল থেকেই ডেবরা ব্লকের ৮ নম্বর গোলগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন প্লাবিত এলাকায় দুর্গত মানুষদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন জমিয়ে আড্ডা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সংকল্পর সদস্যরা। এদিন ডেবরা ব্লকের খাজুরি, বিহারীচক, চকপ্রাণনাথ, চকপলমল গ্রামের বানভাসি অসহায় দুর্গত মানুষদের হাতে পানীয় জল, শুকনো খাবার, ব্লিচিং পাউডার, বেবি ফুড, ওষুধ ইত্যাদি ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন। সেইসঙ্গে বানভাসি মানুষদের হাতে কিছু পোশাক তুলে দেন তাঁরা। কয়েক বছর আগে শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও অন্যান্য বন্ধু - বান্ধবদের নিয়ে গড়ে ওঠে 'জমিয়ে আড্ডা' নামে একটি ফেসবুক টিম। তারপর থেকেই নানান সামাজিক কাজকর্ম করে আসছে এই সংগঠনটি। ডেবরায় ভয়াবহ বন্যার খবর পেয়ে কলকাতা, কোলাঘাট, হাওড়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন সংগঠনের সদস্যরা। বারো দিন ধরে জলে আটকে থাকা অসহায় মানুষগুলোর মুখে একটু হাসি ফোটাতে এই উদ্যোগ বলে জানান

সংগঠনের অন্যতম সদস্য রফিক আহমেদ। কেবল জমিয়ে আড্ডা সংগঠনই নয়, তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বানভাসি মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সংকল্প। বানভাসিদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে চিনু অ্যাকোয়াগার্ড- এর সেক খুরশেদ, মা গঙ্গা ওয়াটার সাপ্লায়ার্স। এদিন ত্রাণ সামগ্রী পেয়ে খুশি বানভাসি মানুষজন। এই দিনের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, রফিক আহমেদ, দুই শিক্ষারত্ন যথাক্রমে গৌতম কুমার বোস, ভোলানাথ মন্ডল, জামিট্যা আদর্শ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক রনজিত ঘোড়াই, সুহানা আহমেদ, জ্যোৎস্না বালা, সাধন মল্লিক, বিশাল দাস সহ অন্যান্যরা।

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী এবং পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী এবং পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে জেলাশাসক। জানলেন বন্যা কবলিত এলাকার পরিস্থিতি। পর্যাপ্ত ত্রাণ পানীয় জল সহ চিকিৎসার ব্যবস্থার নির্দেশ দিলেন। বিহার নেপাল সীমান্তে কোষী নদী থেকে জল ছাড়তেই ফুলহর মহানন্দা নদীতে বেড়েছে জলস্তর। আর তারপর থেকে মালদার হরিশচন্দ্রপুরের নদী তীরবর্তী এলাকাগুলোতে ২০১৭ সালের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের ফুলহার নদী তীরবর্তী উত্তর ভাকুরিয়া, দক্ষিণ ভাকুরিয়া, রশিদপুর, কাউয়াডোল সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হতে শুরু করেছে। গতকাল ব্লক প্রশাসন, এবং স্থানীয় বিধায়ক তথা প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন ওই এলাকাগুলি পরিদর্শনে যান। সচেতনতার জন্য মাইকিং করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যেই সেখানকার মানুষকে উঁচু জায়গায় সরকারি হাই স্কুলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে ত্রাণ সামগ্রী। এদিন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হরিশ্চন্দ্রপুরে আসেন জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক দপ্তরে বিডিও তাপস পাল, মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, আইসি মনোজিত সরকার সহ স্থানীয় জন-প্রতিনিধিদের নিয়ে রুদ্ধদার বৈঠক করেন। বন্যা পরিস্থিতির কথা জানেন।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন ব্লক প্রশাসনকে। পানীয় জলের জন্য করা হয় ৪৭ টি টিউবয়েলের ব্যবস্থা। এছাড়াও করা হবে মেডিকেল ক্যাম্প। ত্রাণ সামগ্রী আরো বেশি করে দেওয়ারও নির্দেশ দেন। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি বৈঠক করে সমস্ত পরিস্থিতি জানলাম।

বিক্ষোভ প্রদর্শন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ বকেয়া বেতনের দাবিতে কোচবিহার এম.জে.এন মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষীরা । তাদের দাবি গত চার মাস থেকে বেতন পাচ্ছে না তারা। দ্রুত বকেয়া বেতন প্রদান না করা হলে কর্ম বিরতির ও হুঁশিয়ারি দেয় তারা। এই বিষয়ে কোচবিহার এম.জে.এন মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের এমএসভিপি সৌম্যদীপ রায় জানান তিনি দু-তিন সপ্তাহ আগেই এই হাসপাতালের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তার আসার আগের থেকেই সেই নিরাপত্তা রক্ষীদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরে লিখিত জানিয়েছেন এবং খুব দ্রুত এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

মেরমতের জন্যে সংশোধনীমূলক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-জিএইচ-৯৬৩ অফ ২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৪-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** কোচ রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোতে (নিউ গুয়াহাটি, গুয়াহাটি এবং কামাখ্যা) ০২ বৎসরের জন্যে এলএইচবি শ্রেণীর কোচসমূহের ক্রটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক প্যান্ট্রি সরঞ্জামের মেরামতের জন্যে সংশোধনীমূলক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪৯,৮৮,৮৮১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৯৯,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৬-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/গুয়াহাটি

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নংঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫৪৪৭৮৫৪, তারিখঃ ২৭.০৯.২০২৪। চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ **ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হসপিটাল, কাঁচরাপাড়া-তে মেকানাইজড ক্লিনিং**-এর জন্য ওপেন জিইএম সার্ভিস টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ইএমডিঃ** ১,১০,৭৪৪ টাকা। **ইপিবিজিঃ** পি.ও. মূল্যমানের ৫%। **টেন্ডারের আনুমানিক মূল্যমানঃ** ৫৫,৩৭,২৩২ টাকা। **খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৪.১০.২০২৪ (শুক্রবার) বেলা ৯.৩০ মিনিট। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** এক (০১) বছর। জিএএম সাইট (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস) অর্থাৎ জিইএম পোর্টাল **https://gem.gov.in**-এ জিইএম সার্ভিস বিড নথি পাওয়া যাবে এবং জিইএম পোর্টাল অর্থাৎ **https://gem.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে দর উল্লেখ করতে হবে ও জমা করতে হবে। (MED-06/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া-এর অধীনে]। ই-টেন্ডার নম্বরঃ ১৯৬_২০২৪-২৫, তারিখঃ ২৭.০৯.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়ার ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় এইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে (১) হাওড়ায় জোনাল নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার কাম ইপিসি বিল্ডিং-এর নির্মাণ সমেত হাওড়া ইয়ার্ড পুনর্গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত সার্ভিস বিল্ডিং নির্মাণ। (২) হাওড়ায় রবীন্দ্র রেল মিউজিয়ামের উন্নতিসাধন। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২২,২২,৩০,৩৯২.৭৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১২,৬১,২০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.১০.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থ প্রদান– ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য বায়নামূল্য জমা বাবদ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রহণ করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-316/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু ছাত্রর

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ ক্যানেলের জলে স্নান করতে নেমে নিখোঁজ নবম শ্রেণীর এক ছাত্র। ছাত্রের নাম মিলন দাস পারুলডাঙা গ্রামের বাসিন্দা। এই মুহূর্তে খোঁজ চালাচ্ছে গ্রামবাসী ও শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। জানা গেছে, বছর তেরো ছাত্র বন্ধুদের সাথে জলে নেমে ডুবে মৃত্যু হয়। তার দেহ পাওয়া যায় নি। তবে বন্ধুদের উদ্ধার করা হয়।

সামসেরগঞ্জের ভাঙ্গন কবলিত এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে প্রতিমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের পরেই সামসেরগঞ্জের গঙ্গার সার্বিক অবস্থা এবং ভাঙ্গন কবলিত এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে এলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আখরুজ্জামান। সোমবার দুপুরে সামসেরগঞ্জের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামানের সঙ্গে এলাকা ঘুরে দেখেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, সুতির বিধায়ক ঈমানী বিশ্বাস, সামসেরগঞ্জের বিডিও সুজিত চন্দ্র লোধ সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এদিন শুরুতেই নিমতিতা বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে জলের বর্তমান অবস্থা দেখেন। পাশাপাশি বিএসএফের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। যেকোনো জরুরী প্রয়োজনে প্রশাসন সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তারা।

Keshargarh Gram Panchayat
Vill-Dapang, PO-Dapang, Dist.-Purulia(W.B.), Pin-723148
Corrigendum Notice for Date Extende NIT NO-02/2024-25,date:- 30/09/2024.

Date of Sale of form on any working day from **01/10/2024 to 04/10/2024(from 11.00AM to 02.00PM)** on working day. Last date of dropping **04/10/2024 up to 2.00PM**. Date of opening **04/10/2024 at 3.00PM** onwards.

Sd/- Prodhan
Keshargarh Gram Panchayat

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for Leach Pit & building works under SBM-G & PBSSM fund in **N.I.e.T. No-12(E.O) & 02(BDO)**. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **21/10/2024** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O. – Raghunathganj Dist.- Murshidabad
e-TENDER NOTICE

NIeT No:MAD/ULB/JM/15th FC/NIeT2/24-25 (2ndCall), e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, P.O. – Raghunathganj, Dist. – Murshidabad from the eligible contractors for 03 Nos. Supply and delivery of DI Pipe (K7) including all Fittings, Laying of DI Pipe (K-7) and Road Restoration (Bituminous & Concrete, Tender ID: **2024_MAD_754568_1 TO _3**, Publish Date: **01.10.2024 at 10:00 IST,** Bid Submission Start date (Online): **01.10.2024 at at 12:00 IST** and Bid Submission Closing date (Online): **22.10.2024at 18:00 IST**. The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
JangipurMunicipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/17/2024-2025/R
Name of the Work: **Construction of Semi Under-ground Water Tank for Chhath Puja preparation in Cornfield Road in Ward No.-68, Br.-VIII.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,34,209.06.** Earnest Money: **Rs. 2,700.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/021/2024-2025/R
Name of the Work: **Construction of Temporary Water Tank for Chhath Puja preparation at 9, Panditiya Road, Tentultala Ground in Ward No.-85 under Br.-VIII.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,752.96.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/088/029/2024-2025/R
Name of the Work: **Construction of Temporary Water Reservoir for Chhath Puja preparation at 17, C.M. Lane, Kolkata-26 in Ward No. 88, Br.-VIII.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,37,035.84.** Earnest Money: **Rs. 2,750.00.** Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **24.10.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 3].** Date and time of opening of tender: **26.10.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **01.10.2024 (5 p.m.).**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/08/2024-2025/R
Name of the Work: **Improvement of road surface by lowering of M.H. & Allied Civil Works (Asphaltum cutting to be done by Mech. RD's Dept.) from 1 no. Nandalal Jew Road to 122 S. Bose Road in Ward No.-84.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,49,257.00.** Earnest Money: **Rs. 9,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/14/2024-2025/R
Name of the Work: **Improvement of road surface by lowering of M.H. & Allied Civil Works (Asphaltum cutting to be done by Mech. RD's Dept.) from 27/1B N.B. Lane to 25B B. Pal Road in Ward No.-84.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,24,407.66.** Earnest Money: **Rs. 6,500.00.** Period of Completion: **60 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/020/2024-2025/R
Name of the Work: **Beautification of road side garden from 123 to 185 Sarat Bose Road in Ward No.-84 under Br.-VIII.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,91,032.09.** Earnest Money: **Rs. 9,850.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **26.10.2024 at 12 noon [For Sl. No. 4 to 6].** Date and time of opening of tender: **29.10.2024 at 12 noon [For Sl. No. 4 to 6].** The bid forms and other details are available on and from **03.10.2024 (5 p.m.) [For Sl. No. 4 to 6].** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 6].**

The **Executive Engineer (C)/Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/IX/074/019/2024-2025
Name of the Work: **Improvement of footpath by replaying Paver Block along Belvedere Road from crossing of Hasting Park Road upto Bhawanipur Traffic Guard in Ward No. 74.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,96,980.60.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(2) NIT No.: KMC/IX/074/041/2024-2025
Name of the Work: **Improvement of sewerline at 4, Burdwan Road, 24/6 to 42A Raja Santosh Road, 19, 50, 66 to 70/72 Alipore Road etc. in Ward No. 74.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,984.04.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Perod of completion: **60 days.**

(3) NIT No.: KMC/IX/077/026/2024-2025/D
Name of the Work: **Improvement of I.P.S. passage at 28, 29, Ekbalpore Road and surrounding area in Ward No. 77.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,86,032.00.** Earnest Money: **Rs. 5,800.00.** Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No.: KMC/IX/077/070/2024-2025
Name of the Work: **Improvement of footpath by relaying Paver Block along Diamond Harbour Road from crossing of Ekbalpore Road to Gangadhar Banerjee Road Crossing in Ward No. 77.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,36,089.05.** Earnest Money: **Rs. 8,800.00.** Period of Completion: **60 days.**

(5) NIT No.: KMC/IX/071/063/2024-2025/R
Name of the Work: **Restoration of I.P. footpath, passages and different works at 18, 18/4, 18/3, 19A Dhirendra Nath Ghosh Road, 31/2 Gobinda Bose Lane etc. in Ward No. 71.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,94,353.13.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **26.10.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 5].** Tender will be opened on: **28.10.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 5].** The bid forms and other details are available on and from **03.10.2024 at 5 p.m. [For Sl. No. 1 to 4]** and **04.10.2024 at 5 p.m. [For Sl. No. 5].** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 5].**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/XIV/128/023/24-25/R (1st Call)
Name of the Work: **Reparing of C.C. passage, damage due to laying of Water Supply Main, near Premises No. 98/A to 70B Parui Pucca Road and 502/22 to 502/22A Basudevpur Road etc. in Ward No. 128.** Estimated Amount: **Rs. 2,29,409.03.** Earnest Money: **Rs. 4,600.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No.: KMC/XIV/128/036/24-25/R (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of C.C. passage at different parts of Gula Para Road and Parui Daspara Road etc. in Ward No. 128.** Estimated Amount: **Rs. 3,95,328.80.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No.: KMC/XIV/128/038/24-25/R (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of C.C. passage near Premises No. 6/2A Basudevpur Road near 75/1 L. N. Motilal Road and near 11/2, 502/14/2, 502/14/3 Basudevpur Road etc. in Ward No. 128.** Estimated Amount: **Rs. 3,59,654.61.** Earnest Money: **Rs. 7,200.00.** Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No.: KMC/XIV/127/050/24-25/R (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of C.C. passage at Jublee Park near 242/2L, 100/1, 97/3 and 111/1A etc. in Ward No. 127.** Estimated Amount: **2,94,547.76.** Earnest Money: **Rs. 5,900.00.** Period of Completion: **14 days.**

(5) NIT No.: KMC/XIV/127/058/24-25/R (1st Call)
Name of the Work: **Development of C.C. passage at Kastodanga Link Road near Premises No. 54/2, 54/3 and 54/5 etc. in Ward No. 127.** Estimated Amount: **Rs. 2,37,013.39.** Earnest Money: **Rs. 4,800.00.** Period of Completion: **14 days.** Last date and time of submission of bid: **19.10.2024 up to 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 5].** Tender will be opened on: **21.10.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 5].** The bid forms and other details are available on and from **30.09.2024 (From 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 5].**

695/24-25

বিজ্ঞান - পরিবেশ

নভোচারীদের ওপর মহাকাশ বিকিরণের প্রভাব নিয়ে নাসার গবেষণা

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থানাসা হেলগা ও জোহার নামের ম্যানিকুইনের (পুতুল) মাধ্যমে সম্প্রতি মহাকাশ বিকিরণ নিয়ে একটি পরীক্ষা চালিয়েছে। আগামী কয়েক দশকের মধ্যে মানুষের চন্দ্রজয় আর মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করা হবে। মানবশরীরের ওপরে মহাকাশ তরঙ্গ ও বিকিরণের প্রভাব কেমন হতে পারে, তা জানতে এমন পরীক্ষা চালানো হয়েছে। দুটি ম্যানিকুইন মহাকাশযানের ভেতরে রেখে বিভিন্ন সেন্সরের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বাইরে নভোচারীদের ওপর বিকিরণের প্রভাব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছেন। মঙ্গল গ্রহে যেতে দীর্ঘ মহাকাশযাত্রায় কীভাবে নভোচারীদের সুরক্ষা দেওয়া যায়, তার উপায় বের করা হচ্ছে। গবেষকেরা ২০২২ সালে চাঁদ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসা যাত্রীবিহীন আর্টেমিস১ অভিযানের অধীনে ওরিয়ন মহাকাশযানের মাধ্যমে এই পরীক্ষা পরিচালনা করেন। মহাকাশযানের ভেতরে বিভিন্ন সেন্সর স্থাপন করে বিকিরণের মাত্রা নিয়ে প্রাথমিক তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। মহাকাশযানের ওপরে বিকিরণ যে

প্রভাব তৈরি করে, তা নাসার হেরা ও ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার ইএডি সেন্সর যন্ত্র দিয়ে বের করা হয়েছে। বিকিরণ নিয়ে অনেক বছর ধরেই বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। মহাকাশচারীরা পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে দীর্ঘমেয়াদি মিশনে গেলে এই বিকিরণ বিপত্তি ঘটাতে পারে। নাসার নতুন মিশন আর্টেমিস কর্মসূচির লক্ষ্য চলতি দশকের মধ্যে নভোচারীদের চন্দ্রপৃষ্ঠে পাঠানো। মঙ্গল গ্রহে ভবিষ্যতের মানবঘাঁটি স্থাপন করার লক্ষ্যে নাসার আর্টেমিস কর্মসূচিকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। গ্যালাকটিক মহাজাগতিক রশ্মি ও সৌর অগ্নিশিখার কারণে মহাকাশচারীদের বিকিরণজনিত অসুস্থতা, আজীবন ক্যানসারের ঝুঁকি, স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা ও অবক্ষয়জনিত রোগের উচ্চ ঝুঁকি দেখা যেতে পারে বলে মনে করেন মহাকাশ গবেষকেরা। হেলগা ও জোহার ম্যানিকুইনের মাধ্যমে বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করা হয়। ওরিয়ন ক্যাপসুলে তাদের রেখে সেন্সরের মাধ্যমে মানব ত্বক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গে বিকিরণ কেমন প্রভাব তৈরি করবে তা জানার কাজ চলছে। জোহরকে একটি বিকিরণ সুরক্ষা জ্যাকেট পরানো হয়। আর হেলগাকে কোনো সুরক্ষা পোশাক দেওয়া হয়নি। নেচার জার্নালে বিকিরণের প্রভাব নিয়ে নতুন এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। নাসার জনসন স্পেস সেন্টারের স্পেস রেডিয়েশন বিশ্লেষণ গ্রুপের পদার্থবিদ স্টুয়ার্ট জর্জ বলেন, হেলগা ও জোহর অত্যাধুনিক ম্যানিকুইন। বিকিরণের প্রতি মানবদেহের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য সেন্সর দিয়ে সজ্জিত করা হয়। নারী দেহের ওপরে বিকিরণের প্রভাব জানতে বেশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। নারীদের সাধারণত পুরুষের তুলনায় বিকিরণে বেশি সংবেদনশীলতা থাকে। ভ্যান অ্যালেন বেল্ট বিকিরণ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। সেই বেল্ট অতিক্রম করে ভ্রমণ ও আন্তগ্রহ ভ্রমণের ওপরে কেমন প্রভাব পড়ছে, তা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। আন্তগ্রহ অভিযানে মহাজাগতিক রশ্মি দীর্ঘ মেয়াদে নভোযানের ওপর প্রভাব ফেলবে। তাই বিকিরণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে বিকিরণের প্রভাব নিয়ে অনেক তথ্য আছে। বাইরে কেমন হবে, তা জানা প্রয়োজন বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা।

দুই নভোচারীকে নিয়ে পৃথিবীতে ফেরত আসবে ড্রাগন ক্যাপসুল

গত ৫ জুন মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের তৈরি স্টারলাইনার মহাকাশযানে চড়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যান নাসার দুই নভোচারী সুনিতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোর। জুন মাসের মধ্যেই মহাকাশযানটিতে করে পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা ছিল তাদের।

কিন্তু নিজেদের মহাকাশযান থেকে হিলিয়াম গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় (লিকেজ) প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন সুনিতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোর। স্টারলাইনার মহাকাশযান মেরামতের বিভিন্ন উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর এবার দুই নভোচারীকে ফেরাতে ড্রাগন ক্যাপসুল নামের মহাকাশযান পাঠিয়েছে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন স্পেসএক্স।

শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে ড্রাগন ক্যাপসুল। মহাকাশযানটিতে নাসার নভোচারী নিক হেগ ও রাশিয়ান নভোচারী আলেক জান্ডার গরবুনভ থাকলেও সুনিতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোরের ফেরার জন্য দুটি আসন খালি রাখা হয়েছে।

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মহাকাশ স্টেশনে আটকে পড়া থাকা দুই নভোচারীকে নিয়ে পৃথিবীতে ফেরত আসবে ড্রাগন ক্যাপসুল। প্রসঙ্গত, নাসার নভোচারী সুনিতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোর স্টারলাইনারের প্রথম যাত্রী হিসেবে মহাকাশে ভ্রমণ করছেন। তাঁরা এখন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে অবস্থানকারী অন্য নভোচারীদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক কাজ করছেন।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক বিচক্ষণদের জন্য ময়ূরা ক্রেডিট কার্ড উন্মোচন করেছে

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক, নেতৃস্থানীয় উদ্ভাবনী ফিনান্সিয়াল সলিউশন্সের কোম্পানি, ময়ূরা ক্রেডিট কার্ড চালু করার ঘোষণা করেছে, যেটি তার প্রিমিয়াম মেটাল কার্ড পোর্টফোলিওতে একটি নতুন সংযোজন। ময়ূরা ক্রেডিট কার্ড নতুন ভারতের চেতনা এবং আকাঙ্ক্ষা উদযাপন করার সাথে এটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যেও এটি গভীরভাবে প্রোথিত। কার্ডের ডিজাইনে আছে মোহনীয় ময়ূর, যা ময়ূরের মহিমা উদযাপন করে। কার্ডটি ভারতীয় ঐতিহ্যের সৌন্দর্য এবং সমসাময়িক জীবনধারার পরিশীলিততার একটি নিখুঁত সংমিশ্রণকে প্রতিনিধিত্ব করে, যারা ভারতকে তাদের হৃদয়ের কাছাকাছি রাখে। ময়ূরা ক্রেডিট কার্ড আপনার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করুনভারতের কালজয়ী ঐতিহ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, ময়ূরা ক্রেডিট কার্ডটি বিশেষভাবে তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা অন্বেষণ করতে ভালবাসেন। এটি ভ্রমণ সুবিধা সহ একটি মেটাল কার্ড, যা ঘন ঘন ভ্রমণকারী, ব্যবসায়িক ভ্রমণকারী এবং অ্যাডভেঞ্চার অনুসন্ধানকারীদের জন্য আদর্শ। ময়ূরা ক্রেডিট কার্ডের মূল বৈশিষ্ট্য, জিরো ফরেক্স মার্ক-আপ, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে জিরো ফরেক্স মার্ক-আপ পুরস্কারের উচ্চ স্তর, একটি স্টেটমেন্ট সাইকেলে এবং আপনার জন্মদিনে ২০,০০০ টাকার বেশি খরচ করলে ১০ গুণ পুরস্কার পয়েন্ট উন্নত এয়ারপোর্টে লাউঞ্জ সুবিধা, ৪ টি ডোমেস্টিক লাউঞ্জ স্পা পরিদর্শন সহ প্রতি কোয়ার্টারে ১ জন গেস্ট লাউঞ্জে, ৪টি আন্তর্জাতিক লাউঞ্জ ভিজিট প্রতি কোয়ার্টার ট্রিপ ক্যান্সল্যাশন কভার, একটি ক্যালেন্ডার বছরে ফ্লাইট এবং হোটেল ক্যান্সেলেশনের একটি নন-রেফান্ডেবল অংশের ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত পরিশোধ পান। মুভির আনন্দ, বুকমাইশো এর মাধ্যমে মাসে দুবার দ্বিতীয় টিকিটে বায়ি ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি অফারে ৫০০ টাকার ছাড় সারা বছর গলফ সুবিধা, এক বছরে ৪০ রাউন্ড লেসন্স পর্যন্তএকটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা গ্রাহকদের পছন্দগুলির একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, যারা একটি চিক্যান্ড এক্সক্লুসিভ পেমেন্ট অভিজ্ঞতা চাচ্ছেন তাদের জন্য মেটাল কার্ডগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ পছন্দ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। মেটাল কার্ড সিরিজের সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গ্রাহকদের শুধুমাত্র একটি সুপার পুরস্কারমূলক প্রস্তাব নয় বরং একটি নান্দনিকভাবে ডিজাইন করা মেটাল কার্ড যা ভারতের কালজয়ী ঐতিহ্যকে প্রদর্শন করে এবং উদযাপন করে। শূন্য ফরেক্স সুবিধা সহ ভ্রমণ এবং জীবনধারা সম্পর্কিত অন্যান্য সুবিধার পাশাপাশি, ময়ূরা কার্ডটি এর অনুপ্রাণিত ডিজাইন সহ বিচক্ষণ এবং বৈশ্বিক ভারতীয়দের জন্য তৈরি করা হয়েছে, বলেছেন শ্রী শিরীষ ভান্ডারী, হেড ক্রেডিট কার্ড, ফস্ট্যাগ এবং লয়ালটি।''ময়ূরা মেটাল ক্রেডিট কার্ড চালু করার জন্য আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের সাথে সহযোগিতা করতে পেরে মাস্টারকার্ড আনন্দিত যা কার্ডধারীদের জন্য ভ্রমণ এবং জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করবে। নিরবধি ঐতিহ্যের সাথে নতুন যুগের আকাঙ্খার মিশ্রণের সাথে এই কার্ডটি অনেকগুলি অনন্য এবং বিভাগ-সংজ্ঞায়িত সুবিধা প্রদান করে সামগ্রিক কার্ডের, যেমন শূন্য ফরেক্স মার্ক-আপ এর মূল্য প্রস্তাবকে বাড়িয়ে তুলবে, বলেছেন অনুভব গুপ্তা, মাস্টারকার্ডে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, সাউথ এশিয়া।

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উৎসব স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন দুর্গা পূজা, দীপাবলী ও ষঠ পূজার সময়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস এবং সুগম ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের অর্থে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ২৬টি উৎসব স্পেশাল ট্রেন চালাবে। সেই অনুসারে, উৎসবের মরসুমে ট্রেন নং. ০৫৭৩৬০৫৭৩৫ এবং ০৫৭৩৪০৫৭৩৩ অমৃতসরকে কাটিহারের সাথে সংযুক্ত করবে। একইভাবে ট্রেন নং. ০৫৬৩৩০৫৬৩৪ গুয়াহাটির নারাঙ্গি থেকে উত্তর প্রদেশের গোরখপুরকে সংযুক্ত করে চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৫৮৩১০৫৮৩২ উত্তর-পূর্বের রাঙাপাড়া নর্থ থেকে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজকে সংযুক্ত করবে। ট্রেন নং. ০৫৬৩৮০৫৬৩৭ শিলচর থেকে অরুণাচল প্রদেশের নাহরলগুন পর্যন্ত চলবে, অনুরূপভাবে ট্রেন নং. ০৫৬২৮০৫৬২৭ আগরতলা এবং গুয়াহাটিকে সংযুক্ত করবে। ট্রেন নং.০৫৬৩৯০৫৬৪০ শিলচর থেকে

কলকাতা পর্যন্ত চলবে। সেই অনুযায়ী ট্রেন নং. ০২৫২৫০২৫২৬ এবং ০৫৬৭১০৫৬৭২ গুয়াহাটি থেকে আনন্দ বিহার পর্যন্ত চলবে। একইভাবে নিউ তিনসুকিয়া থেকে বেঙ্গালুরু পর্যন্ত পরিচালিত ট্রেন নং. ০৫৯৫২০৫৯৫১ অসমকে আমাদের দেশের দক্ষিণ অংশের সাথে সংযুক্ত করবে। ডিব্রুগড় থেকে কলকাতা পর্যন্ত চলবে ট্রেন নং. ০৫৯৩২০৫৯৩১। ট্রেন নং. ০৫৬৩৬০৫৬৩৫ গুয়াহাটি থেকে শ্রী গঙ্গানগর পর্যন্ত চলবে যা অসম ও রাজস্থানকে সংযুক্ত করবে এবং ট্রেন নং. ০৫৬৯৮০৫৬৯৭ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশকে সংযুক্ত করে গুয়াহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত চলবে।

এই উৎসব স্পেশাল ট্রেনগুলি এই সময়কালে জোনের মধ্যে এবং দেশের অন্যান্য অংশের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বাড়াবে। আগামী দুই মাসে, এই স্পেশাল ট্রেনগুলি নিশ্চিত করবে যে ট্রেনে ভ্রমণকারী যাত্রীরা নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে আরামের সাথে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। ভারতীয় রেলওয়ে প্রতি বছর উৎসবের সময় স্পেশাল ট্রেন চালায়, সেই অনুযায়ী এই বছর অক্টোবর থেকে নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত আসন্ন উৎসবের মরসুমের জন্য ৬০০০ টিরও অধিক স্পেশাল ট্রেন চালাবে। উল্লেখ্য যে, দুর্গাপূজা, দীপাবলি ও ষঠ উৎসবের সময় লক্ষ লক্ষ যাত্রী সারা দেশে যাতায়াত করেন।

বাংলাদেশী নাগরিকের হাতে ভারতীয় আধার কার্ড - উদ্বিগ্ন বিএস এফ

সমীর দাস ঃ বাংলাদেশে হাসিনা পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই দেশ থেকে অনেকেই ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। এই বিষয়ে খুবই সচেতন . সেই পরিস্থিতিতেই একজন বাংলাদেশের নাগরিকের কাছ থেকে উদ্ধার হলো ভারতীয় আধার কার্ড। বিএসএফের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, চলতি বছরের মে মাসে এক বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেফতার করেছিলেন তাঁরা। ওই ব্যক্তি নয় বছর ধরে তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ে বসবাস করছিল। ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার পথে বিএসএফ-এর হাতে ধরা পড়েন তিনি। এক বিএসএফ কর্তা বলেছেন, ''আমরা তার কাছে একটি আধার কার্ড পেয়েছি। পুলিশকে জানানোর পর, আমরা কার্ডটি নিষ্ক্রিয় করতে ইউআইডিএআই-কে চিঠি দিয়েছিলাম। মানব পাচারকারী এবং দালালদের সম্পর্ক ভাঙতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, এমন আরও কত কার্ড আছে? এর আধিকারিক জানান, তাদের কাছে এমন খবরও আছে যে কিছু চক্র অবৈধ আধার কার্ড তৈরী করে দিচ্ছে। বিএসএফ আরও জানিয়েছে, তাদের হাতে এমনও উদাহরণ রয়েছে, যেখানে সন্দেহভাজন অনথিভুক্ত বাংলাদেশি উদ্বাস্তুরা ভারতে প্রবেশের সময় সীমান্ত এলাকায় ধরা পড়েছে। দেখা গিয়েছে, তাদের কাছে ভারতে আসার আগেই আধার কার্ড এবং অন্যান্য পরিচয়পত্র রয়েছে। বিএসএফ কর্তারা আরও জানিয়েছেন, আইনি মামলার প্রক্রিয়া দীর্ঘ। তাই অনেক ক্ষেত্রেই সেই প্রক্রিয়া এড়াতে, বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনর মাধ্যমে অনথিভুক্ত বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এক কর্তা বলেছেন, ''পুলিশি মামলার সঙ্গে একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া জড়িত। দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেল খাটলেও তো আমাদের দেশে অবৈধ উদ্বাস্তুদের জায়গা দেওয়া যায় না। এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য আরও কঠোর আইন প্রণয়নের কথা তারা জানাচ্ছেন।

সৌরজগতের বাইরে পাথুরে গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

আমাদের সৌরজগৎ থেকে প্রায় ৪ হাজার ২০০ আলোকবর্ষ দূরে থাকা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থিত ভিন্ন ধরনের এক পাথুরে গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ১ দশমিক ৯ গুণ বেশি ভরবিশিষ্ট গ্রহটি একটি সাদা বামন নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, এখন থেকে কোটি কোটি বছর পরে পৃথিবী কেমন হতে পারে তার ধারণা দিতে পারে এই গ্রহ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, সূর্য শেষ সময়ে সর্বোচ্চ আকারে পৌঁছানোর পর পৃথিবীকে পুরোপুরি গ্রাস করে নেবে। এরপরও পৃথিবী টিকে থাকলে মহাশূন্যে ঠান্ডা ও নির্জন পাথুরে গ্রহতে পরিণত হয়ে সাদা বামন নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। আর তাই সূর্যের মৃত্যুর পর পৃথিবী কেমন হবে, সে বিষয়ে তথ্য জানতে নতুন এই গ্রহের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, কেন্দ্রের নক্ষত্রের মৃত্যুর আগে নতুন সন্ধান মেলা পাথুরে গ্রহটি সম্ভবত বাসযোগ্য অঞ্চলে একটি নির্দিষ্টে দূরত্ব থেকে প্রদক্ষিণ করছিল। অর্থাৎ খুব গরম বা খুব ঠান্ডা নয়, এমন এলাকায় অবস্থান করছিল গ্রহটি। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেমিং ঝাং বলেন, 'গ্রহটি বর্তমানে একটি হিমায়িত পৃথিবীর মতো। আমাদের সূর্য ভবিষ্যতে এমনই কোনো এক সাদা বামনে পরিণত হবে।' জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেসিকা লু বলেন, 'আমাদের সূর্য জীবনে শেষ দিকে, বিশাল আকার ধারণ করবে। সেই অবস্থাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লাল দৈত্য বলে। সূর্যের বাইরের স্তর আস্তে আস্তে খসে পড়বে। আমাদের সূর্যের ভর হারানোর সঙ্গে সঙ্গে সৌরজগতের সব গ্রহের কক্ষপথ প্রসারিত হবে। একসময় সূর্য বাইরের সব স্তর হারিয়ে সাদা বামনে পরিণত হবে।' জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনেকে মনে করেন, 'সূর্যের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৌরজগতের বাসযোগ্য অঞ্চলটি বাইরের দিকে চলে যাবে। এর ফলে সূর্য লাল দৈত্যে পরিণত হলে পৃথিবী, শুক্র ও মঙ্গলগ্রহ ধ্বংস হয়ে যাবে।'

ভালুকের মুখোমুখি অ্যালেক্স গোল্ড

কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশের বাসিন্দা অ্যালেক্স গোল্ড। সম্প্রতি তিনি এক ভয়ানক পরিস্থিতির মুখে পড়েন। দরজা খোলা পেয়ে তাঁর বাড়ির গ্যারেজে ঢুকে পড়েছিল এক 'রাগী' ভালুক। পরে ভালুকটি তাঁর মুখোমুখি হয়। তাঁর দিকে তেড়ে আসে। তিনি নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। রোমহর্ষ এ দৃশ্য ধরা পড়ে নিরাপত্তা ক্যামেরায়। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন অ্যালেক্স।

বাড়ির গ্যারেজের সামনে গাড়ি রেখে অ্যালেক্স বাজারসদাই ঘরে রাখতে গিয়েছিলেন। মূলত এই ফাঁকেই খোলা দরজা দিয়ে গ্যারেজে ঢুকে পড়ে বড় ভালুকটি। তবে এর কিছুই জানতেন না অ্যালেক্স। প্যান্টের ডান পকেটে এক হাত ঢুকিয়ে অ্যালেক্স হেলেদুলে গাড়ির কাছে ফিরছিলেন। উদ্দেশ্য, গাড়িটি গ্যারেজে ঢুকিয়ে রাখা।অ্যালেক্সের আসার শব্দ পেয়েই কি না হঠাৎ গ্যারেজের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে কালো রঙের ভালুকটি। গ্যারেজের সামনে মুখোমুখি হয় অ্যালেক্স ও ভালুকটি।

ভিডিওতে দেখা যায়, গ্যারেজের ভেতর থেকে ছুটে আসা ভালুকটির সঙ্গে ধাক্কা লাগার ঠিক আগমুহূর্তে কোনোমতে নিজেকে সামলে নেন অ্যালেক্স। আত্মরক্ষার্থে কয়েক পা পিছিয়ে যান তিনি। মানুষের মুখোমুখি হয়ে ভালুকটি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ভালুকটি তার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে অ্যালেক্সের দিকে তেড়ে যায়। রাগী ভালুকটির আক্রমণ থেকে বাঁচতে অ্যালেক্স কয়েকবার জোরে হাত দিয়ে তালি বাজান। জোরে জোরে শব্দ করেন। ধীরে ধীরে পেছনের দিকে সরেন। এভাবে তিনি নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। ভালুকটির সঙ্গে একটি শাবকও ছিল। মা ভালুকটিকে দেখে ভয় পেলেও মাথা ঠান্ডা রাখেন অ্যালেক্স। পরে অ্যালেক্স কানাডার সিটিভি নিউজকে বলেন, তিনি তাঁর গাড়ির কাছে ফিরে আসেন। অমনি ভালুকটির সঙ্গে তাঁর প্রায় লেগে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত নিজের গাড়ির ভেতর প্রবেশ করতে সক্ষম হন অ্যালেক্স। গাড়িতে ঢুকে তিনি জোরে হর্ন বাজান। হর্নের শব্দে ভয় পেয়ে শাবককে নিয়ে পালিয়ে যায় মা ভালুকটি। ভালুকের মুখোমুখি হয়ে অ্যালেক্স যেভাবে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন, তার প্রশংসা করেছেন অলাভজনক সংস্থা ওয়াইল্ডসেফবিসির প্রোগ্রাম ম্যানেজার লিসা লোপেজ। তিনি বলেন, সব সময় মনে রাখতে হবে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে ভয় পেয়ে দৌড় দেওয়া যাবে না।

হরিপালে মহিলাদের মানববন্ধন কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ আজ আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো হরিপাল বিডিও সংলগ্ন এলাকায়। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্বে দেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী বিধায়ক ডাক্তার করবী মান্না। এই মানববন্ধন কর্মসূচিতে মুখ্য মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মহিলাদের জন্য যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তার সমর্থনে এবং আরজিকর কান্ডের দোষীদের শাস্তির দাবিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহিলারা মানববন্ধনে অংশ নেন।

Name Change

I SHYAMAL KISHOR CHAKRABORTY, S/O SURENDRA KISOR CHAKRABORTY, R/O 4A/5 NAKTALA ROAD, NAKTALA, KOLKATA-700047, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHYAMAL KISOR CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT NO 45 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/09/2024, THAT SHYAMAL KISHOR CHAKRABORTY AND SHYAMAL KISOR CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,NIRANJAN MANDAL, SON OF BISWA MONDAL , RESIDING AT RAHUTA B.R.S COLONY, SHYAMNAGAR, NORTH 24 PARGANAS - 743127, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIRANJAN MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/09/2024.THAT NIRANJAN MANDAL AND NIRANJAN MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Jamil (old name) S/O Md Khalil, residing at R-106/A, MASJID TALAB (S.A. FAROOQUIE ROAD), GARDEN REACH, KOLKATA, PIN- 700024, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Jamil Ahmad (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 30/09/2024. Md Jamil Ahmad (new name) and Md Jamil (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Krishna Dolai W/O Tapan Dolai, on behalf my minor daughter Disha Dolui (old name) residing at MBA 227, UDAYAN PALLY, SALTLAKE, SECTOR 5, P.O.- KRISHNAPUR, P.S.- ELECTRONIC COMPLEX, KOLKATA-700102, West Bengal, INDIA, have changed her name and she shall henceforth be known as Disha Dolai (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 30/09/2024. Disha Dolai (new name) and Disha Dolui (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Anarul Gazi (old name) S/O Monajat Gazi, residing at Vill.- Saidpur, P.O.- Taki, P.S.- Hasnabad, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743429, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Anarul Gazi (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 30/09/2024. Md Anarul Gazi (new name) and Anarul Gazi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohiuddin Ahamed (old name) S/O Md Sukur Ali, residing at Vill.- Dhaltitha, P.O.- Dhaltitha, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohiuddin Ahmed (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 30/09/2024. Mohiuddin Ahmed (new name) and Mohiuddin Ahamed (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Pradip Mondal (old name) S/O Sudhir Kumar Mondal, residing at F-64/A, Thard Unit Colony, P.S.- Durgapur, Dist- Paschim Bardhaman, Pin- 713207, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Pradip Kumar Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 30/09/2024. Pradip Kumar Mondal (new name) and Pradip Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Maqsood Alam (old name) S/O Late Md Elyas, residing at J2/9, Fatehpur Village Road, P.O.- Garden Reach, Kolkata- 700024,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammed Maqsood Alam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/08/2024. Mohammed Maqsood Alam (new name) and Maqsood Alam (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Motalib Laskar (old name) S/O Late Usman Laskar, residing at Makrampur, P.O.- Kustia, P.S.- Sonarpur, Baruipur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743330, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Motaleb Laskar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 30/09/2024. Motaleb Laskar (new name) and Motalib Laskar (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Rafikul Islam Saradaru (old name) S/O Rupchand Sardar, residing at Bara Bankra East Uttar (South Bankra) Gokulpur, Swarupnagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rafikul Islam Sardar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 30/09/2024. Rafikul Islam Sardar (new name) and Rafikul Islam Saradaru (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, MADHURIMA BHATTACHARYA W/O Souvanik Chakraborty Resident of Naktala, P.O.-Naktala, Dist.- Kolkata, Pin-700047 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name MADHURIMA BHATTACHARYA instead of MADHURIMA BHATTAACHARYA, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Alipore, South 24 Pgs. on 26/09/2024. MADHURIMA BHATTACHARYA and MADHURIMA BHATTAACHARYA both are same and one identical person.

Name Change

I, MAHADEV HALDER (Old Name) S/O ANUKUL HALDER, Residing at Vill & P.O.-Panchita, P.S.-Bongaon, North 24 Parganas, Pin-743235, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MAHADEB HALDER (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate (1st Class) at Bongaon vide affidavit Dated 11-09-2024 MAHADEV HALDER (Old Name) and MAHADEB HALDER (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, PRITI GHATANI DUTTA (Old Name) W/O SANDEEP DUTTA, Residing at 14, Nandankanan , Brahmapur, Kolkata, Pin-700096, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PRITI GHATANI (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 30-09-2024 PRITI GHATANI DUTTA (Old Name) and PRITI GHATANI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, ISKANDER KABIR (Old Name) S/O LATE SHAJAHAN KABIR, Residing at Vill & P.O.-Banglani, P.S.-Swarupnagar, North 24 Parganas, Pin-743286, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ISKANDAR KABIR (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat vide affidavit Dated 09-09-2024 ISKANDER KABIR (Old Name) and ISKANDAR KABIR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Mustaqueem Azad alias Mustaqueem Azad (Old Name)S/o Mohammad Azim Residing at 110/1A Elliot Road, Vtc+ Po - Park Street, Kolkata -700016,W.B. shall henceforth be known as Mohammad Mustaqueem Azad (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 30-09-2024. Md Mustaqueem Azad, Mustaqueem Azad (Old Name) and Mohammad Mustaqueem Azad (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Tamimraj Khan (Old Name) S/o Mijanur Rahaman Khan Residing at Vtc - Patkelgachha, P.o - Mashyampur, District- 24 Pgs (N) Pin -743232, W.B. shall henceforth be known as Tamimraj Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 30-09-2024. Md Tamimraj Khan (Old Name) and Tamimraj Khan (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Anindita Pal Saha (Old Name) W/o Arindam Saha Residing at Uniworld City Complex Vistas Tower No-5, Flat No-0804, 8th Floor, Karigari Bhawan Vtc+Po - Newtown Action Area III, District- 24 Pgs (N) Pin -700160, W.B. shall henceforth be known as Anindita Pal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no. 005/2024 Dated 30-09-2024. Anindita Pal Saha (Old Name) and Anindita Pal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I AMINUR RAHMAN ,S/O ABDUL RAHAMAN, R/O VILL-KANAKPUR,PO-KAIKALA, PS-HARIPAL, HOOGHLY, 712405, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMINUR RAHAMAN ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/09/2024,THAT AMINUR RAHMAN AND AMINUR RAHAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ANAND KUMAR, S/O TIRTHESHWAR PRASAD, R/O 51/1/3, BROJEN MUKHERJEE ROAD,PO-BEHALA, PS-BEHALA, KOLKATA-700034, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANAND KUMAR GUPTA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/09/2024, THAT ANAND KUMAR AND ANAND KUMAR GUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD SAKIB, S/O MOHAMMAD QAIYUM ANSARI, R/O 10/2H/2, KABITIRTHA SARANI, PO-KHIDDIRPORE, PS-WATGUNGE, KOLKATA-700023, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED SAKIB, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/09/2024,THAT MOHAMMAD SAKIB AND MOHAMMED SAKIB ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Abusahid Sekh (old name) S/O Mazit Sekh, residing at Kolahazra, P.O.- Kolahazra, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743312, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abusaid Sekh (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 30/09/2024. Abusaid Sekh (new name) and Abusahid Sekh (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mojid Sekh & Majit Sekh (old name) S/O Zubbar Sekh, residing at Kolahazra, P.O.- Kolahazra, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743312, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mazit Sekh (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 30/09/2024. Mazit Sekh (new name) and Mojid Sekh & Majit Sekh (old name) both are same and identical person.

নারায়নপুরে জমিদার বাড়ির ৩০০ বছরের প্রাচীন দুর্গাপূজোর ইতিহাস

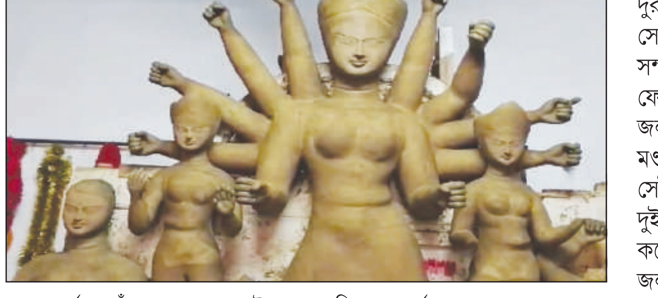

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ সাড়ে ৩০০ বছরের প্রাচীন জমিদার বাড়ি, মুচিরাম ঘোষ থেকে মন্ডল জমিদার হওয়ার ইতিহাস, রয়েছে দামু-কামুর জলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনী, সবকিছুই জড়িয়ে হদল নারায়নপুরে জমিদার বাড়ির ৩০০ বছরের প্রাচীন দুর্গাপূজোর ইতিহাসের সাথে। আজ থেকে প্রায় ৩৫০ বছর আগে বর্ধমানের নীলপুর গ্রাম থেকে ভাগ্যের খোঁজে বেরিয়ে ছিলেন মুচিরাম ঘোষ। ঘুরতে ঘুরতে বাঁকুড়া জেলা পাত্রসায়ের থানার নারায়ণপুর বোদাই নদীর তীরে এসে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেখানেই শুরু করেন বসতি। সাক্ষাৎ হয় সেখানকার বিশিষ্ট গণিত আচার্য শুভঙ্কর রায়ের সাথে। তখন মল্ল রাজাদের রাজত্বকাল মল্ল রাজা ছিল গোপাল সিংহ। একদিন মুছিলাম ঘোষ শুভঙ্কর রায়ের সাথে গিয়ে বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের সান্নিধ্য লাভ করেন। মুচিরাম ঘোষের ব্যবহারে এবং তার কার্যকলাপে খুশি হন মল্ল রাজা গোপাল সিংহ। মল্ল রাজাদের দাক্ষিন্যেই দামোদরের উপনদী বোদাই এর তীরে বিশাল এলাকার জমিদারী লাভ করেন তিনি। বাঁকুড়ার হদল ও নারায়ানপুর গ্রামের মাঝে বিশাল জমিদারবাড়ির প্রাসাদ তৈরি হয়। আরও পরে ব্রিটিশদের কাছ থেকে ওই এলাকার মোট ৭ টি নীলকুঠী ইজারা নিয়ে নেয় মণ্ডলরা। কথিত আছে সে সময় বোদাই নদীতে নীল বোঝাই করা বজরা ভাসিয়ে দূর দুরান্তে তা রপ্তানি করত মণ্ডলরা। সে সময় নীল বিক্রি করে প্রচুর ধন সম্পদ নিয়ে বজরায় করে গ্রামে ফেরার সময় কোন এক জায়গায় জল দস্যুদের কবলে পড়েছিল মণ্ডল বাড়ির কোন এক পূর্বপুরুষ। সেই সময় ওই জমিদারের সাথে ছিল দুই লাঠিয়াল দাম ও কামু। হঠাৎ করেই জমিদারের বজ্রায় হানা দেয় জল দস্যুরা। সর্বোচ্চ লুট হয়ে যাওয়ার ভয়ে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন জমিদার। তখন জল দস্যুদের সঙ্গে নিজেদের জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছিলেন দামু ও কামু। জমিদার ফিরে পেয়েছিলেন তার সমস্ত সম্পত্তি, ফিরে পেয়েছিলেন প্রাণ। জল দস্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরলে বজরায় থাকা যাবতীয় সম্পত্তি দুর্গা র নামে দেবত্তর করে দেওয়ার মানত করেন তিনি। পরে তিনি সুস্থ ভাবে ফিরে এলে ওই বজরায় থাকা সমস্ত ধন সম্পদ দিয়ে বিশাল দুর্গা দালান, রাস মঞ্চ, রথ মন্দির, নাট মন্দির, নহবত খানা তৈরি করেন। বংশ পরম্পরা পুজা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বহু জমি ও পুকুর কিনে সেগুলি দুর্গার নামে দেবত্তর করে দেন। এক দিকে নীল কুঠির বিপুল আয় অন্যদিকে বিশাল জমিদারির খাজনায় ফুলে ফেপে ওঠে রাজকোষ। তার প্রভাব পড়ে দুর্গাপুজাতেও। সে সময় পুজার সময় সাত দিন ধরে নহবত খানায় বসত নহবত। দুর্গা মন্দির সহ সমস্ত মন্দির সাজানো হত বেলজিয়াম গ্লাসের বিশাল বিশাল সেজের ঝাড়বাতিতে। পুজার সময় বসত পুতুল নাচের আসর, হত যাত্রাপালা। দুর্গা পুজার প্রতিটি নির্ঘণ্ট ঘোষিত হত তোপ ধ্বনির দ্বারা। দূর দূরান্তের মানুষ ও প্রজারা হাজির হতেন জমিদারবাড়িতে। আজ আর সেই নীল কুঠিও নেই, নেই জমিদারিও। তবু বিশাল দেবত্তর এস্টেট এর আয়ে দুর্গা পুজায় আয়োজনের ত্রুটি রাখেন না মণ্ডল বাড়ির বর্তমান প্রজন্ম। আজও পুজো এলেই মন্ডল জমিদারবাড়ির নহবত খানা থেকে বেজে ওঠে সানাই এর সুর। ভাঁড়ার থেকে পুরানো দিনের সেই ঝাড়বাতি বার করে তার ধুলো ঝেড়ে দুর্গাপূজার সময় টাঙ্গানো হয় দর দালানের বিভিন্ন প্রান্তে। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা পরিবারের সদস্যরা আজও পুজার সময় ছুটে আসে শুধু ইতিহাস কে ছুঁয়ে দেখার লোভে।

তিস্তা ব্যারেজ থেকে ছাড়া হল জল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবারও তিস্তা ব্যারেজ জল ছাড়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি গজোলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে ঘন্টায় ঘন্টায় জল ছাড়া হচ্ছে। সোমাবার সকাল ৯টা জল ছাড়ার পরিমান ১৫০৬.৩২ কিউসেক। তবে তিস্তা দোমহনী, মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সর্তকতা আজ সকাল ৮ টায় উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। রয়েছে হলুদ সতর্কতা। এনএইচ ৩১ জালঢাকা মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর যাবতীয় সতর্কতা উঠিয়ে নেওয়া হলেও শুধুমাত্র অসংরক্ষিত হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে বলে সোমবার জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর সেন্ট্রাল ফ্লাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা যায়।

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ দেবযানী মন্ডল, প্রদীপ কুমার মন্ডল, লাবনী নায়ক, ১২।০৭।২০২৪ বাঁকুড়া D.S.R OFFICE এর ১০৪২৯২ /২০২৪, ১০৪২৯৩/২০২৪, ১০৪২৯৪/২০২৪, ১০৪২৯৫/২০২৪ নং কোবালা দলিল মূলে হিমাদ্রি শেখর দানা উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার অভিজিত মুখার্জী এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE ২০৪৩৮৩/২১ নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, শিবরামপুর মৌজায় (জে.এল.নং-১৭৭) ৩৭৯ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৩১৫/৪২০ নং দাগে ৪.৯৮ শতক (দেবযানী মন্ডল) ও ৪.৯৮ শতক (প্রদীপ কুমার মন্ডল) ১৬.০২ শতক (লাবনী নায়ক) জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

অভিষেক চৌধুরী
অ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বাঁকুড়া
এনরোল নং.এফ /৪২৩ /৬৫২ /২০১৭

এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট

ইওআই বিজ্ঞপ্তি নং সি/৪৭০/এপি/ওএসওপি/২০২৩-VII তারিখ: ২৬-০৯-২০২৪

ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল, আলিপুরদুয়ার, ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফে, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ২৮টি সংখ্যক স্টেশনে ৪১ টি ইউনিটে ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য দেশীয় পণ্য নিয়ে কাজ করা ব্যক্তি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি-গুলি), প্রান্তিক বা সমাজের দুর্বল অংশ ইত্যাদির কাছ থেকে সিল করা প্যাকেটে (এনভেলপ) এবং নির্ধারিত বিন্যাসে আবেদনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ২৮টি সংখ্যক স্টেশনে দেশীয়/স্থানীয় পণ্য প্রদর্শন/বিক্রয় করে ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন। **প্রকল্পের নির্বাচিত স্টেশন এবং গুচ্ছর তালিকা:** ১) আলিপুরদুয়ার জং. = ০৩ ইউনিট, ২) নিউ আলিপুরদুয়ার = ৪ ইউনিট, ৩) নিউ কোচবিহার = ২ ইউনিট, ৪) ধূপগুড়ি = ০২ ইউনিট, ৫) নিউ মাল জং. = ৪ ইউনিট, ৬) জলপাইগুড়ি রোড = ০২ ইউনিট, ৭) কোকরাঝাড় = ০৩ ইউনিট, ৮) হাসিমারা = ০১ ইউনিট, ৯) ফালাকাটা = ০১ ইউনিট, ১০) নিউ ময়নাগুড়ি = ০১ ইউনিট, ১১) কামাখ্যাগুড়ি = ০১ ইউনিট, ১২) গোলা = ০১ ইউনিট, ১৩) ফকিরাগ্রাম = ০১ ইউনিট, ১৪) দলগাঁও = ০১ ইউনিট, ১৫) কোচবিহার = ০১ ইউনিট, ১৬) বামনহাট = ০১ ইউনিট, ১৭) গোসাইগাঁও হাট = ০১ ইউনিট, ১৮) হ্যামিল্টনগঞ্জ = ০১ ইউনিট, ১৯) গোলকগঞ্জ = ০১ ইউনিট, ২০) সেবক = ০১ ইউনিট, ২১) বাণারহাট = ০১ ইউনিট, ২২) মাদারিহাট = ০১ ইউনিট, ২৩) রাজা ভাত খাওয়া = ০১ ইউনিট, ২৪) দেওয়ানহাট = ০১ ইউনিট, ২৫) ধুবড়ি = ০১ ইউনিট, ২৬) আলতাগ্রাম = ০১ ইউনিট, ২৭) চালসা = ০১ ইউনিট, ২৮) বাসুগাঁও = ০১ ইউনিট, ২৮টি স্টেশন মোট - ৪১টি ইউনিট। **ইওআই ফর্ম/কাগজপত্র প্রদানের শুরু হওয়ার তারিখ ও সময়:** ৩০-০৯-২০২৪, **সিল করা ইওআই জমা করার শেষ তারিখ ও সময় (ইওআই): ২২-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা, সিল করা ইওআই বক্স খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২-১০-২০২৪ তারিখে ১৬:০০ ঘন্টায়,** ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল) অফিস/ডিসিএম/আইসি/চেম্বার, আলিপুরদুয়ার জংশন -এ। ইওআই নথির বিশদ বিবরণ এবং শর্তাবলী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট, যথা **www.nfr.indianrailways.gov.in** -এ পাওয়া যাবে।

ডিসিএম (আইসি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গর্তবিহীন ইলেক্ট্রনিক ওয়েই ব্রীজের স্থাপন এবং কমিশ্বনিং

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. এসআর.ডিইই/এলএমজি/২২ অফ ২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৭-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-এলএম-২৪-২৫-১৪। কাজের নামঃ** লাংটিং এবং ডিগারুতে গর্তবিহীন ইলেক্ট্রনিক ইন-মোশন ওয়েব্রিজের (ইআইএমডব্লিউবি) স্থাপন এবং কমিশনিং (বৈদ্যুতিক অংশ)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৭,০২,৬৬১.১২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩৪,১০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-এলএম-২৪-২৫/০৮-আরটি-২। কাজের নামঃ** লামডিং-ডেপো ডিইএন/IV/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীন টাইপ-II কোয়ার্টার (১০ ইউনিট), টাইপ-III কোয়ার্টার (১২ ইউনিট) এবং টাইপ-IV কোয়ার্টার (৮ ইউনিট) এর প্রতিস্থাপন (বৈদ্যুতিক অংশ)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২৫,৬৫,৯০৭.৩০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫১,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮-১০-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৮-১০-২০২৪ তারিখে ১১.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ১৮-১০-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডওপি, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Office of the Rukunpur Gram Panchayat
P:O:-Rukunpur, P.S. Hariharpara, Dist.– Murshidabad

Sealed Tender hereby invited vide NIeT No.- 03/ RGP/5th SFC/2024-25 dated 30/09/2024 vide Memo No.- 433(18)/RGP/En dated 30/09/2024 by the Prodhan, Rukunpur Gram Panchayat, Hariharpara Block, Murshidabad for schemes under 15th CFC. Last date of Download & Upload of Tender Paper is 18/07/2024 upto 18 hrs. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website http://wbtenders.gov.in.

Sd/-Prodhan
Rukunpur Gram Panchayat

জেনারেটর সেটের সার্বিক এএমসি

নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ইএল/২৯/১১_২০২৪/কে/৭৮৭; তারিখ ঃ ২৫-০৯-২০২৪। বিড নম্বর ঃ ১১_২০২৪; কাজের নাম** ঃ কাটিহার ডিভিশনে:- ০৩ বছরের জন্য উৎপত্তি থেকে গন্তব্য এবং ফেরার পথে এসকর্টিং এবং ডিজি সেটের অপারেশন সহ ডিজেল ইঞ্জিনের সময়সূচী অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাওয়ার কারে অল্টারনেটরের জন্য কির্লোস্কারের তৈরি ৫০০ কেভিএ ডিএ জেনারেটর সেটের সার্বিক এএমসি। **কাজের আনুমানিক মূল্য:** ২,৪৬,৬৫,৬২৪.১৭/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৭৩,৪০০/- টাকা; **বিডের শেষ তারিখ ঃ** ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং **বিড খোলা ১৬-১০-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ১৬-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/জিইএন এবং সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ/ই-প্রকিউরমেন্ট/২৪/৫৭ তারিখ: ২৭/০৯/২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ নিম্নলিখিত বস্তুগুলি সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক বিডের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার/গুলি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ তৈরির জন্য উপকরণ সরবরাহের জন্য। প্রত্যাশিত/সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এগুলো ই-টেন্ডার; শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক অফার বিড গ্রহণ করা হবে। বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য ওয়েবসাইট দেখুন। **ক্রম. নং.: টেন্ডার নং.: দোকানের বিবরণ: পরিমাণ: বকেয়া তারিখ: টেন্ডার খরচ** নিম্নরূপ: **[২৯৯]; ১৪২৪২৯৮০;** এলইডি মার্কার লাইট ডিআরজি/স্পেকন. নং. অনুযায়ী (i) ইএলআরএস/এসপিইসি/পিআর/০০২২ (রেভ.১,অক্টোবর ২০০৪) পৃষ্ঠা নং ২৪ ছাড়া (i i) সিএলডব্লিউ/ইএস/এসকে-১/এল-২৯ অল্ট-এ; **টেন্ডার নথি অনুযায়ী.; ০৬/১১/২০২৪;** ০.০০। **[৩০০]; ১৪২৪২৯৭৯;** এলইডি ভিত্তিক ফ্ল্যাশার লাইট সিএলডব্লিউ স্পেকন. নং. অনুযায়ী (i) ইএলআরএস/এসপিইসি/এলএফএল/০০১৭ (রেভ. ১, সেপ্টেম্বর ২০০৪), (i i) সিএলডব্লিউ/ইএস/এসকে-৩/এল-২১/সি; **টেন্ডার নথি অনুযায়ী; ৩১/১০/২০২৪;** ০.০০। **[৩০১]; ১৪২৪২৫৮৩এ;** i) i) এসি সার্কিট ব্রেকার ৪১ এ, ৩টি পোল (টাইপ ১৬) অক্স -এর সাথে কন্টাক্ট ২টি সিএলডব্লিউ স্পেকন নম্বর. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/ ০০৯৬/এল অনুযায়ী। (এক সেটে ০২টি এসি সার্কিট ব্রেকার নিয়ে গঠিত ০২টি অক্স সহ ২টি কন্টাক্ট।)। ii) অকিজলিয়ারী কন্টাক্ট ছাড়া সিকেটি. ব্রেকার (টাইপ-১) সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/ ইএস/৩/০ ০৩৭/এইচ অনুযায়ী। iii) অকিজলিয়ারী কন্টাক্ট ছাড়া সিকেটি. ব্রেকার (টাইপ-২) সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০ ০৩৭/এইচ অনুযায়ী। i v) অকিজলিয়ারী কন্টাক্ট ছাড়া সিকেটি. ব্রেকার (টাইপ - ৩) সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০ ০৩৭/এইচ অনুযায়ী। v) এসি সার্কিট ব্রেকার ৬৩ এ, ৩ পোল (টাইপ ১৭) অক্স কন্টাক্ট ২টি -এর সাথে সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং.সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৯৬/এল অনুযায়ী (এক সেট ০৪টি এসি সার্কিট ব্রেকার নিয়ে গঠিত ০৪টি অক্স কন্টাক্ট সহ ২টি) vi) এসি সার্কিট ব্রেকার ৬ এ, ৩ পোল (টাইপ ১৮) ২টি অক্স কন্টাক্ট -এর সাথে সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৯৬/এল অনুযায়ী (i. একটি সেটে ০৭টি এসি সার্কিট ব্রেকার নিয়ে গঠিত ০৬টি অক্স কন্টাক্ট সহ ২টি) ii. ০১টি এসি সার্কিট ব্রেকার লোকোসে এসি সিস্টেমে লাগানোর জন্য ড্র করতে হবে।) vii) এসি সার্কিট ব্রেকার ৬ এ, ১টি পোল (টাইপ ২০) সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৯৬/এল অনুযায়ী (এক সেট শুধুমাত্র ০২টি এসি সার্কিট ব্রেকার নিয়ে গঠিত)। viii) এসি সার্কিট ব্রেকার ১৬ এ, ৩টি পোল (টাইপ ১৪) ২টি অক্স. কন্টাক্ট -এর সাথে সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৯৬/এল অনুযায়ী (এক সেট ০২টি এসি সার্কিট ব্রেকার নিয়ে গঠিত ০২টি অক্স কন্টাক্ট সহ ২টি।) ix) এসি সিকেটি. ব্রেকার ১১ এ, ১ পোল রিভাইসড (টাইপ %ইউ২০১৩২১) সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৯৬/এল অনুযায়ী। x) সিকেটি. ব্রেকার অকিজলিয়ারী কন্টাক্ট ছাড়া (টাইপ-৭) সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০ ০৩৭/এইচ। xi) সিকেটি. ব্রেকার অকিজলিয়ারী কন্টাক্ট ছাড়া অক্স কমপ্রেসারের সাথে (টাইপ - ৬) সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০ ০৩৭/এইচ অনুযায়ী; **টেন্ডার নথি অনুযায়ী.; ১৪/১০/২০২৪;** ০.০০। **[৩০২]; ১৪২৪২৯৫৪এ;** ১৮ পিন ইউআইসি - সকেট (ইউআইসি প্লাগ ছাড়া) সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৪৭/ই অনুযায়ী। ড্রয়িং নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/এসকে-৪/০০৪৭/ই; টেন্ডার নথি অনুযায়ী.; ২১/১০/২০২৪; ০.০০। **[৩০৩]; ১৪২৪২৯৩৭এ;** এসবি-১-এ কী সুইচ সিমুলেশন সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৭৯/এ অনুযায়ী; **টেন্ডার নথি অনুযায়ী.; ১৬/১০/২০২৪;** ০.০০। **[৩০৪]; ২১২৪২৭১৮এ;** প্লেটের আকার: পুরু ৬৩ মিমি X ১২৫০মিমি X ৫০০০মিমি স্পেসিফিকেশন নং:আইএস:২০৬২:২০১১ জিআর-ই-৪১০ গুণমান-সি কিলড নর্মালাইসড হিট ট্রিটেড কন্ডিশন/নর্মালাইসড রোলিং ইউটি কোয়ালিটি [পরিমাণ সহনশীলতা (+/-): ৫%এজিই, আইটেম শ্রেণী: নরমাল, মোট অনুমোদিত পিও মান পরিবর্তন: সর্বোচ্চ ৮ লাখ]; **টেন্ডার নথি অনুযায়ী.; ০৪/১২/২০২৪;** ০.০০।

PR6/654 পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/হাওড়া
Like us on : www.facebook.com/clwrailways

চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ। ঘটনায় চাঞ্চল্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগে। বিষয়টি জানাজানি হতেই সোমবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের পুরনো ভবনের মেডিসিন বিভাগে বিক্ষোভ দেখায় মৃতার পরিবারের লোকজনরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিকে এনিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে চলেছে মৃতের পরিবার। অভিযোগ পেলে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ। মৃতের রোগীর নাম দুলাল সরকার(৫৪)। বাড়ি বালুরঘাটের কালিকাপুরে। গত পরশু তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। রক্তল্পতা নিয়ে তাকে ভর্তি করা হয. বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। গতকাল এক বোতল রক্ত দেওয়াও হয়। আর এদিন দুপুরে মারা যায় ওই রোগী। পেটের ছবি তোলা হবে বলে রোগীকে না খাইয়ে রাখা হয়। অথচ দুপুর হলেও তোলা হয়নি পেটের ছবি। যার জন্য রোগীর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন পরিবার।

জাতীয় সড়কে ধস ও পাহাড়ী বন্‌ধ এর প্রভাবে সমস্যায় পর্যটন সহ আম জনতা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস, ঘুর পথে জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে দিয়ে সিকিম পৌঁছানোর রাস্তায় পাহাড়ী বন্‌ধ এর প্রভাবে সমস্যায় পর্যটন সহ আম জনতা। ১২ ঘন্টার পাহাড় বন্‌ধে অচল কালিম্পংয়ের গরুবাথান, চলছে বিক্ষোভ-পথ অবরোধ, বিপাকে সিকিম মুখী পর্যটক সহ সাধারণ মানুষ। দফায় দফায় বৈঠকের পরেও পাহাড়ের চা শ্রমিকদের পুজোর বোনাস নিয়ে কোনও সমাধান সূত্র বেরোয়নি। এর জেরে সোমবার ১২ ঘন্টার পাহাড় বন্‌ধের ডাক দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। এই বনধকে সমর্থন করেছে বিজিএম সহ পাহাড়ের সমস্ত দল। এই পাহাড় বন্‌ধে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকে। এদিন সকাল থেকেই গরুবাথানের পান্ডারা মোড়ে পথ অবরোধ করেন চা শ্রমিকেরা। গরুবাথান ব্লকে লোয়ার, আপার ফাগু, অম্বিয়ক, মিশন হিল, কুমাই সহ আরও বেশ কয়েকটি চা বাগানে বন্ধ কাজকর্ম। পাশাপাশি বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন চা শ্রমিকরা। সোমবার গরুবাথানের বাজারে সাপ্তাহিক হাট। জেলার সর্ববৃহৎ হাট এটি। এদিন আর হাট বসেনি। উল্লেখ্য, পাহাড়ের ৮৭টি চা বাগানের শ্রমিকদের এখনও পুজো বোনাসের নিষ্পত্তি হয়নি। ২ সেপ্টেম্বর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। তার পর থেকে তিনটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। শ্রমিকরা ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে অনড়। অন্যদিকে, মালিকপক্ষ ১৩ শতাংশের বেশি বোনাস দিতে নারাজ। আগের প্রতিটি বৈঠকই ভেস্তে গিয়েছে। এদিনের বৈঠকেও কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে না আসায় ১২ ঘণ্টার পাহাড় বন্‌ধের ডাক দিয়েছে প্রতিটি শ্রমিক সংগঠন। অপরদিকে লাগাতার বৃষ্টি, ভূমি ধসে শিলিগুড়ি থেকে সিকিম যাবার ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থা বিপদজনক, এমন পরিস্থিতিতে বিগত কয়েকদিন ধরেই শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক যাতায়াতকারি ছোটো গাড়ীর অধিকাংশই সেবক হয়ে জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার শহরের মধ্যে দিয়ে কালিম্পং জেলার গরুবাথান, লাভা, হয়ে ঘুর পথে হলেও সিকিম পৌঁছাতে পারছিলো। তবে বোনাস সংক্রান্ত ব্যাপারে সোমবারের ১২ ঘন্টার পাহাড় বন্ধের ডাক দেয় ৮ টি শ্রমিক ইউনিয়ন, যার প্রভাব পড়েছে গরুবাথানে, আর এই কারণেই পর্যটক সহ সাধারন যাত্রীদের পক্ষে সিকিম পৌঁছানো কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে গেছে।

সরকারি ত্রিপল বিক্রি করতে এসে ধরা পড়ল যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ বানভাসিদের জন্য সরকারি ত্রাণ এবং ত্রিপল লাগাতার দিয়ে চলেছে জেলা প্রশাসন। অথচ মানিকচক ব্লকের বন্যা কবলিত ভুতনি এলাকার ত্রাণের দেওয়া সরকারি ত্রিপল খোলা বাজারে বিক্রির অভিযোগ উঠলো। একাংশ বানভাসিরাই সুযোগ বুঝে এক নামে একাধিক ত্রিপল নিয়েই খোলা বাজারে বিক্রি করছে বলে অভিযোগ। সোমবার কালিয়াচক ৩ ব্লকের বাখরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওনাপুর এলাকায় সরকারি ত্রিপল বিক্রি করতে এসেই হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় এক যুবক। এরপর গ্রামবাসীরা ওই যুবককে বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখে। তার কাছে বাইকে ভর্তি কমপক্ষে সরকারি লোগো দেওয়া বেশ কিছু ত্রিপল উদ্ধার হয়। যার মধ্যে বিশ্ব বাংলা ও রাজ্য সরকারের সিম্বল দেওয়া রয়েছে বলেও জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ত্রিপল বিক্রেতা ওই যুবককে চাপ দিতেই গ্রামবাসীদের সামনে সে বলে ফেলে এগুলি বন্যা কবলিত ভুতনির বানভাসিরা বিক্রি করেছেন। আর সেগুলোই সস্তায় কিনেই বিভিন্ন প্রান্তে হাটে ও বাজারে তারা বিক্রি করছেন। এদিন দেওনাপুর এলাকার এক গ্রামবাসী সাবেয়া বেগম বলেন, পাশের গ্রামের এক যুবক বাইকে অনেক ত্রিপল নিয়ে এসে বাজারে বিক্রি করছিল। আমি সেখান থেকে ৩০০ টাকা দিয়ে একটি ত্রিপল কিনেছি। সেই ত্রিপলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোগো দেওয়া রয়েছে। তবে এলাকারই কিছু মানুষ ওই ত্রিপল বিক্রেতাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

জয়ী তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ জামালপুরে একের পর এক সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিপূর্বেই ব্লকে তিনটি সমবায় নির্বাচন হয়ে গেছে। মাঠনসিপুর সমবায় সমিতি, জোতশ্রীরাম সমবায় সমিতি ও নন্দনপুর সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার হৈবতপুর সমবায় সমিতিতে নির্বাচন ছিল। মোট ৪৩ টি আসন আছে এই সমবায় সমিতিতে। এদিনই মনোনয়ন তোলা ও জমা দেবার তারিখ ছিল বেলা তিনটে পর্যন্ত। কিন্তু তিনটার পর দেখা যায় তৃণমূল ছাড়া আর অন্য কোনো দল মনোয়ন জমা করেন নি। এদিন কর্মীদের নিয়ে মনোনয়ন জমা দেন অঞ্চল সভাপতি সাহাবুদ্দিন শেখ ও শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল। তিনটার পর সেখানে উপস্থিত হন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি ও কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক। বিজয়ী প্রার্থীদের গলায় মালা পরিয়ে দেন তারা। মেহেমুদ খান বলেন বিজেপি সিপিএম নানা ভাবে কৌশল করলেও বাস্তবে তাদের পায়ের তলায় যে মাটি নাই সেটা জামালপুরের এই সমবায় নির্বাচন গুলোতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্যের তথা এই ব্লকের মানুষও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নেই আস্থা রাখছেন বলে জানিয়েছেন জামালপুরের ব্লক নেতৃত্ব।

ডেপুটেশন প্রদান করলো বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ নাটাবাড়ি বিধানসভার অন্দরান ফুলবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে বোমাবাজি সহ নাটাবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তৃণমূলের দাড়া তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করলো বিজেপি। সোমবার তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের নাটাবাড়ি ১ ও অন্দরান ফুলবাড়ী ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তুফানগঞ্জ মহকুমা বিজেপি দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল করে এসে তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মিহির গোস্বামী কোচবিহার জেলা বিজেপি সহ সভাপতি উৎপল দাস ও উজ্জ্বল কান্তি বসাক সহ বিজেপি অন্যান্য নেতৃত্ব।

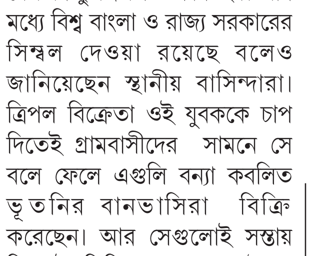

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites 6 nos. e-tenders for different works vide **Tender ID No - 2024_MAD_759952_1,** Est. Cost – Rs.4,85,174.00, **Tender ID No - 2024_MAD_759971_1,** Est. Cost – Rs. 8,06,248.00, **Tender ID No - 2024_MAD_760023_1,** Est. Cost – Rs. 4,42,689.00, **Tender ID No - 2024_MAD_760044_1,** Est. Cost –Rs. 4,83,311.00, **Tender ID No 2024_MAD_760173_1,** Est. Cost – Rs. 3,00,280.00, **Tender ID No - 2024_MAD_760192_1,** Est. Cost – Rs. 8,68,529.00 eTender submission end date -12/10/2024 Details information will be available from the website – (i) **http://wbtenders.gov.in** (ii) **www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad, Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 02/NAMGP/24 (2024-25), dt: -30/09/2024 (Fund- 15th CFC)** Last Date of Bid Submission: **19/10/2024, 17:00 Hrs.** Date of Opening: **22/10/2024, 11:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South24PGS,.or Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Namkhana Gram Panchayat

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.- EE/MID/SNIT-28/2024-25

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites offline Short Notice Tender. Last Date of application **04/10/2024** & Time upto **12.00 PM.** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov. in/**

Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green park, Malda

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist.-Hooghly

Notice inviting Tender no: **NIT NO: 397/NGP/2024, dated: 25/09/2024** for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM **25/09/2024**. Last date of submission of Tender: **01/10/2024**. Date of Opening of Tender: **03/10 2024.** Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat

Jiaganj-Azimganj Municipality
P.O.-Azimganj; Dist.-Murshidabad
West Bengal; PIN-742122.
e-mail – jamunicipality@gmail.com
Phone: 03483-253222

Sl	Name of Work	Tender ID	Last Date of Bid submission
1	House service water Connection to 4675 nos. of Premises at different wards up to private property line with 20mm OD HDPE (PE100, PN16) with necessary connection accessories including Water Meter and restoration of damages of road pavement etc. for Water Supply Scheme at various zones in Municipal area under AMRUT 2.0	2024_MAD_760323_1	29/10/2024 at 6-00 PM
2	Repairing of Surface drain at ward 1.Habibur Rahaman House to Golam Rabban House, 2.Sadarul Amin to Momtaj Marbel, 3.Golam Hider House 4.Mokim Sk house to Golam Ahamed House, 5.Infront of Ajit Lorha Godown Ward No-04.	2024_MAD_760348_1	25/10/2024 at 11-30 AM
3	Construction of Surface Drain from From Naba Ghosh house to Sunil Ghosh,From Ashu Das house to Baidanath Tudu house,From Lakshman das house to Thakur Das house, From Choton Ghosh house to Slip Ghosh house,From Kalim Sk house to Sofi Sk house,From Sona Bhattacharya house to Bablu Das house,From Santosh Das house to Samar Dey house, and Viku sk house to Indrajit saha via Rashid sk to Rajak sk. at ward no -1,	2024_MAD_760363_1	25/10/2024 at 11-30 AM
4	Construction of Surface Drain From Gautam Mandal house to Ganesh Sarkar house Via Parimal Mandal, at ward no -1	2024_MAD_760363_1	25/10/2024 at 11-30 AM
5	Supplying , fitting and installation of 02 Nos Water Street Post fo Ward No -03 of Jiaganj under 15th F.C	2024_MAD_760390_1	25/10/2024 at 11-30 AM
6	Supplying , fitting and installation of 58 Nos Water Street Post fo Ward No -12,13,14 & 17 of Azimganj under 15th F.C within Jiaganj - Azimganj Municipality	2024_MAD_760390_2	25/10/2024 at 11-30 AM
7	Construction of Ritual Rest Structure at Tamaltala, Ward – 13 under Jiaganj – Azimganj Municipality.	2024_MAD_760390_3	25/10/2024 at 11-30 AM

Please see the details on **https://wbtenders.gov.in/**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/Ltg/Z-IV/Br-X, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works:

1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/169/24-25
Name of work : **Installation of road side decorative board at Moore Avenue in Ward No.-97, Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 1,98,963.94**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **10 Days**.

2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/170/24-25
Name of work : **Installation of street lighting arrangement at Dark Pocket of East and West side of Tolly Nala and adjacent areas in Ward No.-81, Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 4,88,866.12**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **20 Days**.

3. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/171/24-25
Name of work : **Installation of glow sign board and other allied electrical works at Dr. Deodhar Rahaman Road in Ward No.-89, Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 2,48,884.20**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **20 Days**.

4. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/172/24-25
Name of work : **Development of lighting arrangement at Sultan Alam Road, Biswas Para and adjacent areas in Ward No.-89, Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 2,48,731.33**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **20 Days**. Last date and time of completion of bid: **25.10.2024** up to **12 noon** (for sl. no. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **01.10.2024 at 5 p.m.** (for sl. no. 1 to 4) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4).

The **Executive Engineer(Electrical)/LTG/Z-III, KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/350
Name of work : **Installation new lighting system at ill light pocket at B. B. Chatterjee Rd., Bakultola Lane, Swinhoe Lane in Ward No.-67, under Br-VII.** Estimate Amount : **Rs. 3,97,782.44**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion : **20 Days**.

2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/351
Name of work : **Installation new lighting system at 47, New Ballygunge Rd in Ward No.-67, under Br-VII.** Estimate Amount : **Rs. 4,55,524.14**. Earnest Money: **Rs. 9,200.00**. Period of Completion : **30 Days**.

3. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/352
Name of work : **Repairing and replacement of K.M.C Street Light Feeder Boxes at Picnic Garden Rd. and Dr. G. S. Bose Rd. in Ward No.-67, under Br-VII.** Estimate Amount : **Rs. 1,84,082.60**. Earnest Money: **Rs. 3,800.00**. Period of Completion : **15 Days**.

4. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/353
Name of work : **Repairing of street lighting system at Bedai Danga 1st Lane, B. B. Chatterjee Rd & Bose Pukur Rd in Ward No.-67, under Br-VII.** Estimate Amount : **Rs. 1,65,317.81**. Earnest Money: **Rs. 3,400.00**. Period of Completion : **30 Days**.

5. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/360
Name of work : **Miscellaneous repairing / replacement of street light fittings at Rashbehari - E.M. Bypass Connector (Nilachal Apartment to Bakultola Bus Stop) in Ward No.-67, under Br-VII.** Estimate Amount : **Rs. 4,49,514.00**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **25.10.2024 at 12 noon** (for sl. no. 1 to 5). Bid opening date for Technical Proposals (online): **25.10.2024 at 2 p.m.** (for sl. no. 1 to 5).

6. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-25/361
Name of work : **Improvement of street lighting system at Tiljala Road, A.J.C. Bose Road and other bustee areas in Ward No.-64, under Br-VII.** Estimate Amount : **Rs. 2,87,457.11**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

7. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-25/362
Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings at Park Street, Sarouni Naidu Sarani & Dr. U. N. Brahmachari Street in Ward No.-63, Br-VII.** Estimate Amount : **Rs. 3,33,260.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

8. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-25/363
Name of work : **Improvement of lighting system at Rawdon Street in Ward No.-63.** Estimate Amount : **Rs. 1,99,626.50**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

9. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-25/342
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings for Ward 64 under Br-VII.** Estimate Amount : **Rs. 4,49,436.20**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

10. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-25/343
Name of work : **Replacement of electrical accessaries at Mahanayak Uttam Mancha in Ward 84, Br-VIII.** Estimate Amount : **Rs. 1,97,279.26**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

11. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-25/344
Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings in Ward 59, Br-VII.** Estimate Amount : **Rs. 2,94,510.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

12. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-25/345
Name of work : **Supply & delivery of LED street light fittings in Ward 63, Br-VII.** Estimate Amount : **Rs. 2,94,510.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

13. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-25/346
Name of work : **Improvement of lighting system at Camac Street & Pretoria Street in Ward 63.** Estimate Amount : **Rs. 1,99,192.20**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

14. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-25/347
Name of work : **Replacement of damaged lights along Ripon Street, Royd Street and different places in Ward 63.** Estimate Amount : **Rs. 2,98,623.67**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

15. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-25/348
Name of work : **Replacement of damaged lights along Sudder Street & Kyd Street and different places in Ward 63.** Estimate Amount : **Rs. 1,98,325.62**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

16. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-25/349
Name of work : **Temporary lighting arrangement at Collin Street & its Connecting Roads for upcoming festival in Ward 63 Br-VII.** Estimate Amount : **Rs. 1,98,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **25.10.2024 at 4 p.m.** (for sl. no. 6 to 16). Bid opening date for Technical Proposals (online): **26.10.2024 at 2 p.m.** (for sl. no. 6 to 16). The bid forms and other details are available on and from **01.10.2024 at 6 p.m.** (for sl. no. 1 to 5) and **01.10.2024 at 5 p.m.** (for sl. no. 6 to 16). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 16).

KMC 693/24-25

দল ডুবছে আইএসএল-এ, দায় নিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন কুয়াদ্রাত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ লাল-হলুদের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টানলেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। চলতি আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিক করেছে ইস্টবেঙ্গল। এ বার ইন্ডিয়ান সুপার লিগে দলের হারের দায় নিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। ইমামি ইস্টবেঙ্গল এফসির পক্ষ থেকে এক বিবৃতি দিয়ে সে খবর অফিসিয়ালি জানানো হয়েছে। কুয়াদ্রাতের ছেড়ে যাওয়া লাল-হলুদ শিবিরের কোচের সিটে দেখা যাবে কাকে? ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আপাতত দলের অন্তর্বর্তীকালীন হেড কোচের দায়িত্ব সামলাবেন বিনো জর্জ। কুয়াদ্রাতের জায়গায় পাকাপাকিভাবে যিনি ইস্টবেঙ্গল কোচ হবেন, তাঁর নাম পরবর্তীতে

টিমের পক্ষ থেকে জানানো হবে। এটিও বিবৃতিতে পরিষ্কার করেছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল এফসি। জানা গিয়েছে, ইস্টবেঙ্গলের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করার পরই কোচের দায়িত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। ইস্টবেঙ্গলের টানা ৫ ম্যাচ হারের ফলে কুয়াদ্রাতে মোহভঙ্গ হয়েছে দলের সমর্থকদের। গত মরসুমে স্প্যানিশ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতকে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা মাথায় তুলে রেখেছিলেন। আর তাঁরাই এ বার ঘরের মাঠে এফসি গোয়ার কাছে ইস্টবেঙ্গল হারার পর কোচের মুণ্ডপাত করেছেন। গ্যালারি থেকে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা গো ব্যাক কার্লেস স্লোগানও দেন। এই পরিস্থিতিতে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন কুয়াদ্রাত। এ বছরের শুরুতে ইস্টবেঙ্গলকে কলিঙ্গ সুপার কাপ জিততে সাহায্য করেছিলেন কুয়াদ্রাত। গত বছরের ডুরান্ড কাপে তাঁর কোচিংয়ে রানার্স হয়েছিল লাল-হলুদ। এই পারফরম্যান্সের সুবাদে কুয়াদ্রাত সমর্থকদের কাছে ম্যাজিশিয়ান বনে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে এ বার তিনি ভিলেন হয়ে ইস্টবেঙ্গল থেকে আলাদা হলেন। ইমামি গ্রুপের পক্ষ থেকে বিভাস বর্ধন আগরওয়াল বলেন, ''ইমামি ইস্ট বেঙ্গল এফসি ম্যানেজমেন্ট কোচ কার্লেসকে কলিঙ্গ সুপার কাপ জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে। তিনি দীর্ঘদিন পর এএফসি মহাদেশীয় প্রতিযোগিতাতেও দলকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা তাঁর ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানাই।''

আকর্ষণ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ, ভাবনায় অস্ট্রেলিয়া

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ওয়ার্ম আপ পর্ব চলছে। মূল টুর্নামেন্ট শুরু ৩ অক্টোবর। ভারত নামছে পরদিন অর্থাৎ ৪ অক্টোবর। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারতের প্রথম প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। গ্রুপ এ-তে ভারতের সঙ্গে রয়েছে নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একবারই ফাইনালে উঠেছিল ভারত। ২০২০ সালে সেই ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে রানার্স। গ্রুপের মূল আকর্ষণ নিঃসন্দেহে ভারত-পাকিস্তান মহারণ। তবে ভুললে চলবে না শ্রীলঙ্কার কথাও। কয়েক সপ্তাহ আগে ভারতকে হারিয়ে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রীলঙ্কা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ এ-র পরিস্থিতি দেখে নেওয়া যাক। গ্রুপে পাঁচটি দল। রাউন্ড রবিন ভিত্তিতে খেলা হবে। পয়েন্ট টেবলের দুই দল সেমিফাইনালে জায়গা করে নেবে। গ্রুপ-এ থেকে এই দুই দল হিসেবে মনে করা হচ্ছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়াকে। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দল অস্ট্রেলিয়াই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মঞ্চে সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল অবধিই উঠেছে ভারত। লক্ষ্য প্রথম আইসিসি ট্রফি। নানা বাধার মধ্যে প্রধান অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপের এ-গ্রুপকে সবচেয়ে কঠিনও বলা যায়। অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ডের দিকেও নজর রাখতে হবে। পাকিস্তানকে তুলনামূলক দুর্বল মনে হলেও তা নয়। ফাতিমা সানা দলকে নেতৃত্ব দেবেন। দলে বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারও রয়েছেন। তাদের কাছে দুবাইয়ের পরিবেশ-পরিস্থিতি চেনা। ব্যাটিংয়েও উন্নতি করেছে পাকিস্তান। ভারতীয় দল এ বার অন্যতম সেরা। এশিয়া কাপে রানার্স হলেও বেশ কিছু নতুন মুখ ভারতের প্রাপ্তি। আলাদা করে বলতে হয় আশা শোভানার কথা। ঘরোয়া ক্রিকেটে দীর্ঘদিন ধরেই খেলেছেন। অবশেষে জাতীয় দলে সুযোগ। ওয়ার্ম আপ ম্যাচেও নজর কেড়েছেন। তেমনই বলতে হয় শ্রেয়াঙ্কা পাটিলের কথাও। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে দুর্দান্ত পারফর্ম করে উঠে আসা।

সবুজ-মেরুনকে নিয়ে বাড়তি সতর্কতা মহামেডানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ পরের ম্যাচেই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামতে চলেছে মহামেডান। বড় ম্যাচে নামার আগে প্রতিপক্ষ মোহনবাগান যখন বেঙ্গালুরু এফসির কাছে বিধ্বস্থ হয়ে কার্যত চাপে রয়েছে, সেখানে সদ্য আইএসএল খেলতে আসা মহামেডান কিন্তু যথেষ্টই ভালো জায়গায়। তিন ম্যাচে দু'দলই চার পয়েন্ট করে পেলেও গোল পার্থক্যে মহামেডান লিগ টেবিলে মোহনবাগানের চেয়ে একধাপ উপরে রয়েছে। প্রথমবার খেলতে নেমে প্রথম ম্যাচে নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধে অল্পের জন্য হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে এগিয়ে থেকেও এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে ড্র করেছে অ্যালেক্সিস গোমেজরা। আর তৃতীয় ম্যাচে চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে জিতে দারুণ ছন্দে রয়েছেন আন্দ্রে চেরনিশভের ছেলেরা। চেন্নাই থেকে ফিরে দু'দিন বিশ্রামে থাকার পর সোমবার থেকে মোহনবাগান ম্যাচের প্রস্তুতিতে নামে কার্লোস ফ্রাঙ্কারা। মোহনবাগান গত ম্যাচে তিন গোলে হারলেও, মহামেডান কোচ চেরনিশভ এতটুকু হালকা নিতে নারাজ দিমিত্রি পেত্রাতোসদের। প্রথম বছর আইএসএলে খেলতে এসে যথেষ্টই সতর্ক সাদা-কালো শিবির। মহামেডান ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাস বলছিলেন, ''আমরা সবে আইএসএলে পা রেখেছি। মোহনবাগান অভিজ্ঞ দল। যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের রঙ বদলে দিতে পারে। তাই এতটুকু হালকা নয়, বরং যথেষ্টই সতর্ক থাকতে হবে আমাদের।' গত তিন ম্যাচে অ্যালেক্সিস, ফ্রাঙ্কারা অসাধারণ ফুটবল খেললেও আরেক বিদেশি সিজার মাঞ্জোকি প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। যদিও এখনও মাঞ্জোকির পাশেই দাঁড়াচ্ছেন কোচ চেরনিশভ। আইএসএল শুরুর আগেই দলের সেরা বিদেশি মহম্মদ কাদিরি চোট পেয়ে ছিটকে গেলেও এখনও পর্যন্ত তার প্রভাব পড়েনি দলের খেলায়। তবে তাঁর পরিবর্তে যে বিদেশি ডিফেন্ডারকে নিতে চলেছে মহামেডান, তাঁর ভিসা এখনও তৈরি হয়নি।

ফার্নান্দেজের প্রথম লাল কার্ড, ৪ বছর পর ওল্ড ট্রাফোর্ড জয় টটেনহামের

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ওল্ড ট্রাফোর্ড, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ এ দিনটি দেখাই বোধহয় বাকি ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সমর্থকদের! ইউনাইটেডের জার্সিতে আজ নিজের ২৪২তম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। আগের ২৪১ ম্যাচে ৪৫টি হলুদ কার্ড দেখলেও কখনো লাল কার্ড দেখতে হয়নি তাঁকে। সেই ফার্নান্দেজকে আজ সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হলো। ১১ জন নিয়ে খেলেও যেখানে প্রায়ই ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা হয় ইউনাইটেডের, সেখানে দলের অধিনায়ককে ছাড়া প্রায় ৫০ মিনিট খেলে পেরে ওঠার কথা নয়। এরিক টেন হাগের দল পারেওনি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে আজ ১০ জনের ইউনাইটেডকে ৩-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে টটেনহাম হটস্পার। রেড ডেভিলদের ডেরা ওল্ড ট্রাফোর্ডে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪ বছর পর জিতল টটেনহাম। উত্তর লন্ডনের ক্লাবটি সর্বশেষ এ মাঠে জিতেছিল ২০২০ সালের অক্টোবরে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচেই। করোনাকালের সেই ম্যাচে দর্শকশূন্য ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইউনাইটেডকে ৬-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল হ্যারি কেইন-সন হিয়ুং মিনদের টটেনহাম।

ম্যাচের ৩ মিনিটেই ব্রেনান জনসনের গোলে এগিয়ে যায় টটেনহাম। ইউনাইটেড অধিনায়ক ফার্নান্দেজ লাল কার্ড দেখেন বিরতির কিছুক্ষণ আগে, ম্যাচের ৪২ মিনিটে। যদিও এ নিয়ে আছে বিতর্ক। মাঝমাঠে জেমস ম্যাডিসনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়ে ফার্নান্দেজ নিজেই পা পিছলে পড়ে যান। এই সুযোগে ম্যাডিসনকে বল নিয়ে এগিয়ে যেতে দেখে করে বসেন ফাউল। রেফারি ক্রিস কাভানাঘ এক মুহূর্ত দেরি না করে পর্তুগিজকে তারকাকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান। বড় ধাক্কা খাওয়ার পর ম্যাচের পরিকল্পনা পাল্টাতে বাধ্য হন ইউনাইটেড কোচ টেন হাগ। বিরতির আগের মুহূর্তে কোবি মাইনুর পরিবর্তে ম্যাসন মাউন্ট ও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই জোশুয়া জির্কজির জায়গায় কাসেমিরোকে নামান। কিন্তু কৌশল বদলে ম্যাচে ফেরা দূরে থাক, ৪৭ মিনিটেই ব্যবধান ২-০ করেন টটেনহামের দেয়ান কুলুসেভস্কি। ৭৭ মিনিটে তৃতীয় গোলটি করেন ডমিনিক সোলানকে। এ হারে ৭ পয়েন্টে আটকে থেকে ১২ নম্বরে নেমে গেল ইউনাইটেড। ১০ পয়েন্ট নিয়ে টটেনহাম উঠে এল আটে।

টেস্ট ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টি ঘরানা!

কানপুরে জয়ের জন্য মরিয়া রোহিতব্রিগেড

কানপুর, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ আড়াই দিনেও টেস্ট জেতা যায়। স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে ভারত। স্বপ্ন দেখানো শুরু করেছে অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং কোচ গৌতম গম্ভীরের ব্র্যান্ড অফ ক্রিকেট। কানপুরে বৃষ্টিবিঘ্নিত চতুর্থ দিনের শেষে ম্যাচের যা অবস্থা, তাতে শেষদিন কোনও জাদুমন্ত্রে ভারত টেস্ট জিতে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আরেকটা ফলাফল হতে পারে, সেটা হল ড্র। বৃষ্টির জেরে কানপুর টেস্টের আড়াইটে দিন পুরো জলে গিয়েছে। আড়াই দিনে টেস্ট জিততে হলে অতিমানবীয় ক্রিকেট খেলতেই হবে ভারতকে। যার শুরুটা এদিন সকালে করেন বোলাররা। মাত্র ২৩৩ রানে বাংলাদেশকে অলআউট করে দেন বুমরাহ-আকাশদীপ-অশ্বিনরা। বুমরাহ-সিরাজদের ঝড় সামলে বাংলাদেশের মোমিনুল হক অপরাজিত ১০৭ রানের ইনিংস না খেললে আরও কমে গুটিয়ে যেতে হত বাংলাদেশকে। যাই হোক ২৩৩ রানে অল আউট হওয়ার পরও হয়তো বাংলাদেশ দল ভাবেনি চতুর্থ দিনের শেষে হারার আশঙ্কা তাড়া করবে তাঁদের। কিন্তু এর পর যেটা হল সেটা এককথায় অভাবনীয়। ২৩৩ রানের জবাব দিতে এসে রোহিত শর্মা যশস্বী জয়সওয়ালরা যে ভাবে বাংলাদেশ বোলারদের আড়ংধোলাই শুরু করলেন, সেটা টি-২০ ক্রিকেটেও সবসময় দেখা যায় না। টিম ইন্ডিয়া ৫০ রানে পৌঁছে যায় ৩ ওভার শেষ হওয়ার আগেই। আর ১০০ রানে পৌঁছে যায় ১০.১ ওভারে। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩৪ ওভার ৪ বল খেলে ৯ উইকেটে ২৮৫ রানে ইনিংস ঘোষণা করে টিম ইন্ডিয়া। জয়সওয়াল করেন ৭১ বলে ৮২ রান। গিল করেন ৩৬ বলে ৩৯ রান। দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন বিরাট কোহলি এবং কে এল রাহুল। কোহলি ৩৫ বলে ৪৭ রান করেন। রাহুল করেন ৪৩ বলে ৪৮। অতএব কী দাঁড়াল, আড়াই দিনে টেস্ট জয়ের লক্ষ্যে ভারত মাত্র ৩৪.৪ ওভারে ২৮৫ রান তুলে দিল। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ পিছিয়ে গেল ৫২ রানে। সেখানেও নাটকের শেষ নয়। ব্যাটাররা যে কাজটা শুরু করেছিলেন সেটা এগিয়ে নিয়ে গেলেন বোলাররাও। দিনের খেলা শেষ হওয়ার আগে ভারত তুলে নিল বাংলাদেশের দুই ব্যাটারকে। দিনের শেষে বাংলাদেশের স্কোর ২ উইকেটে ২৬। আরেকজন অবশ্য নাইট ওয়াচম্যান হাসান মাহমুদ।

ফর্মে থেকেও সুযোগ পাচ্ছেন না রাহুলপুত্র!

বেঙ্গালুরু, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ বেশ কিছুদিন আগে কর্ণাটক প্রিমিয়ার লিগ খেলে বেশ ভালো সাড়া জাগিয়েছিলেন তিনি। পেস বোলারদের বিরুদ্ধে তাঁর শর্ট নির্বাচন ক্ষমতা, ক্রিকেটীয় সেন্স দেখে অনেক ক্রিকেট সমালোচকরাই তাঁকে তাঁর বাবা রাহুল দ্রাবিড়ের থেকেও বেশি প্রতিভাবান হিসাবে চিহ্নিত করেন। তবে রাহুল পুত্র সমিত দ্রাবিড়ের 'বাপ কা বেটা, সিপাহি কে ঘোড়া' হওয়ার স্বপ্ন বোধ হয় অসম্পূর্ণই থেকে গেল। ভারতীয় যুব দল দেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই ও টেস্ট সিরিজ খেলছে। এই দলে রাহুলপুত্র নিজের মেধার ভিত্তিতে অনূর্ধ্ব-১৯ দলে জায়গা করে নিলেও প্লেয়িং ইলেভেনে যোগ দিতে পারেননি। এছাড়াও টেস্টের পাশাপাশি ওয়ানডে সিরিজেও প্লেয়িং ইলেভেনে জায়গা পাননি সামিত। যদিও টেস্ট সিরিজে হাঁটু চোটের জন্যই খেলতে পারেননি সমিত। এই মহুর্তে অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দল তিনটি ওয়ানডে ও দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলতে ভারতে পৌঁছেছে। এই সিরিজে রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে সামিত ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলে জায়গা করে নেন। তবে দলের মধ্যে জায়গা পেলেও প্রথম তিনটি একদিনের ম্যাচে তাকে প্রথম একাদশে জায়গা দেননি কোচ হৃষিকেশ কান্তিকার।

লাল-হলুদে কোচ ছাঁটাই প্রবল চাপ বাড়াচ্ছে মোলিনার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ কিংবদন্তি কোচ সুভাষ ভৌমিক একটা কথা প্রায়ই বলতেন, 'জিতলে পঞ্চানন, হারলে পাঁচু।' প্রয়াত সুভাষের এই ক'টা শব্দ ময়দানে প্রবাদ হয়ে রয়েছে। যখন কোনও কোচের চাকরি যায়, তখন সুভাষের মতোই ময়দান ফিসফিসিয়ে এই কথাগুলোই বলে। সোমবার সকালে লাল-হলুদ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের চাকরি যাওয়া যেন ঘুরে ফিরে সেই পঞ্চানন-পাঁচু তত্ত্বকেই তুলে ধরছে। এবং কী আশ্চর্য, এই তত্ত্বে মিলেমিশে যাচ্ছেন মোহনবাগান কোচও। ব্যর্থতার দায় নিয়ে কুয়াদ্রাতের সরে যাওয়া চাপ বাড়াচ্ছে সবুজ-মেরুন কোচেরও। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে হোসে মোলিনাকে নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট আশা ছিল। কোচ হিসেবে যথেষ্ট উঁচু দরের। অতীতে সাফল্যও পেয়েছেন প্রচুর। সেই মোলিনা মোহনবাগানের দায়িত্ব নেওয়ার পর এখনও টিমকে সাফল্যের অলিন্দে এনে ফেলতে পারেননি। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে টিমকে তুলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু নর্থ ইস্টের কাছে টাইব্রেকারে ট্রফি খোয়াতে হয়েছে সবুজ-মেরুনকে। আর তারপর থেকে মোলিনার টিমের ডিফেন্স নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। এখনও পর্যন্ত আইএসএলে তিনটে ম্যাচ খেলেছে মোহনবাগান। ১টা জয়, ১টা ড্র, ১টা হার। বেঙ্গালুরু এফসির ঘরের মাঠে দাঁড়াতেই পারেনি বাগান ডিফেন্স। আনোয়ার আলি ক্লাব ছাড়ার পর থেকে ডিফেন্সে কোনও নেতাই তৈরি করতে পারেননি মোলিনা। ফলে বিপক্ষের তৈরি হওয়া যাবতীয় ঝড় ঝাপটা ভেঙেচুরে দিচ্ছে বাগানের রক্ষণ। এই মোলিনা এখন কঠিন পরীক্ষার সামনে। আরও ভালো করে বললে কর্তারা স্ক্যানারে রেখেছেন মোলিনাকে। আপাতত মোলিনার সামনে দু-দুটো বড় ম্যাচ। ৫ তারিখ মহমেডানের বিরুদ্ধে খেলা। লিগ টেবলে মোহনবাগানের থেকে একধাপ উপরে রয়েছে মহমেডান। এই মিনি ডার্বি কার্যত মোলিনার অ্যাসিড টেস্ট। আন্দ্রে চেরনিশভের টিমকে হারাতে না পারলে মোলিনা কিন্তু চাপ কাটাতে পারবেন না। তাতেও যে স্প্যানিশ কোচের পরীক্ষা শেষ হচ্ছে, বলা যাচ্ছে না। তার ঠিক পরের ম্যাচই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। ১৯ অক্টোবরের ওই ম্যাচ যদি এদিক-ওদিক হয়, তা হলে মোলিনার বাগানে থাকা খুব একটা সু-মধুর হবে না। মোহন বাঁশি বিষাদের সুর বাজিয়ে দিতে পারে। এমনকি বিসর্জনেরও। তাই কুয়াদ্রাতের মতো মরসুমের শুরুতেই ছিটকে যাতে না যান, মোলিনা মরিয়া হয়ে ছক কষছেন।

মাদ্রিদ ডার্বিতে দর্শকদের ঝামেলা, কোর্তোয়াকে দোষারোপ সিমিওনের

মাদ্রিদ, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ ম্যাচের তখন ৬৮ মিনিট ৩০ সেকেন্ড। রেফারির নির্দেশে মাঠ ছেড়ে উঠে গেলেন দুই দলের খেলোয়াড়েরা। আবার যখন খেলা যখন শুরু হলো, পেরিয়ে গেছে ১৫ মিনিট। কাল ওয়ান্দা মেত্রোপলিতানোয় মাদ্রিদ ডার্বিতে দেখা গেছে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ম্যাচ-স্থগিতের ঘটনা। দর্শকের ঝামেলায় ১৫ মিনিট থমকে থাকা ম্যাচটিতে শেষ পর্যন্ত অবশ্য কেউ জেতেনি। খেলা থামিয়ে দেওয়ার আগে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে গোল করেন এদের মিলিতাও, আর ম্যাচের শেষ দিকে সেটি শোধ করেন আতলেতিকো মাদ্রিদের আনহেল কোরেয়া। ম্যাচের পর দর্শকদের ক্ষুব্ধ করে তোলার পেছনে রিয়াল গোলকিপার থিবো কোর্তোয়াকে দায়ী করেছেন আতলেতিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে। প্রায় নিষ্প্রাণ ম্যাচে আতলেতিকোর সমর্থকদের ফুঁসে ওঠার শুরু রিয়ালের গোলের পর। ম্যাচের ৬৪ মিনিটে ভিনিসিয়ুসের সহায়তায় রিয়ালকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন মিলিতাও। এগিয়ে যাওয়ার আনন্দে রিয়াল গোলকিপার কোর্তোয়ার উদযাপন পছন্দ হয়নি আতলেতিকো সমর্থকদের। গোলপোস্টের পেছনে থাকা সমর্থকদের দিক থেকে মাঠে উড়ে আসে লাইটার ও প্লাস্টিক বোতল। ২০১৮ সালে রিয়ালে যোগ দেওয়া কোর্তোয়া ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আতলেতিকোয় ছিলেন। একজন প্রাক্তন খেলোয়াড়ের মেত্রপলিতানোয় এসে এভাবে উদযাপন হজম হয়নি আতলেতিকো সমর্থকদের। কোর্তোয়া মাঠ থেকে একটি লাইটার কুড়িয়ে রেফারিকে দেন। রেফারি তখন টাচলাইনে গিয়ে ম্যাচ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। ওই সময় স্টেডিয়ামের লাউড স্পিকারে দর্শকদের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'এই ধরনের আচরণ বন্ধ করুন। নইলে খেলা স্থগিত হয়ে যাবে।' এরপর খেলা শুরু হলেও দর্শকদের এটা-সেটা ছুড়ে মারা বন্ধ হয়নি। কোর্তোয়া আবারও রেফারির কাছে অভিযোগ করলে তিনি দুই কোচ ও লা লিগা প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে ম্যাচ থামিয়ে দেন। দুই দলের খেলোয়াড়েরা চলে যান টানেলের ভেতরে। এ সময় আতলেতিকো কোচ সিমিওনে এবং অধিনায়ক কোকে ও ডিফেন্ডার হোসে মারিয়া হিমেনেজকে

গোলপোস্টের পেছনের গ্যালারিতে গিয়ে দর্শকদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। স্পষ্টতই ম্যাচে খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে ছিল আতলেতিকোর সমর্থকদের ভূমিকা। তবে ম্যাচের পর সমর্থকদের খেপিয়ে দেওয়ার পেছনে কোর্তোয়াকেই দায়ী করেছেন আতলেতিকো কোচ, ''আপনি গোল উদযাপন করতেই পারেন, কিন্তু সেটা (প্রতিপক্ষ) সমর্থকদের দিকে তাকিয়ে নয়। গ্যালারির দিকে গিয়ে এমনভাবে নয়। সমর্থকেরা এমনিতেই চটেনি, তাদের চটার কারণ আছে।'' রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তি সরাসরি কারও দিকে আঙুল তোলেননি। তবে ম্যাচ স্থগিতের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল বলে মনে করেন, ''ওটা সঠিক সিদ্ধান্তই ছিল। কেউই খেলা থামাতে চায় না। সবাই খেলতে চায়। কিন্তু রেফারি এখানে ভালো করেছেন।'' ম্যাচ শেষে আতলেতিকো মাদ্রিদের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়, মাঠে বিভিন্ন জিনিস ছুড়ে দেওয়ার সময়ই ক্লাবের নিরাপত্তা বিভাগ পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছে। ঘটনায় জড়িত এক ব্যক্তিকে চিহ্নিতও করা হয়েছে। নতুন মরসুমের প্রথম মাদ্রিদ ডার্বি অবশ্য মাঝে স্থগিত হয়ে যাওয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, যোগ করা সময়ের নবম মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় আতলেতিকোর মার্কোস লরেন্তেকে। ফ্রান গার্সিয়াকে ফাউল করায় প্রথম হলুদ কার্ড দেখানো হয়েছিল তাঁকে। তবে ভিএআরে সেটি লাল কার্ডে পরিণত হয়। এর আগে যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে কোরেয়ার গোলটিও আসে ভিএআর রিভিউর পর, যা প্রথমে অফসাইড বলে বাতিল করা হয়েছিল। লা লিগায় অষ্টম রাউন্ড শেষে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে রিয়াল, ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আতলেতিকো। বার্সেলোনা ২১ পয়েন্ট নিয়ে আছে শীর্ষে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com